পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 195 Saturday, 15 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৯৫ সংখ্যা ❋ ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, শনিবার, ১৫ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ১২ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

রাজ্যের ৪ বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থীর নাম ঘোষনা শাসকদল তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ আগামী ১০ জুলাই বাংলার চার কেন্দ্রে রয়েছে উপনির্বাচন। তার জন্য শুক্রবার প্রার্থী ঘোষণা করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। মানিকতলায় কে প্রার্থী হচ্ছেন তা আগেই জানা গেছিল। এবার বাকি তিন কেন্দ্রের প্রার্থীর নামও জানিয়ে দিল রাজ্যের শাসক শিবির। শুক্রবার সকালে তৃণমূলের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেল এই কেন্দ্রে প্রয়াত সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তিকেই প্রার্থী করা হয়েছে। বাকি তিন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের নামও জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রায়গঞ্জে প্রার্থী হচ্ছেন এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। আর বাগদা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে রায়গঞ্জ এবং রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়েছিলেন কৃষ্ণ এবং মুকুটমণি। পরে তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেন। লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণকে রায়গঞ্জ কেন্দ্রে এবং মুকুটমণিকে রানাঘাট কেন্দ্রে প্রার্থী করে রাজ্যের শাসকদল। দু'জনেই বিধায়ক পদে

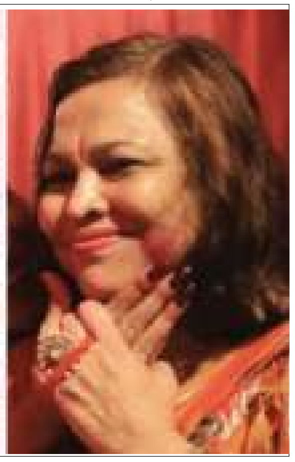

ইস্তফা দেন। ফলে এই দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। যদিও লোকসভা নির্বাচনে জিততে পারেননি দু'জনেই। তবে লোকসভা ভোটে জিততে না পারলেও দেখা যাচ্ছে দলবদলু দুই নেতার উপরেই বিধানসভা উপনির্বাচনে ভরসা রাখছে তৃণমূল। তাই ছেড়ে দেওয়া আসনে ফের প্রার্থী হচ্ছেন কৃষ্ণ এবং মুকুটমণি।গত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাস। পরে তিনিও দল বদল করে তৃণমূলে আসেন। লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে বনগাঁ কেন্দ্রে প্রার্থী করেছিল রাজ্যের শাসকদল। কিন্তু বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের কাছে হেরে যান তিনি। বিশ্বজিৎ বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ায় বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। মতুয়া অধ্যুষিত এই কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে ঠাকুরবাড়ির কন্যা তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনুর জ্যেঠতুতো বোন মধুপর্ণাকেই বেছে নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল। তৃণমূলে গুঞ্জন ছিল যে, বাগদা কেন্দ্রে ফের বিশ্বজিৎকেই প্রার্থী করতে পারে তৃণমূল। প্রার্থিতালিকা ঘোষণার পর বিশ্বজিৎ এই প্রসঙ্গে বলেন, আমিই দিদিকে বলেছিলাম আমায় প্রার্থী না করতে। কারণ আমি জেলা সভাপতি। আমার দায়িত্ব অনেক বড়। আমায় সিটটা জেতাতে হবে। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনুর বিরুদ্ধে তাঁকে এবং তাঁর মাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে অনশনে বসে সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে আসেন মধুপর্ণা। গত বিধানসভা নির্বাচনে কলকাতার মানিকতলা কেন্দ্রে জয়ী হয়েছিলেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা, অধুনা প্রয়াত সাধন পাণ্ডে। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাধন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান। কিন্তু তার পর দীর্ঘ দিন মানিকতলা বিধায়কহীন থাকলেও সেখানে উপনির্বাচন হয়নি। কারণ, গত বিধানসভায় এই কেন্দ্রের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে কলকাতা হাই কোর্টে 'ইলেকশন পিটিশন' দাখিল করেছিলেন। সম্প্রতি সেই আইনি জটিলতা কেটে যায়। গত ১০ জুন নির্বাচন কমিশন এই চার বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের দিনক্ষণ জানিয়ে দেয়। চার কেন্দ্রেই নির্বাচন হবে আগামী ১০ জুলাই। ভোটগণনা হবে ১৩ জুলাই। কমিশন জানিয়েছে, উপনির্বাচনে প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ২১ জুন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৬ জুন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও দেশের আরও ছ'টি রাজ্যের ন'টি কেন্দ্রে আগামী ১০ জুলাই উপনির্বাচন হবে। ভোট হবে বিহার, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাবের একটি করে কেন্দ্রে। হিমাচল প্রদেশের তিনটি এবং উত্তরাখণ্ডের দু'টি কেন্দ্রেই এই দিনক্ষণ অনুযায়ী উপনির্বাচন হবে।

'চুপ করে বসে থাকব না', ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ রাজ্যে ভোট পরবর্তী বিক্ষিপ্ত অশান্তি নিয়ে পুনরায় কড়া বার্তা রাজ্যপালের। শুক্রবার তিনি ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মাহেশ্বরী ভবনে। এই ভবন থেকেই বিজেপি কর্মী ও তাঁদের পরিবারকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আর তাঁদের নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজভবনে দেখা করতে যাওয়ার পথে পুলিশি বাধার মুখে পড়েন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে রাজ্যপালের মন্তব্য, এটা সংবিধান বিরোধী। এর পরই তিনি রাজ্য সরকারের উদ্দেশে তোপ দেগে জানান, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে সরকারের থেকে এখনও কোনও রিপোর্ট পাননি। কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে জানার ছিল, তা জানতে পারেননি। রাজ্যপালের আরও হুঁশিয়ারি, আমি কিন্তু চুপ করে বসে থাকব না। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখতে চলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ভোটের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছোটখাটো রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেই চলেছে। তৃণমূলের 'অত্যাচারে' বিজেপির বহু কর্মী, সমর্থক পরিবারসহ ঘরছাড়া হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের কলকাতার মাহেশ্বরী ভবনে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয় বলে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার সেসব ঘরছাড়াদের নিয়েই রাজভবনে দেখা করতে যাচ্ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু মাঝপথে তাঁর গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। রাজ্যপালের অনুমতি নেওয়া সত্ত্বেও কেন তাঁদের এভাবে আটকানো হল, সেই প্রশ্ন তুলে পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হন শুভেন্দু। শুক্রবার একই সুরে কথা বলতে শোনা গেল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। তাঁর কথায়, কিছু মানুষ হিংসা নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হলো না। এটা সংবিধান বিরোধী। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বেশ কিছু খুনের ঘটনা সামনে এসেছে। আমি কিন্তু চুপ করে বসে থাকব ন। তাছাড়া আজ আদালতও বলেছে, যদি কেউ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাহলে তাঁকে আটকানো যাবে না। যদি কেউ তা করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আশা করব, এটাই প্রথম আর এটাই শেষ। এর পর আর এমন হবে না।

শপিং ফেস্টিভাল-করবে রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের পরিবর্তে রাজ্য সরকার চলতি বছরে একটি আন্তর্জাতিক মানের শপিং ফেস্টিভাল এর আয়োজন করতে চলেছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গনে সপ্তাহব্যাপী এই ফেস্টিভ্যালে বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি এই রাজ্যের বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির আয়োজন করা হবে বলে শিল্প উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে শিল্পের সম্ভাবনা এবং শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কি ধরনের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সেই বিষয়টিও তুলে ধরা হবে।

শর্তসাপেক্ষে শুভেন্দুকে রাজভবন যাওয়ার অনুমতি হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ শর্তসাপেক্ষে রাজভবনে যেতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতি সিনহা কার্যত পুলিশকে তুলোধোনা করেন। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নতুন করে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কাছে আবেদন জানাতে হবে শুভেন্দুকে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যপাল অনুমতি দিলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী এবং ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও। রাজ্যপালের অনুমতি পেলে কতজন তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন এবং যদি গাড়ি নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে কটি গাড়ি রাজভবনের ভিতরে যাবে তা জানাতে হবে পুলিশকে। তবে শুভেন্দু অধিকারীর আইনজীবীর সওয়াল, আমরা কোনও গাড়ি ভিতরে নিয়ে যাব না। সবাই হেঁটে রাজভবনের ভিতরে যাব। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, যাঁরা ভিতরে যাবেন, তাঁদের শনাক্তকরণের কাজ শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষের কাউকে করতে হবে। রাজ্যের শর্তে রাজি হন বিচারপতি। তিনি জানান, শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষের কেউ শনাক্ত করবেন। তবে কারও পরিচয় নথিবদ্ধ করা যাবে না। নাহলে আবার পরে হেনস্তার আশঙ্কা প্রকাশও করেন বিচারপতি।

উল্লেখ্য, ভোটের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগে সরব শুভেন্দু, সুকান্তরা। তাঁদের জন্য কলকাতার একটি ধর্মশালা 'মাহেশ্বরী ভবন' ভাড়া করা হয়েছিল, আশ্রয় দেওয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু সেই মাহেশ্বরী ভবন থেকেও নাকি তাঁদের বের করে দেওয়া হয়েছে। এর পরই শুভেন্দু অধিকারী সেসব ঘরছাড়াদের নিয়ে রাজভবন যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। বিরোধী দলনেতা রাজ্যপালকে এই সংক্রান্ত বিষয় জানিয়ে ইমেল পাঠান। তাঁর দাবি, রাজ্যপালের সচিবের তরফে জানানো হয়, ঘরছাড়াদের নিয়ে রাজভবনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল, রাজ্যপাল সকলের সঙ্গে দেখা করবেন। সেইমতো বৃহস্পতিবার তাঁর সকলকে নিয়ে রাজভবনের উদ্দেশে রওনা দেওয়া। কিন্তু মাঝপথে পুলিশ তাঁদের আটকায়। রাজভবনের চারপাশে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়। একঘণ্টা গাড়িতে বসে থাকার পর নেমে আসেন শুভেন্দু। পুলিশের কাছে জানতে চান, কী কারণে আটকানো হল? পুলিশ জানায়, ১৪৪ ধারা জারি, তাই রাজভবনে এতজন মিলে যেতে পারবেন না। এর পরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন শুভেন্দু অধিকারী। সাংবাদিকদের সামনে পেয়ে তিনি অভিযোগ করেন, রাজভবন থেকে ২০০ জন ঘরছাড়াকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখানে ১৪৪ ধারার নাম করে বিরোধী দলনেতাকে মাঝপথে আটকাচ্ছে পুলিশ। এই যুক্তি গ্রাহ্য হয় না। এর পর শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু অধিকারী।

কসবার অ্যাক্রোপলিস মলে বিধ্বংসী আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ পার্ক স্ট্রিটের পর কসবা। চারদিনের মাথায় ফের শহর কলকাতায় অগ্নিকাণ্ড। কসবায় অ্যাক্রোপলিস মলে বিধ্বংসী আগুন। শপিং মলের চারতলায় থাকা বুক স্টোর থেকে ফুড কোর্টে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ধোঁয়া দেখে ক্রেতাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগুন নেভানোর কাজ। অ্যাক্রোপলিস মলের চারতলায় রয়েছে ফুড কোর্ট এবং বইয়ের দোকান। রয়েছে একাধিক অফিস। শপিং মলের চারতলায় থাকা বুক স্টোর থেকে ফুড কোর্টে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আচমকাই চারতলা থেকে কালো ধোঁয়া বেরতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে গলগল করে বেরনো কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় মলের ভিতর। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দ্রুত খালি করে দেওয়া হয় শপিং মল। ক্রেতা এবং কর্মীরা কোনওক্রমে বাইরে বেরিয়ে আসে। অ্যাক্রোপলিস মলের পাশে গীতাঞ্জলি স্টেডিয়াম। সেখানে কর্মীদের আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এমার্জেন্সি গেট দিয়ে বেরতে গিয়ে বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন বলেই খবর। দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, ইতিমধ্যে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে অক্সিজেন মাস্ক পরে শপিং মলের ভিতরে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে আগুন নেভানোর কাজ। ভেন্টিলেশন চালু রাখতে মলের কাচ ভেঙে আপাতত শপিং মল থেকে ধোঁয়া বার করার কাজ শুরু হয়। গার্ডরেল দিয়ে শপিং মল ঘিরে ফেলা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে গোটা শপিং মল। কী কারণে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। শপিং মলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আদৌ ঠিকঠাক আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে বিকাল চারটে নাগাদ দমকল কর্মীরা জানান আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। কি থেকে এই আগুন লেগেছে তা সঠিক জানা যায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে তা হয়েছে। তবে তদন্ত চলবে।

প্যাচপ্যাচে গরমে অবস্থা কাহিল রাজ্যবাসী কবে আসছে বর্ষা? জানাল হাওয়া অফিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ প্যাচপ্যাচে গরমে অবস্থা কাহিল রাজ্যবাসীর। তারমধ্যে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় চলছে তাপপ্রবাহ। কিন্তু কথা মতো শুক্রবার খুশির খবর দিল হাওয়া অফিস। আপাতত শনিবারে রাজ্যে শেষ হচ্ছে তাপপ্রবাহের সমস্ত স্পেল। আগামী সপ্তাহের শুরু দিকে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ করবে বর্ষা। শুক্রবার বিকালের বুলেটিনে মৌসম ভবনের পূর্বাভাস, আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বর্ষা আসতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। পাশাপাশি, শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ বন্ধ হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন আবহবিদেরা। আবহবিদেরা জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ওড়িশা, অন্ধ্র উপকূল, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ এবং বিহারের কিছু অংশে অগ্রসর হতে পারে। ফলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বাকি জায়গায় বর্ষা ঢোকার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। তবে তার আগে প্রাক্-বর্ষার বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গ ভিজতে পারে বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাক্-বর্ষার কারণে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। গত কয়েক দিন প্রবল বৃষ্টি চলছে উত্তরের জেলাগুলিতে। সেখানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরির সম্ভাবনাও রয়েছে। টানা বৃষ্টিতে ধস নেমেছে পাহাড়ে। সিকিমে আটকে পড়েছেন পর্যটকেরা। ক্রমশ বাড়ছে তিস্তার জল। এর মাঝে শুক্রবারও আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এই তিন জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া দার্জিলিং এবং কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

রেস্তরাঁ কাণ্ডে তদন্তে গোয়েন্দা বিভাগই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ তৃণমূলের তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর রেস্তরাঁয় অশান্তির ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ অনুযায়ী, বিধাননগরের গোয়েন্দা বিভাগকে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। আগামী ৪ জুলাই তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ। মামলাকারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করারও নির্দেশ দেন বিচারপতি। এছাড়া যথাযথভাবে মামলার তথ্যপ্রমাণ সংরক্ষণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে শুটিং করার সময় গাড়ি রাখাকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে রেস্তরাঁ

নির্দেশ হাই কোর্টের

মালিককে চড় মারার অভিযোগ উঠেছে বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। যদিও পরে তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন। তবে টেকনো সিটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আক্রান্ত রেস্তরাঁ মালিক। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও কোনও পদক্ষেপ করেনি পুলিশ। বুধবার মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করেন রেস্তরাঁ মালিক। বিচারপতি অমৃতা সিনহা অনুমতি দেন। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ অনুযায়ী, বিধাননগরের গোয়েন্দা বিভাগকে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।

ভুল করেই এনডিএ সরকার গঠন হয়েছে ঃ খাড়গে

বেঙ্গালুরু, ১৪ জুন ঃ কেন্দ্রে এনডিএ সরকার গঠন নিয়ে কটাক্ষ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর কথায়, ভুল করেই এনডিএ সরকার গঠন হয়েছে, মোদীজি জনাদেশ পাননি। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, এটি একটি সংখ্যালঘু সরকার। যে কোনও সময় এই সরকারের পতন হতে পারে। খাড়গে আরও বলেছেন, আমরা চাই সরকার টিকে থাকুক, দেশের মঙ্গল হোক, দেশকে শক্তিশালী করতে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রীর চান না কোনও কিছু ভালোভাবে চলুক। তবে আমরা দেশকে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করব।

আসল প্রশ্নপত্র পেয়েছিলাম, নিট বিতর্কে বিস্ফোরক দাবি পরীক্ষার্থীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ সর্বভারতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথা সরকার অস্বীকার করলেও প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ইতিমধ্যেই পাটনা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে আয়ুশ রাজ নামে এক পরীক্ষার্থী। তাঁর দাবি টাকার বিনিময়ে তিনি প্রশ্নপত্র পেয়েছিলেন। পরীক্ষা হলে ঢুকে তিনি দেখেন, তাঁর পাওয়া প্রশ্নপত্র ও আসল প্রশ্নপত্র হুবহু এক। শুধু তাই নয়, এই ঘটনায় বিহার পুলিশের হাতে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন ১৯ জন। তবে সরকারের দাবি, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এখনও এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী জানতে পারা গিয়েছে, এই ঘটনার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত যে ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পাটনা পুলিশ। তাঁদের মধ্যে অন্যতম আয়ুশ রাজ নামের এক পরিক্ষার্থী। পুলিশকে দেওয়া বয়ানে আয়ুশের দাবি, 'পাটনার লার্ন হোস্টেলে গত ৪ মে রাতে আমায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে আমায় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। একইসঙ্গে দেওয়া হয় উত্তরপত্র। তা পুরো মুখস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেদিন আমার সঙ্গে দেখানে উপস্থিত ছিলেন আরও ২০-২৫ জন পরীক্ষার্থী। এর পর পরীক্ষা হলে প্রবেশ করে আমি দেখি আমাকে দেওয়া প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হুবহু এক।' ওই যুবকের বয়ান ইতিমধ্যেই আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। এদিকে পুলিশের এফআইআরে স্পষ্টভাবে দাবি করা হয়েছে,আমাদের কাছে খবর আগে পরীক্ষা সঞ্চালন বিভাগ ও কিছু পরীক্ষার্থীদের উদ্যোগে নিট পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরেই JH01BW0019 নম্বরের একটি সন্দেহজনক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই মতো আমরা সেখানে গিয়ে গাড়িটি আটক করি। এর পর গাড়িটির ড্রাইভার পালানোর চেষ্টা করে। গাড়িটিতে মোট ৩ জন ছিলেন ৪ জন পরিক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ডের জেরক্স কপি পাওয়া যায় তাঁদের থেকে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা স্বীকার করে, পরীক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা আধিকারিকদের সঙ্গে রফা করে প্রশ্নফাঁস করছিল তাঁরা। আরও একাধিক সেন্টারে এই একই ঘটনা ঘটেছে। মামলার তদন্তে নেমে এখনও পর্যন্ত ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের পশ্চিম বিদর্ভ অঞ্চলে ৫ মাসে আত্মহত্যা ৪৬১ জন কৃষকের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন ঃ কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় সরকার যতই গালভরা প্রতিশ্রুতি দিক না কেন, ভালো নেই দেশের অন্নদাতারা। রিপোর্ট বলছে, দড়ির ফাঁসেই যেন রেহাই খুঁজছেন দেশের কৃষকরা। দেশজুড়ে ক্রমাগত বেড়েই চলেছে কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রে। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, মহারাষ্ট্রের পশ্চিম বিদর্ভ অঞ্চলে গত ৫ মাসে আত্মহত্যা করেছেন ৪৬১ জন কৃষক। পাশাপাশি অমরাবতী জেলায় ৫ মাসে এই আত্মহত্যার সংখ্যাটা ১৪৩। মহারাষ্ট্রের সরকারি রিপোর্ট বলছে, গত ৫ মাসে অমরাবতীতে ১৪৩ জন আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া অকোলা জেলায় সংখ্যাটা ৮২, যবনমালে ১৩২ বুলদানায় ৮৩, ওয়াসিম জেলায় ২১ জন আত্মহত্যা করেছেন গত ৫ মাসে। সরকারিভাবে দাবি করা হচ্ছে, মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অসময়ের বৃষ্টি এবং ফসল উৎপাদনে অনুপযোগী

বন্ধ্যা জমিই এর মূল কারণ। তবে কৃষকদের তরফে জানা যাচ্ছে, এ সবের চেয়ে আরও বড় কারণ হল ফসলের পর্যাপ্ত মূল্য না পাওয়া এবং কৃষি ক্ষেত্রে সরকারের ভুল নীতি। এর জেরেই দেনার দায়ে আত্মহত্যা করছেন কৃষকরা। বিশেষ সূত্রে আরও জানা যাচ্ছে, যে রিপোর্ট সামনে এসেছে তা শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রের পশ্চিম বিদর্ভ অঞ্চলের জেলাগুলির জানুয়ারি থেকে মে মাসের রিপোর্ট। গোটা মহারাষ্ট্র ধরলে সংখ্যাটা যে আরও ভয়ংকর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখনও পর্যন্ত পূর্ব বিদর্ভ, মারাঠওয়াড়া সহ গোটা মহারাষ্ট্রের রিপোর্ট আসতে বাকি রয়েছে। কৃষকদের আত্মহত্যা রুখতে সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন, ও ইমেল আইডি। যা হল, ৯৯৯৯৬৬৬৫৫৫, ০২২-২৫৫২১১১১ ও helpvan-drevalafoundation.comú তবে কৃষকদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে হেল্পলাইন চালু হলেও কৃষকদের অভিযোগ সরকার মূল সমস্যাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে।

জি-৭ সামিটে জেলেনস্কি-মোদি বৈঠক

এগজানিয়া, ১৪ জুন ঃ জি৭ সম্মেলনে যোগ দিতে ইটালি গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার সেদেশের এগজানিয়া শহরে পা রাখেন তিনি। সেই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থিত রয়েছেন তাবড় রাষ্ট্রনেতারাও। সেখানেই আজ, শুক্রবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন মোদি। পাশাপাশি তিনি সাক্ষাৎ করেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গেও। এছাড়াও নমো দেখা করবেন পোপ ফ্রান্সিসের সঙ্গে। তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার পর এটাই মোদির প্রথম বিদেশ সফর। ইটালির প্রধানমন্ত্রীর জর্জিয়া মেলোনির আমন্ত্রণে বিশেষ অতিথি হিসাবে ৫০তম জি৭ সামিটে যোগ দিয়েছেন নমো। বিশেষ সূত্রে খবর, এই সম্মেলনের ফাঁকেই জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন মোদি। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তাঁকে

শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। আগামিদিনে দিল্লির সঙ্গে কিয়েভের সম্পর্ক আরও মজবুত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তবে ইটালিতে মোদি ও জেলেনস্কির মধ্যে কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধ নিয়ে মোদির সঙ্গে কথা বলে থাকতে পারেন জেলেনস্কি। কারণ ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার সুসম্পর্কের কথা কারও অজানা নয়। মোদির সঙ্গে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের গভীর বন্ধুত্বের কথাও তিনি জানেন। তাই রাশিয়াকে শান্তি ফেরানোর বার্তা দিক ভারত, এটাই চান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। উল্লেখ্য, যুদ্ধ আবহে পুতিন ও জেলেনস্কির সঙ্গে একাধিকবার ফোনে কথা বলেছেন মোদি। দুজনকেই বৈঠক ও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করার বার্তা দিয়েছেন তিনি। এদিকে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই থামেনি। হামলা পালটা হামলা, মৃত্যুমিছিল সবকিছুই অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎই যুদ্ধবিরতির কথা শোনা গেল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের গলায়! তবে যুদ্ধ থামানোর জন্য কয়েকটি শর্ত বেঁধে দিয়েছেন তিনি। যা মানতে হবে ইউক্রেনকে। তাহলেই ছেদ পড়বে এই সংঘর্ষে।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20654760, GL20658341, GL20669154, GL20682167, GL20893266, GL21961265, GL22161550, GL23817066, GL25549352, GL25573414, GL25718296, GL25742548, GL25913290, GL25940684, GL26085302, GL26093763, GL26103587, GL26113012, GL26113347, GL26114113, GL26345102, GL26363133, GL26375497, GL26384660, GL26392275, GL26392323, GL26405686, GL26421721, GL26442907, GL26456472, GL26487839, GL26510474, GL26529532, GL26544637, GL26551677, GL26574286, GL26579316, GL26586896, GL26611054, GL26611367, GL26685919, GL26694509, GL26707753, GL26708012, GL26722955, GL26725403, GL26735854, GL26736847, GL27751804, GL27753093, GL27775365, GL27775586, GL28545637, GL28570650, GL28650080, GL28673058, GL28686544, GL28689794, GL28804022, GL28810339, GL28811401, GL28815980, GL28821427, GL28821535, GL28933540, GL29156150, GL29175941, GL29190627, GL29233123, GL29310975, GL29326950, GL29531968, GL29546251, GL29566094, GL29724166, GL29896586, GL29903271, GL29993937, GL29999336, GL30007718, GL30007781, GL30052521, GL30070819, GL30084606, GL30123960, GL30137654, [illegible]

শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: মুরারই-বীরভূম জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible] GL28825401, GL28841577, GL29068057, GL29072633, GL29235888, GL29252710, GL29775575, GL29795383, GL30049400, GL30064551, GL30084037, GL30612691, GL30664341, GL30749110, GL30761849, GL31884990, GL31885113, GL32521840, GL32590228, GL32724204.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: বীরভূম

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

কেমন হবে চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক? সীমান্ত সমস্যা নিয়ে মুখ খুললেন জয়শঙ্কর

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ফের ভারতের বিদেশমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছেন এস জয়শংকর। গত মঙ্গলবার, নতুন করে সমস্ত কাজ বুঝে নিতে তিনি পা রাখেন সাউথ ব্লকে। সেখানে তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। আর দ্বিতীয়বারের জন্য বিদেশমন্ত্রী হয়ে তাঁর গলায় শোনা গেল সীমান্ত সংঘাতের কথা। মোদি ৩.০ সরকারের প্রধান লক্ষ্য যে বর্ডার ইস্যুগুলোর সমাধান ও সন্ত্রাসবাদ দমনে কাজ করা, সেকথাই জানালেন তিনি। পাশাপাশি চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও আগামিদিনে ভারতের বিদেশনীতির কথাও তুলে ধরলেন জয়শংকর।মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রী বলেন, ' আমি সম্পূর্ণরূপে আশাবাদী আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিদেশনীতি আরও সফল হবে। বিশ্বে ভারতের প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি শুধুমাত্র আমাদের উপলব্ধি নয়, অন্যান্য দেশগুলিও মনে করে ভারত সঠিক বন্ধু। তারা দেখেছে জি২০ সম্মেলনে ভারত কী ভাবে সভাপতিত্ব করেছে। আমাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।'' শীঘ্রই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদ পাবে ভারত, এই আশাও প্রকাশ করেছেন জয়শঙ্কর।এরপরই ভারত-চিন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গেও কথা বলেন জয়শঙ্কর। তাঁর কথায়, ' কোনও গণতান্ত্রিক দেশে পর পর তিন বার নির্বাচিত হওয়া খুবই বড় ব্যাপার। ভারতে যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে, তা বিশ্ববাসী বুঝতে পারছেন। জয়শঙ্কর আরও বলেন, ভারত এবং পাকিস্তান নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে। তবে দু'দেশের সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা এবং সমস্যাও ভিন্ন। চিনের বিষয়ে অবশ্যই আমরা সীমান্ত সমস্যা সমাধানের দিকে মনোযোগ দেব।'' পাকিস্তান নিয়ে বলতে গিয়ে জয়শঙ্কর মনে করিয়ে দেন আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের কথা। তিনি বলেন, ' সঙ্গে আমাদের বহু বছরের পুরনো আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের সমস্যা রয়েছে। তাই সেই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। আমাদের লক্ষ্য সীমান্তে শান্তি বজায় রাখা।'' দীর্ঘ দিন ধরেই ভারত এবং পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে শীতলতা রয়েছে। চলতি বছরে দুই দেশে নতুন সরকার এলেও সেই শীতলতা কাটেনি। তবে আগামী দিনে বরফ গলার আশা করছেন জয়শঙ্কর।

৪৫ জন ভারতীয়ের দেহ নিয়ে কোচি ফিরল বায়ুসেনার বিমান

এর্নাকুলাম, ১৪ জুন ঃ কুয়েতে বহুতল আবাসনে আগুন লাগার ঘটনায় নিহত ৪৫ জন ভারতীয়ের দেহ ফিরিয়ে আনা হল দেশে। শুক্রবার ভোরে বায়ুসেনার একটি বিমান কুয়েত থেকে কেরলের উদ্দেশে রওনা দেয়, বেলা ১১টার আগেই বিমানটি কোচি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করে।কেরলজুড়ে এখন শুধুই শোকের আবহ। নিহতদের শ্রদ্ধা জানাতে বিমানবন্দরে এসেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। বিজেপি নেতা মুরলীধরন বলেছেন, ঘটনার পরই প্রধানমন্ত্রী একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিলেন। ভারত সরকারের অধীনে দেশবাসীর স্বার্থ সুরক্ষিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরেশ গোপী বলেছেন, খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা।এটিপ্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, নিহত ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে অধিকাংশই কেরল এবং দক্ষিণ ভারতের অন্য রাজ্যগুলির বাসিন্দা। তাই বিমান প্রথমে কোচি বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। যে সকল নিহত শ্রমিকের বাড়ি উত্তর এবং পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে, তাঁদের দেহ নিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবে বিমানটি। বিমানবন্দরেই রাখা থাকছে শববাহী অ্যাম্বুল্যান্স

উত্তরে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা ! তাপপ্রবাহ পিছু ছাড়ছে না দক্ষিণবঙ্গের

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ উত্তরবঙ্গে ভাসছে। দক্ষিণবঙ্গ তেতেপুড়ে জ্বলছে। একই রাজ্যের দুই ছবি দেখে হা-হুতাশ হওয়ারই কথা। বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরের একাধিক জেলায়। সেখানে কার্যত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তবে আজ থেকে আগামী সাতদিন অর্থাৎ ১৪-২০ জুন এই সপ্তাহে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ২ থেকে ৩ ডিগ্রির উপরে থাকবে। স্বাভাবিকের তুলনায় বৃষ্টি কম হবে দক্ষিণবঙ্গে। পরবর্তী সাতদিন অর্থাৎ ২১ থেকে ২৭ জুন তাপমাত্রা সামান্য কমলেও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। এই পরিস্থিতিকে বর্ষার আগমনী বলছেন আবহাওয়াবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা সোমনাথ দত্ত জানান, উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দমকা ও ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা থাকছে। পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টি ও দুর্যোগ আপাতত চলবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও।উল্টো ছবি দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতে। তাপপ্রবাহের সতর্কতা ও পরিস্থিতি থাকবে আজ এবং আগামীকাল । এই দুইদিন চরম তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি এবং তাপপ্রবাহের সতর্কতা থাকবে পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় । তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি থাকবে ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়াতে। গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকবে হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে। বাকি জেলাতেও গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়া জারি থাকছে। গত বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য বেশি। শুক্রবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা।

৬ জানুয়ারি দাঙ্গার পর প্রথমবার ক্যাপিটল হিলে এলেন ট্রাম্প

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ তিন বছর আগের দাঙ্গার পর প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে ফিরলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রিপাবলিক নেতাদের সঙ্গে সাক্ষা করতে সেখানে এসেছেন তিনি।আসছে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকানদের সম্ভাব্য মনোনীত এই প্রার্থী ক্যাপিটল হিলে এসে ঐক্যের বার্তা দিয়েছেন। তিনি দলে দীর্ঘস্থায়ী কোনো বিভেদ না রেখে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ক্যাপিটল হিলে রিপাবলিক নেতাদের সঙ্গে দেখা করার পরে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক এই প্রেসিডেন্ট একটি সংগঠনের ২০০ করপোরেট নেতার সঙ্গে সাক্ষা করেন। এক বিবৃতিতে সাবেক ডেমোক্রেটিক হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি ট্রাম্পকে উদ্দেশ করে বলেছেন, 'বিদ্রোহের উসকানিদাতা...অপরাধ সংঘটনস্থলে ফিরে আসছেন।' নিউইয়র্কের একটি আদালতে ব্যবসায়িক নথিপত্রে তথ্য গোপনের অভিযোগে করা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপর তিনি এই সফর করলেন। যুক্তরাষ্ট্রে গত বৃহস্পতিবার সকালে ক্যাপিটল হিল ভবনের কাছে রিপাবলিকান দলের কার্যালয়ে ট্রাম্প পৌঁছান। সেখানে বিক্ষোভকারীরা বিক্ষোভ করেন। তাঁরা ' ব্যর্থ অভ্যুত্থান', ' গণতন্ত্র সব সময়, ট্রাম্প কখনোই নয়' স্লোগান দিতে দিতে বিক্ষোভ করেন।গত বৃহস্পতিবার বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, দলে বড় ধরনের ঐক্য রয়েছে। তাঁর সঙ্গে মতের মিল না হলেও অনুসারী রিপাবলিকানদের পাশে থাকার প্রত্যয় জানান ট্রাম্প। ট্রাম্প এ সময় কোনো প্রশ্নের উত্তর দেননি। তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়েন। সমর্থকেরা এ সময় চিৎকার করে ট্রাম্পকে তাঁদের ভালোবাসা জানান। ট্রাম্পও তাঁদের ধন্যবাদ জানান।এর আগের দিন ট্রাম্প ও হাউস রিপাবলিকানদের মধ্যে বৈঠক হয়েছে। হাউস স্পিকার মাইক জনসন বলেছেন, সাবেক এই প্রেসিডেন্ট সেদিন প্রচুর শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে এসেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল হিলে ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি হামলা চালায় দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকেরা। ফেসবুক-টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পের উসকানিমূলক পোস্ট থেকে ছড়িয়ে পড়ে সেই সহিংসতা।

মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরার গঙ্গাসাগরের অফিসে আগুন, পুড়ে ছাই কম্পিউটার ও নথিপত্র

গঙ্গাসাগর, ১৪ জুন ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগরে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচঃদ্র হাজরার পার্টি অফিসে অগ্নিকাণ্ড । শুক্রবার সকালে পার্টি অফিস থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। খবর যায় দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিন বেশ কিছু ক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।গঙ্গাসাগরের রুদ্রনগরে দলীয় কার্যালয় রয়েছে মন্ত্রী বঙ্কিমের। শুক্রবার সকাল ৯.৩০ মিনিট নাগাদ আচমকাই পার্টি অফিস থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন স্থানীয়রা। সেই সময় পার্টি অফিস বন্ধ ছিল। আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকল চলে আসে। বেশ কিছু ক্ষণের চেষ্টায় পার্টি অফিসের আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।আগুনের জেরে পার্টি অফিসে রাখা কম্পিউটার সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পুড়ে গিয়েছে বেশ কিছু নথিপত্রও। তবে ঠিক কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।

ভয়াবহ দাবানল আলমোরার অরণ্যে, নিহত ৪ বনকর্মী

আলমোরা, ১৪ জুন ঃ শুক্রবারও জ্বলছে উত্তরাখণ্ডের আলমোরার জঙ্গল। ভয়াবহ দাবানল নেভাতে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টার মোতায়েন করা হয়েছে।উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার ভয়াবহ দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে যায় উত্তরাখণ্ডের আলমোরার জঙ্গলের একাংশ। আলমোরার বিনসার অভয়ারণ্যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে গত বৃহস্পতিবার তিনজন বন বিভাগের কর্মী-সহ ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৪ জন গুরুতর জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে। আগুন নেভানোর জন্য ৮ সদস্যের দল ওই অভয়ারণ্যে পৌঁছানোর পর এই বিপত্তি ঘটে। তীব্র হাওয়ার দাপটে আগুনের শিখা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের বিমানে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এই ঘটনায় গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন। তিনি মৃতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করবেন বলেও জানিয়েছেন।

কেজরির জামিন-আর্জির শুনানি ১৯ জুন, এএপি প্রধানের আরও এক আবেদন আদালতে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন-আর্জির শুনানি হবে আগামী ১৯ জুন। ওই দিন এএপি প্রধানকে পেশ করা হবে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে। আদালতে আরও একটি আবেদন জানিয়েছেন কেজরিওয়াল, সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে তিহার জেল কর্তৃপক্ষের জবাব চেয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। কেজরিওয়াল আবেদন জানিয়েছে, তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলাকালীন মেডিকেল বোর্ডের সামনে তাঁর স্ত্রীকে যাতে ভিডিও কনফারেন্সের (ভিসি) মাধ্যমে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। এরই প্রেক্ষিতে রাউজ অ্যাভিনিউ আদালত শুক্রবার তিহার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিক্রিয়া চেয়েছে। এ বিষয়ে শুনানি হবে শনিবার।

বেসরকারি বাসে আগুন

পুণে, ১৪ জুন ঃ মহারাষ্ট্রের পুণেতে আগুন লাগল একটি বেসরকারি বাসে। শুক্রবার পুণের নাসিক ফাটার কাছে একটি বেসরকারি বাসে আগুন ধরে যায়, মুহূর্তের মধ্যেই গোটা বাসটি আগুনের গ্রাসে চলে যায়। ঘটনাস্থলে আসে দমকল, দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এসেছে। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার পুণের পিম্পরি চিঞ্চওয়াড় এলাকায় নাসিক ক্রসরোডের কাছে একটি বেসরকারি বাসে আগুন ধরে যায়। আগুনের গ্রাসে বাসটি পুড়ে গিয়েছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। [illegible]

শাখার নাম: কনটাই-এন.এস. রোড জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: এগরা-পূর্বমেদিনীপুর জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: মেচেদা-জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: মেদিনীপুর-চণ্ডীপুর জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: মেদিনীপুর-পাঁশকুড়া । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: নন্দীগ্রাম-বাইপাস রোড জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: পূর্ব মেদিনীপুর-হলদিয়া জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: রামনগর-তালগাছড়ি জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible] GL30771845, GL32751805.

শাখার নাম: তমলুক-মানিকতলা জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

শাখার নাম: ময়না-গরসাফত জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: [illegible]

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে [illegible] হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: পূর্ব মেদিনীপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate tender in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/006/2024-25, Dated - 13/06/2024
Name of the work: **Installation of aluminium fixed partition, door & sliding window with other allied works for installation of AC at Lighting Department Z-II Office, HUDCO Building 8th Floor.** Estimated cost (including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 3,53,434.00.** Earnest money: **₹ 7,100.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/007/2024-25, Dated - 13/06/2024
Name of the work: **Installation of aluminium fixed partition, sliding window, door & wooden fixed partition with other allied works for installation of AC at MM Court, HUDCO Building 5th Floor.** Estimated cost (including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 4,98,401.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/008/2024-25, Dated - 13/06/2024
Name of the work: **Renovation of Dy. CMFA Cell at Room No. 224 & making wooden table with other related civil works at second floor of C.M.O. Buildings.** Estimated cost (including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 3,54,128.00.** Earnest money: **₹ 7,100.00.** Period of completion: **14 days.**

(4) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/009/2024-25, Dated - 13/06/2024
Name of the work: **Making wooden door and windows with related works at ANTE Chamber of Municipal Commissioner at 1st floor of C.M.O. Buildings.** Estimated cost (including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 3,51,930.00.** Earnest money: **₹ 7,100.00.** Period of completion: **14 days.**

(5) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/002/2024-25, Dated - 13/06/2024
Name of the work: **Annual civil maintenance work at I.U.M. Building and Guest House at 36C, Ballygunge Circular Road in the financial year of 2024-2025.** Estimated cost (including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 2,99,252.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **365 days.**

(6) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/003/2024-25, Dated - 13/06/2024
Name of the work: **Providing ceramic tiles on floor of Press Department with necessary civil works at ground floor of C.M.O. Buildings.** Estimated cost (including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 2,88,282.00.** Earnest money: **₹ 5,800.00.** Period of completion: **15 days.**

(7) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/004/2024-25, Dated - 13/06/2024
Name of the work: **Making computer table, wooden cabinets with necessary civil works for telephone section at Room No. 112 under MPL Secretary Department at first floor of C.M.O. Buildings.** Estimated cost (including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 2,47,046.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(8) NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/005/2024-25, Dated - 13/06/2024
Name of the work: **Repairing of record rooms of MAT at different floors of HUDCO Building.** Estimated cost (including G.S.T. & L.W.C.): **₹ 1,50,059.00.** Earnest money: **₹ 3,100.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **26.06.2024 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 8).** The bid forms and other details are available on and from **18.06.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 to 8).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 8).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites tender online, two part bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/18
Name of the work: **Urgent restoration of street lighting system damaged due to storm on 27.05.2024 at Alipore Road, Durgapore Lane & others in Ward No.-74.** Estimated amount: **₹ 2,91,853.64.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **10 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/19
Name of the work: **Urgent restoration of street lighting system damaged due to storm on 27.05.2024 at Ladies Park, Tiwari Para & others in Ward No.-82.** Estimated amount: **₹ 1,57,572.12.** Earnest money: **₹ 3,200.00.** Period of completion: **10 days.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/20
Name of the work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster prepardness of lighting system for avoid any type of accident and public safety under Borough-IX.** Estimated amount: **₹ 2,97,892.79.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **214 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/22
Name of the work: **Installation of new electrical wiring & electrical accessories of newly constructed staff rest room within the Soloana Burial Ground in Ward No.-78.** Estimated amount: **₹ 1,92,610.03.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **24.06.2024 up to 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 4).** Tender (Technical) opening date: **24.06.2024 at 4 p.m. (For Sl. No. 1 to 4).** The bid forms and other details are available on and from **14.06.2024 from 2 p.m. (For Sl. No. 1 to 4).** For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in**. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. **(For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-V, BR-XIII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTGV/119/24-25/SNR/OM (1st Call)
Name of the work: **Operation and maintenance of electrical installation at S. N. Roy Market in Ward No.-119.** Estimated amount: **₹ 3,46,420.41.** Earnest money: **₹ 6,940.00.** Period of completion: **365 days.** Last date & time for submission of bid: **25.06.2024 (4 p.m.).**

(2) NIT No. : KMC/LTGV/XIII/24-25/NG (1st Call)
Name of the work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident and public safety under Borough-XIII.** Estimated amount: **₹ 2,99,909.38.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **214 days.** Last date & time for submission of bid: **28.06.2024 (4 p.m.).** The bid forms and other details are available on & from **14.06.2024 (4 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, BR-IV, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/13/COM/IV/ZII/24-25
Name of the work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown restoration/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident under BR-IV.** Estimated amount: **₹ 2,99,909.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **214 days.** Last date and time for submission of bid (online): **25.06.2024 up to 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **15.06.2024 (2 p.m.)** from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-I, BR-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z1/BR1/WD9/1/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings in place of old fittings at Sovabazar Street, Harachandra Mallick Street and other places in Ward No.-09.** Estimated amount: **₹ 4,98,605.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **7 days.**

(2) NIT No. : KMC/LG/Z1/B1/INS/WD2/29/23-24
Name of the work: **Operation and maintenance of one no. 40 KVA D.G set at Utsav Bhavan Community Hall (34, H. K. Seth Lane) in Ward No.-02 under BR-I.** Estimated amount: **₹ 1,83,360.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **366 days.** Last date & time of submission of bid: **25.06.2024 at 1.15 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z1/B1/COM/INS/1/24-25
Name of the work: **Operation and maintenance of elec. installation at different institutions like Community Halls, Labour Quarters, Night Shelters etc. under Borough-I.** Estimated amount: **₹ 3,95,004.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Time of completion: **184 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z1/B1/COM/04/24-25
Name of the work: **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system to avoid any type of accident and public safety under Borough-I.** Estimated amount: **₹ 2,97,893.00.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **214 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z1/B1/INS/W6/26/23-24
Name of the work: **Operation and maintenance of one no. 40 KVA D.G set at Borough-1 Office (10, B. T. Road) in Ward No.-06 under BR-I.** Estimated amount: **₹ 1,83,360.00.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **366 days.** Last date and time of bid submission: **25.06.2024 at 1.30 p.m. (For Sl. No. 3 to 5).** The bid forms and other details are available on and from **15.06.2024 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 to 5).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5).**

(56/24-25)

সমুদ্রে পাড়ি দিতে চলেছেন মৎস্যজীবীরা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৪ জুন ঃ কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙালি । আর এই ভোজন রসিক বাঙালির রসনা তৃপ্তিতে ইলিশের জুড়ি মেলা ভার। বর্ষা মানেই ইলিশ আর ইলিশের বিভিন্ন পদ । অপেক্ষা শেষ , এবার মৎস্য রাণীকে জাল বন্দি করতে মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দেবেন মৎস্যজীবীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূল তীরবর্তী এলাকাগুলির বন্দর গুলিতে তাই সাজো সাজো রব শেষ মহুর্তে । ডায়মণ্ড হারবার, কুলপি, ফলতা, কাকদ্বীপ, নামখানা, বকখালি, পাথরপ্রতিমা ও রায়দিঘির বিভিন্ন বন্দরগুলোতে এখন চরম ব্যস্ততা । শেষ বেলাতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে মৎস্যজীবীরা ব্যস্ত নিজেদের মাছ ধরার সরঞ্জাম গোছাতে । কোথাও বা ট্রলারে মজুত করা হচ্ছে বরফ কোথাও বা মজুত করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। কার্যত শেষ বেলার সবরকম প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন মৎস্যজীবীরা। মৎস্য দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী ১৫ এপ্রিল থেকে ১৫ জুন এই দু'মাস সময় পর্যন্ত মাছের প্রজননের জন্য গভীর সমুদ্রে মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে । সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর ১৫ জুন থেকে আবার মাঝ সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারেন মৎস্যজীবীরা । তাই এখন চলছে শেষ বেলার প্রস্তুতি । এই বিষয়ে ট্রলার মালিক মধুসূদন মিস্ত্রি তিনি বলেন, প্রস্তুতির কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা সরকারিভাবে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরেই রুপোলি শস্যের খোঁজে পাড়ি দেবেন গভীর সমুদ্রে। এবছর আবহাওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে এবছর ভালো পরিমাণে ইলিশ হবে। ইলিশ হলে যেমন বাঙালীর পাতে ইলিশের জোগান মিটবে তেমনি লাভের মুখ দেখবেন মৎস্যজীবীরা। প্রশাসনের নিগ্রহের শিকার হতে হয় প্রায় সময় । মৎস্যজীবীদের প্রশাসনের নিগ্রহের অভিযোগ তুলে সরব হন এক মৎস্যজীবী প্রফুল্ল বর নামে এক মৎস্যজীবী । তিনি বলেন, তাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্বেও গভীর সমুদ্রে প্রায় সময় প্রশাসনের আধিকারিকদের কাছে নিগ্রহ হতে হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে সমস্ত প্রক্রিয়া শিথিল করলে খুবই উপকার হয় মৎস্যজীবীদের। রতন খাড়া নামে এক ট্রলারের মাঝি জানান, প্রস্তুতি প্রায় শেষ । পূবালী বাতাস ইলিশের অনুকূল আবহাওয়া আর সঙ্গে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী এ বছর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । কিন্তু বাতাস যদি অনুকূলে হয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ হবে। ইতিমধ্যে গভীর সমুদ্রে মস্যজীবীদের রক্ষা করতে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। প্রশাসনের তরফ থেকে বিপদ সংকেত যন্ত্র ও প্রতিটি ট্রলারে লাইভ জ্যাকেট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। গভীর সমুদ্রে যদি কোন মৎস্যজীবী কোনরকম বিপদে পড়েন তাহলে বিপদ সংকেত যন্ত্রের মাধ্যমে সিগন্যাল দিলে বিপদগ্রস্ত ট্রলারের অবস্থান জানা যাবে এবং দ্রুততার সাথে সাহায্য পৌঁছে যাবে। আগের থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে আগেভাগেই আগাম বিপদের সংকেত জানিয়ে দিচ্ছে মৎস্য দপ্তর এর ফলে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। জেলার-সহ মৎস্য আধিকারিক (সামুদ্রিক) সুরজিত কুমার বাগ জানান, ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে । সরকারি নিষেধাজ্ঞা মেনেই মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবেন । তবে ইলিশ ধরার জালের ফাঁস ৯০ মিলিমিটার হতে হবে । ২৩ সেন্টিমিটারের ছোট মাছ ধরা যাবে না । গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের পর্যাপ্ত লাইফ জ্যাকেট, লক বুক, জিপিআরএস ডিভাইস নিয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক। ১৫ তারিখের আগে কোনও মৎস্যজীবী গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বন্দরগুলোতে নজরদারি চালানো হয়েছে । দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে এ বছর প্রায় ৩০০০ ট্রলার যাত্রা করবে। সঠিক সময় যদি রাজ্যে বর্ষা প্রবেশ করে তাহলে ইলিশের সম্ভাবনা প্রবল । আমরা আশা করি এই বছর ভাল ইলিশ ধরতে পারবেন মৎস্যজীবীরা । মৎস্য দফতরের পক্ষ থেকে সকল মৎস্যজীবীদের শুভেচ্ছাও জানান তিনি।

উন্নত পরিষেবার লক্ষ্যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবট চালু পঞ্চায়েত দফতরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ গ্রামাঞ্চলের মানুষকে উন্নত পরিষেবা দিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবট চালু করল। এই চ্যাটবট থেকে পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা নানা সরকারি পরিষেবা হাতে পাবেন। সেখান থেকে পঞ্চায়েত দফতরের কর্মীদের জন্যও একাধিক সুবিধা মিলবে বলে পঞ্চায়েত দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। ওই হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটের নম্বর ৬২৯১২৬৫৫৫৪। জানা গেছে, বাড়ি তৈরির অনুমোদন সংক্রান্ত শংসাপত্র, বাণিজ্যিক বিষয়ে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণের অ্যালার্ট, পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ ও তার নিষ্পত্তির তথ্য, পঞ্চায়েত দফতরের অতিথিশালা বুক করা-সহ হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবটে একাধিক পরিষেবা মিলবে বলে জানানো হয়েছে। এই চ্যাটবট থেকে পঞ্চায়েত কর্মীরাও অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ, পে স্লিপ, বার্ষিক বেতন সংক্রান্ত তথ্য ইত্যাদি। স্মার্ট পঞ্চায়েতের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করতে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে শুক্রবার এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

চুরানব্বই লক্ষাধিক টাকা ব্যায়ে টাকীতে নতুন পেপার ব্লকের রাস্তা

দুরন্ত বার্তা, টাকী, ১৪ জুন ঃ দীর্ঘদিন বাদে টাকী পৌরসভা এলাকায় শুরু হলো রাস্তা মেরামতি ও পুনঃনির্মানের কাজ। টাকী চৌরঙ্গী থেকে টাকী কলেজ গামী রাস্তার একাংশে প্রাথমিক পর্বে এই রাস্তা নির্মানের কাজ শুরু হলো। টাকী চৌরঙ্গী মোড় থেকে টাকী ত্রি মোহিনী পর্যন্ত মোট ৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৩০ টাকার পেপার ব্লকের রাস্তার কাজের উদ্বোধন হলো শুক্রবার। উদ্বোধন পর্বে উপস্থিত ছিলেন টাকী পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান ফারুক গাজী ও টাকী পৌরসভার ছয় নং ওয়ার্ডের কাউন্সিল প্রদ্যুৎ দাশ। প্রদ্যুৎ দাশ জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকী পৌরসভার জন্য আনুমানিক প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন, সেই টাকায় পৌর এলাকা জুড়ে কাজ হবে, তারই প্রাথমিক পর্বে এই কাজ শুরু হলো।

ব্যান্ডেলে বৃদ্ধার বেঁধে রেখে দুঃসাহসিক ডাকাতি, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, ব্যান্ডেল, ১৪ জুন ঃ ব্যান্ডেলের নলডাঙায় থাকেন বছর ৬৮-র রেণু পাল। স্বামী গত হয়েছেন বহু আগে। দুই মেয়েই বিবাহিত। অন্যত্র থাকেন। নলডাঙার বাড়িতে একাই থাকতেন রেণুদেবী। দু'মাস মুম্বইয়ে মেয়ের বাড়িতে কাটিয়ে গত সোমবার নলডাঙার বাড়িতে ফেরেন তিনি। তাঁর বাড়িতেই গভীর রাতে ডাকাতি হয়ে গেল। শুক্রবার ভোররাতে বাড়িতে ঢুকে তাঁকে বেঁধে রেখে ঘর থেকে টাকা ও সোনার গয়না লুঠ করে। রেণুদেবীর বড় মেয়ে অদিতি বন্দ্যোপাধ্যায় থাকেন ব্যান্ডেলের ওলাইচণ্ডীতলায়। ছোটো মেয়ে সোনালী সিন্ধে থাকেন মুম্বইতে। দু'মাস ছোটো মেয়ের বাড়িতে ছিলেন বৃদ্ধা। সেসময় বাড়ি বন্ধই ছিল। গত সোমবার নিজের বাড়িতে ফেরেন। শুক্রবার ভোর রাতে ঘুম থেকে উঠে শৌচালয়ে যান। বেরিয়ে দেখেন ঘরে বসে আছে চার যুবক। তাদের মাথায় স্পট লাইট লাগানো। চিৎকার করলেই মেরে দেবে বলে তারা হুমকি দেয় রেণুদেবীকে। এরপর হাত পা বেঁধে তাঁর গা থেকে সোনার গয়না খুলে নেয়। রেণুদেবী বলেন, ওরা আলমারির চাবি নিয়ে আলমারি খোলে। পেনশনের ৩৫ হাজার টাকা তুলে রেখেছিলাম তা নিয়ে নেয়। জামাকাপড় সব ছড়িয়ে ফেলে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে এই কাণ্ড চলে। তিনি বলেন, দুষ্কৃতীদের বয়স ২২-২৪ হবে। নেশা করেছিল প্রত্যেকেই। একজন তো ঘুমিয়েও পড়েছিল। ডাকাতি করার ফাঁকে আমার সব খোঁজখবর নেয়। স্বামী কী করত, কবে মারা গেছে, মেয়েরা কোথায় থাকে এসব জানতে চায় ওরা। রেণুদেবীর বাড়ির পাশেই থাকেন তাঁর আত্মীয়রা। তাঁর জা মিতা পাল বলেন, আমরা পাশে থাকলেও কিছু টের পাইনি। ঘন বসতি এলাকায় এমন ঘটনায় প্রত্যেকেই আতঙ্কিত। সকালে বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দা তরুণ চট্টোপাধ্যায় পুলিশে খবর দেন। ব্যান্ডেল পুলিশ ফাঁড়ি থেকে পুলিশ আসে ঘটনার তদন্তে। কোদালিয়া- ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শুভঙ্কর রাহা বলেন, বড় রাস্তাগুলোতে পুলিশ টহল দেয়। কিন্তু ভিতরে রাস্তাগুলোতে পুলিশ যায় না। এর আগে পুরনো কোদালিয়া এই ধরনের একটি ঘটনা হয়েছিল তবে নলডাঙ্গায় এই প্রথম। দুষ্কৃতীদের ধরুক পুলিশ, টহল বাড়ুক এটাই চাইব।

বালকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা বাঁকড়ায়, নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালালো ক্ষুব্ধ জনতা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুন ঃ বালকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার বাঁকড়ায়। নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালালো ক্ষুব্ধ জনতা। এক বালকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো হাওড়ার বাঁকড়ায়। ভাঙচুর হলো নার্সিংহোম। জানা গেছে, জলে ডুবে মৃত্যু হয় বারো বছরের ওই বালকের। জানা যায়, ঘটনার পর তাকে উদ্ধার করে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রটে যায়, এরপর ওই বালকের দেহ বাড়িতে নিয়ে এলে হঠাৎই যেন তার মুখ থেকে জল বেরিয়ে নড়ে ওঠে তার দেহ। এরপর শিশুর পরিবার সহ স্থানীয় মানুষ ফের তাকে নিয়ে আসে ওই নার্সিংহোমে। ফের চিকিৎসক জানিয়ে দেন বালকের মৃত্যু হয়েছে। তখনই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীরা। উত্তেজিত জনতা নার্সিংহোমে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে যায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। পরিস্থিতি এরপরই নিয়ন্ত্রণে আসে।

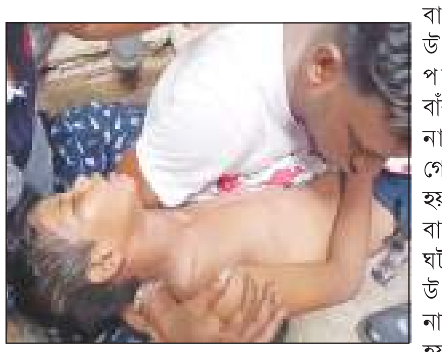

বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুন ঃ হাওড়ার বি গার্ডেন এলাকায় সরকারি আবাসন থেকে নিচে পড়ে বৃদ্ধার অস্বাভাবিক মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। তদন্তে নামল পুলিশ। শুক্রবার সকালে হাওড়ার এজেসি বোস বি গার্ডেন থানার অন্তর্গত দানেশ শেখ লেনের ওই সরকারি আবাসনে এই ঘটনা ঘটে। বৃদ্ধাকে রক্তাক্ত অবস্থায় নীচে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। অনুমান, আবাসনের উপর থেকে নীচে পড়ে ওই মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। বাসিন্দারা জানান, শুক্রবার সকাল আনুমানিক দশটা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে। মৃতার নাম অশ্রুকণা মোদক (৬৭)। তিনি বেশ কিছু দিন ধরে আর্থারাইটিস রোগে ভুগছিলেন। ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারতেন না। আবাসনের চারতলায় থাকতেন স্বামী, ছেলে, বৌমা ও নাতির সঙ্গে। ওই আবাসনের যেদিকে থাকতেন তার পাশের ফ্লোরের নীচে তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁর মাথার সামনে আঘাতের চিহ্ন এবং হাতে রক্ত দেখা যায়। ঠিকমতো হাঁটতে না পারলেও ওখানে ওই বৃদ্ধা কিভাবে পৌঁছলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা শুরু করে তদন্ত করা হচ্ছে।

KOLKATA MUNICIAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate tenders in two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **EEC/BX/81/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
2. NIT No.: **EEC/BX/89/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-89, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
3. NIT No.: **EEC/BX/91/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-91, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
4. NIT No.: **EEC/BX/92/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
5. NIT No.: **EEC/BX/93/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
6. NIT No.: **EEC/BX/94/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-94, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
7. NIT No.: **EEC/BX/95/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-95, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
8. NIT No.: **EEC/BX/96/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-96, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
9. NIT No.: **EEC/BX/97/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-97, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
10. NIT No.: **EEC/BX/98/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-98, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
11. NIT No.: **EEC/BX/99/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
12. NIT No.: **EEC/BX/100/PC/2024-25**
Name of work: **Providing and Fixing MH Cover/GP Cover/CP Cover/Inspection Pit Cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-100, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
13. NIT No.: **EEC/BX/81/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 1,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 3,000.00**.
14. NIT No.: **EEC/BX/89/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-89, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
15. NIT No.: **EEC/BX/91/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-91, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
16. NIT No.: **EEC/BX/92/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
17. NIT No.: **EEC/BX/93/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
18. NIT No.: **EEC/BX/94/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-94, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 1,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 2,000.00**.
19. NIT No.: **EEC/BX/95/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-95, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 1,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 2,000.00**.
20. NIT No.: **EEC/BX/96/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-96, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
21. NIT No.: **EEC/BX/97/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-97, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
22. NIT No.: **EEC/BX/98/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-98, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 1,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 2,000.00**.
23. NIT No.: **EEC/BX/99/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 1,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 3,000.00**.
24. NIT No.: **EEC/BX/100/CK/2024-25**
Name of work: **Urgent Removal of Chockage/Collapsed Sewer/Damaged Sewer Lines etc. in Ward No.-100, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 1,10,000.00**. Earnest Money: **₹ 2,200.00**.
25. NIT No.: **EEC/BX/81/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 3,10,000.00**. Earnest Money: **₹ 6,200.00**.
26. NIT No.: **EEC/BX/89/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-89, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,10,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,200.00**.
27. NIT No.: **EEC/BX/91/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-91, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 4,10,000.00**. Earnest Money: **₹ 8,200.00**.
28. NIT No.: **EEC/BX/92/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,70,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,400.00**.
29. NIT No.: **EEC/BX/93/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,75,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,500.00**.
30. NIT No.: **EEC/BX/94/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-94, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
31. NIT No.: **EEC/BX/95/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-95, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 4,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
32. NIT No.: **EEC/BX/96/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-96, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,40,000.00**. Earnest Money: **₹ 4,800.00**.
33. NIT No.: **EEC/BX/97/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-97, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 4,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
34. NIT No.: **EEC/BX/98/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-98, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 4,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
35. NIT No.: **EEC/BX/99/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-99, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 2,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 5,000.00**.
36. NIT No.: **EEC/BX/100/PH/2024-25**
Name of work: **Urgent Repairing of Potholes on Road Surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-100, Br.-X.** Estimated Cost: (Incl. GST & Cess): **₹ 3,00,000.00**. Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of completion: **300 days.** (for Sl. No. 1 to 36). Last Date and time of submission of bid: **28.06.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to12), **03.07.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 13 to 24) & **06.07.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 25 to 36). Date and Time of Opening of Bid: **01.07.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to12), **05.07.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 13 to 24) & **09.07.2024, 12.00 noon** (for Sl. No. 25 to 36). The bid forms and other details are available on and from: **20.06.2024, (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to12), **25.06.2024, (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 13 to 24) & **28.06.2024, (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 25 to 36). The Website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 36).

The **Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/133/011/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-133, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,648.10**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/134/008/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-134, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,648.10**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/135/017/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-135, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,999.54**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/136/008/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-136, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,993.17**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
5. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/137/007/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-137, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,988.45**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
6. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/138/008/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-138, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,993.17**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
7. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/139/006/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-139, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,999.58**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
8. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/140/009/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-140, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,998.47**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
9. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/141/013/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Work for Providing Manhole/Catch PIT/Gully PIT Covers and broken Slab etc. in Ward No.-141, Under BR-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 1,99,998.99**. Earnest Money: **₹ 4,000.00**.
10. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/133/010/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 133 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,999.99**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
11. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/134/005/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 134 under Br.XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,996.66**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
12. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/135/016/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 135 under Br.XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,999.67**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
13. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/136/010/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 136 under Br.XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,996.71**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
14. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/137/011/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 137 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,996.58**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
15. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/138/010/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 138 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,49,999.44**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**.
16. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/139/008/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 139 under Br.XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,50,000.00**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**.
17. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/140/010/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 140 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,49,999.77**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**.
18. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/141/014/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential Removal of Chokage from different Drainage Mains (below 600 mm) in Ward No. 141 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,49,999.27**. Earnest Money: **₹ 9,000.00**.
19. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/133/009/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 133 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,415.12**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
20. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/134/007/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 134 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,707.10**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
21. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/135/018/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 135 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,999.36**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
22. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/136/009/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 136 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,996.13**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
23. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/137/010/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 137 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 3,99,996.68**. Earnest Money: **₹ 8,000.00**.
24. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/138/009/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 138 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,99,999.74**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**.
25. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/139/009/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 139 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,99,999.95**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**.
26. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/140/011/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 140 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,99,999.48**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**.
27. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/141/015/2024-2025/R**
Name of work: **Emergency/Essential work for repairing of POT Holes etc./Petty Road Repairing work in Ward No. 141 under Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): **₹ 4,99,990.41**. Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of completion: **180 days.** (for Sl. No. 1 to 27). Last Date and time of submission of bid: **01.07.2024, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 9), **29.06.2024, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 10 to 18) & **27.06.2024, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 19 to 27). Date of Opening of tender : **03.07.2024, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 9), **01.07.2024, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 10 to 18) & **29.06.2024, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 19 to 27). The bid forms and other details are available on and from: **21.06.2024, (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 9), **19.06.2024, (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 10 to 18) & **18.06.2024, (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 19 to 27). The Website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 27).

61/24-25

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৯৫ সংখ্যা, শনিবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

জঙ্গি দমনে বাংলাদেশ

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই এর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তৈরি হুজি -বি জেমবি বা আনসারুল্লা বাংলা টিমের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ছিল। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র শফিকুর রহমানকে করাচিতে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে আফগানিস্তানে তালিবান শিবিরে জঙ্গি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা। কীভাবে জঙ্গি সংগঠন তৈরি করতে হবে এবং অস্ত্র বিদ্যা প্রশিক্ষণ দিতে হবে তা শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একটা সময়ে জুজি-বি'র সর্বোচ্চ নেতা ছিল শফিকুর। সে ছিল এই সংস্থার আমির। রমনার বটমূলে হামলা করার পর তার প্রধান লক্ষ্য হল শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনাকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল সে। সেই কারণে ২০০৪ সালে শেখ হাসিনার সভায় বোমা হামলা চালায়। এবং ২০০৫ সালে সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়াকে গ্রেনেড হামলায় হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল শফিকুর। শফিকুর বিশ্বাস করে যে শেখ হাসিনার দল বাংলাদেশে থাকলে ইসলাম ধর্ম বিপন্ন হতে পারে। সেই কারণে তার প্রধান লক্ষ্য ছিল শেখ হাসিনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় সম্পর্কে ভালো নজরে দেখেনি শফিকুর। সে ভাবতো ভারতে সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক তৈরি হলে পাকিস্তান বিপন্ন হতে পারে। পাকিস্তান সেটা মনে করে। সেই কারণে বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলিকে এখনও পাকিস্তান গুপ্তচর সংস্থা আর্থিক সাহায্য দান করে থাকে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সময়ে হুজি-বি নেতা শফিকুরের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো ছিল। সেই সময় থেকে হুজি জঙ্গি সংগঠন শক্তিশালী হতে শুরু করে। বাংলাদেশ সীমান্তেও তার বারবার জঙ্গি আক্রমণ করেছে। তার ফলে বহু মূল্য দিতে হয়েছে ভারতের সীমান্ত রক্ষীদের। ভারতের সীমান্ত রক্ষীদের ওপরে ক্রমাগত আক্রোশ বর্ষন করতে শুরু করে দিয়েছিল হুজির নেতারা। তারা চোরাচালান থেকে শুরু করে বেআইনী পাচার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতো। সেই সব অর্থ দিয়ে মৌলবাদী প্রচার কাজে ব্যয় করতো। বাংলাদেশে ইসলাম বিরোধী কোনও কথা বলা একবারে বেআইনী বলে ঘোষণা দেওয়া হয়ে থাকে। বিশেষ করে হিন্দুদের ওপরে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুজো অর্চনা করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য আইন তৈরি করা ব্যাপারে সরকারকে মদত দিতে থাকে। বাংলাদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। তাদের ওপরে অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া ফলে বহু হিন্দু পরিবার সর্বশান্ত হয়ে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করতে থাকে। বহু হিন্দুদের সম্পত্তি হুজি জঙ্গি সংঠন লুট করতে শুরু করে দিয়েছিল। আবার বহু হিন্দু পরিবারের ঘর বাড়ি শূন্য করে সেখানে হুজির শাখা পর্যন্ত খোলা হয়েছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের কোনও সংস্কৃতি থাকবে নাপ্রচার করা চলবে না বলে হুকুমনামা জারি করে দিয়েছিল হুজি জঙ্গি সংগঠন। বাংলাদেশে দুর্গা পুজোর সময়ে হামলা করতে শুরু করে দিয়েছিল সেখানকার জঙ্গি সংগঠনগুলি। বাংলাদেশে সর্বত্র হিন্দুরা বসবাস করছে ভয়ে এবং আতঙ্কে। তাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই মুশকিল। জঙ্গিদের মাসাহারা দিতে হয় হিন্দু পরিবারদের সে কথা প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। মাসাহারা না দিলে সেখানে বসবাস করা একেবারে অসম্ভব। হিন্দুদের ওপরে অত্যাচার এখন চলছে। কমেনি বরং বৃদ্ধি পয়েছে। মৌলবাদী সংগঠন ক্রমশ মজবুত হতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্ট থেকে ন্যায়দণ্ডের প্রতীককে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চিন ভারত এবং রাশিয়া একই অক্ষরেখায় চলে আসবে কি?

বিশেষ প্রতি নিধি

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর যেভাবে ইউরোপের দেশগুলির দিকে তাক করে তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে আগামী দিনে ভরত, চিন এবং রাশিয়া একই অক্ষরেখায় এসে উপস্থিত হতে পারে। ভারত, চিন এবং রাশিয়া যদি একই স্থানে অবস্থান করে তা হলে কিন্তু আমেরিকা এবং গোটা ইউরোপের পক্ষে বিপদ রয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের পক্ষে আরও বেশি ভয়ঙ্কার অবস্থা তৈরি হবে। চিন চাইছে না ভারতকে একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলতে। আবার রাশিয়া ভারতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তার ফলে চিন এবং রাশিয়া যদি এক সূত্র ধরে বন্ধন তৈরি করে তাহলে ভারত পিছিয়ে থাকবে না। তখন রাশিয়াই আগ বাড়িয়ে ভারতকে বলতে পারে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে। ভারত তাতে সায় দিতে কসুর করবে না। কারণ ভারতের কাছে ইউরোপের ভূমিকার চেয়ে রাশিয়া এবং চিনের ভূমিকার গুরুত্ব রয়েছে। চিন সব সময়ে চেষ্টা করছে ভারতের সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে। কিন্তু চিনের আগ্রাসী নীতি এই নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করতে বাধা দিচ্ছে। রাশিয়ার আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করার ফলে আজকে ইউক্রেনের অবস্থা কাহিল। যুদ্ধ এখনও থামেনি। যুদ্ধ কবে থামবে তা পরিস্কার করে বোঝা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ভারতের ওপরে চাপ আসতে শুরু করে দিযেছে যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে। ইতিমধ্যে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ফোন করে মোদিকে অনুরোধ করেছেন যুদ্ধ বন্ধ করা ব্যাপারে রাশিয়াকে রাজি করানো। কিন্তু রাশিয়াকে রাজি করানো একেবারে অসম্ভব। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রাশিয়া আগেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তারা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে পারে না। তবে যা বর্তমান পরিস্থিতি তাতে মনে হচ্ছে না বেশি দিন যুদ্ধ চলবে। যুদ্ধ চলছে শুধু মাত্র আকাশ পথ ধরে। স্থল পথ ধরে যুদ্ধ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন ইউক্রেনে ক্ষেপনাস্ত্র যুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধ বিমানে করে বোমা ফেলা শুরু হয়েছে। রাশিয়া শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে কিভের বহু অংশ ধ্বংস করে দিয়েছে। শুধু মাত্র অক্ষত রয়েছে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বাসভবন সহ আর কয়েকটি বহুতল বাড়ি। বাকি সব ধ্বংস করে দিয়েছে রাশিয়া। ভারত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে একমত নয়। বারবার প্রধানমনন্ত্রী মোদি বলেছেন যে এখন যুদ্ধের সময় নয়। যুদ্ধ চালালে সারা বিশ্বের আর্থিক ক্ষতি প্রবল থেকে প্রবল হতে থাকবে। ইতিমধ্যে বিশ্বে খাদ্যাভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। ইউক্রেন ঠিক মতো গম সরবরাহ করতে পারছে না। সব কিছু থমকে গিয়েছে। করোনা যেমন বিশ্বের গতিকে একেবারে শ্লথ করে দিয়েছিল ঠিক তেমনি ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের গতিকে একেবারে থমকে দিয়েছে। আর্থিক দিক দিয়ে এখন আমেরিকাও শক্তিশালী হতে পারছে না। শিল্প উৎপাদন মার খেতে শুরু করেছে। আর্থিক বাজার চাঙ্গা নেই। তার ফলে বিশ্ব আর্থিক লেনদেন গতিশীল হতে পারছে না। এই সব খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন ারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর । তিনি তোপ দাগতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভারতের সমস্যা সম্পর্কে পশ্চিমী দেশগুলি একেবারে উদাসীন ছিল। তারা ভারতের সমস্যার সমাধান করার দিকে একবারও নজর দেওয়ার চেষ্টা করেনি। উপরন্তু ভারত কীভাবে আরও বেশি করে সমস্যা জড়িয়ে পড়তে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছিল। ভারতের সমস্যার সুযোগ নিয়ে ইউরোপের দেশগুলি তাকে ব্যবহার করতে শুরু করে। ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলির কোনও ইচ্ছা নেই ভারত আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠুক। ভারত যদি শক্তিশালী হয় তাহলে তাদের বিপদ রয়েছে বলে মনে করে থাকে। ভারতের ব্যাপারে পশ্চিমী দেশগুলি উদাসীন ছিল। তারা কোনও রকমভাবে ভারতকে পাশে রেখে সমস্যার সমাধান করতে চায়নি। একদিকে তারা যেমন চিনকে উস্কানি দিয়েছে পাশাপশি পাকিস্তানকে উস্কানি দিতে কসুর করেনি। চিনকে উস্কানি দিলেও চিন তাদের নিজেদের পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছিল। চিনের লক্ষ্যই হচ্ছে ভারতের সীমান্ত এাকাগুলিকে তাদের দখলে রাখা। সেটা করতেই তারা এখন সীমান্তে চিনা সেনা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। ভারত চিন সীমান্ত সমস্যার সমাধান হলে গেলেই চিনের সঙ্গে ভারত মৈত্রী তৈরি করতে ইচ্ছুক। সেটা পরিস্কার করে বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, ভারতের সেনা কর্তাদের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছিল চিনের

সঙ্গে। কিন্তু সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে চিনের আগ্রাসী নীতি। চিন আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে এলে ভারত তাদের সঙ্গে মৈত্রী গড়তে আগ্রহী। কিন্তু বন্ধুত্ব গড়তে গেলে বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরি করতে হবে চিনকে। ভারত চিন সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন মত পোষনকরে থাকে। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক খাদ্য, জ্বালানি এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটকে তুলে ধরলেন। তিনি বলেছেন, এই যুদ্ধ পৃথিবীকে একটি ভয়ঙ্কর স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে। করোনা একদিকে পৃথিবীর গতিকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পেরেছে দেশগুলি। কিন্তু যুদ্ধের সঙ্কট যে তৈরি হয়েছে তার থেকে রেহাই পাচ্ছে না মানুষ। ইউরোপের মানুষেরা কোনও সময়ে ভাবতে পারেনি যে তারা শরনার্থীতে পরিণত হবে। তাদেরকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে বসবাস করতে হবে। খাদ্যের অভাবে দিন যাপন করতে হবে। কিন্তু সেটা এখন হতে শুরু করেছে। বিশ্ব থেকে মানবিক সাহায্য সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করেছে বটে। সেটা আর কতদিন ধরে চালানো সম্ভব তা নিয়ে কথা উঠতে শুরু করেছে। রাশিয়া ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারত একা রাশিয়াকে যুদ্ধ থামানোর কথা বলতে পারে না। চিনের সঙ্গে রাশিয়ার দোস্তি রয়েছে। চিন রাশিয়াকে এ ব্যাপারে চাপ দিতে পারে। চন তাদের কৌশল একেবারে পাল্টে দিয়েছে। তারা এখন ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। তাইওয়ানের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছে চিন। এ ব্যাপারে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করেই আমেরিকার স্পিকার ন্যান্সি তাইওয়ান গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন অভয় দান করতে। কিন্তু চিন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। চিন চাইছে তাইওয়ানের ব্যাপারে আমেরিকা একেবারে চুপ করে থাকুক। কিন্তু আমেরিকার তাইওয়ানের ব্যাপারে চুপ করে থাকবে না সেটা পরিস্কার। এদিকে দক্ষিণ কোরিয়াকে আমেরিকার ক্ষেপনাস্ত্র প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেছে। পরমাণু বোমা সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিবহাল করাচ্ছে। তার ফলে দুই কোরিয়ার মধ্যে রেষারেষি বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। আমেরিকা এবং দক্ষিণ কোরিয়া এবারে সমারিক মহড়া শুরু করছে। তার ফলে এই উপমহাদেশে সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর এবারে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ষাট বছর ধরে রাশিয়ার কাছ থেকে ভারত জ্বালানি এবং অস্ত্র সংগ্রহ করছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ইউরোপের অধিকাংশ দেশই ভারতে পাশে ছিল না। তারা পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে অস্ত্র সাহায্য করেছে। ইউরোপের অধিকাংশ দেশগুলি তাদের সুবিধা মতো নীতি গ্রহণ করে ভারতকে কোনঠাসা করে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতের শিল্প সম্পদ ভারতকে উন্নতস্থানে উপস্থিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। জি-৭ সম্মেনলকে কেন্দ্র করে ভারতকে যে চাপ সহ্য করতে হবে তার মোকাবিলা করতে শুরু করে দিলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর ইতালি থেকে। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ভারত কারোর চাপের কাছে নতি স্বীকার করবে না। ভারত সরকারের নিজস্ব বৈদেশিক নীতি রয়েছে। তারা শুধু মাত্র পাকিস্তানকে শত্রু দেশ বলে মনে করে বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করে না। ভারতে ওপরে বিশাল দায়িত্ব এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। ভারত চেষ্টা করবে সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে। বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করকে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ভারত জি-৭ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে কতখানি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে? বিদেশ মন্ত্রী বলেছেন যে ভারত সব সময়ে যুদ্ধের বিপক্ষে। ইউক্রেন যুদ্ধ যখন শুরু হল তখন সেখানকার ছাত্রদের উদ্ধার করে নিয়ে আসার দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারত। এমনকী সেখান কার শরনার্থীদের মানবিক সাাহয্য দিতে শুরু করেছিল। তখন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভারতের নিরপেক্ষ ভূমিকাকে ভালো নজরে দেখেন নি। তিনি তখন ভারতকে সুবিধাবাদী রাষ্ট্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে যুদ্ধ তো ভারত তৈরি করেনি। বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি এই যুদ্ধকে জিইয়ে রাখতে চাইছে। ভারত বারবার সেখানে শান্তির কথা বলছে। যুদ্ধ থামানোর কথা বলছে। কিন্তু উভয় পক্ষ যুদ্ধ থামানোর কোনও কথা বলতে একেবারে নারাজ। ভারত চিন এবং রাশিয়া যদি একই মেরুরেখা উপস্থিত হয় তাহলে কী গোটা ইউরোপ অবাক হবে না? বিদেশ মন্ত্রক থেকে এর উত্তরে বলা হয়েছে অনেক কিছু ত্যাগের মধ্যে দিয়ে এটা গড়ে উঠতে পারে। চিনকে এ ব্যাপরে ত্যগ স্বীকার করতে হবে। চিন সত্যিই সেই ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে? সেটা নির্ভর করছে বর্তমান চিনের প্রেসিডেঃট কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন। তিনি তো নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র নায়কে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। সেই কারণে ভারত চিন সীমান্তে উত্তেজনা এবং ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে রাশিয়াকে সমর্থন দেওয়া। সেই সব অপকৌশল গ্রহণ করার ফল চিনকে ভবিষ্যতে জবাবদিহি করতে হবে। ভারতের পশ্চিমী পাকিস্তান এবং পূর্বে মায়ানমার ছিল সামরিক স্বৈরতন্ত্র। মায়ানমারে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। কিন্তু পাকিস্তান জামানাকে বলা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নেটোর সহযোগী। কখন একনায়কতন্ত্রকে বলা হল তাদের সঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধি করলেই বদলানোর চেষ্টা করা হবে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000
• Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

[illegible]

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: দক্ষিণ 24 পরগনা

Sd/-
অনুমোদিত আধিকারিক
আইআইএফএল ফাইনান্স লিমিটেড

শিক্ষামূলক ভ্রমণ সরকারি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের

দুরন্ত বার্তা, ঘুঘিয়া, ১৪ জুন ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণ, তবে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নয়! এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ সরকারি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়াদের। মাধবডিহি থানার অন্তর্গত ঘুঘিয়া নন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এদিন শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকারা। শিক্ষামূলক ভ্রমণের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে জয়রামবাটি কামারপুকুরকে। আর তা নিয়েই প্রবল উৎসাহ দেখা গেল স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে। চার দেওয়ালের মাঝে পড়াশোনা থেকে এ যেন সম্পূর্ণ আলাদা অনুভূতি। শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব এবং শ্রী শ্রী মা সারদার জন্মভূমি দর্শন করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যাতে নিয়ম-নীতি শিষ্টাচার শৃঙ্খলা পরায়ণতা গড়ে ওঠে তার জন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। শুধুমাত্র শিক্ষামূলক ভ্রমণ নয়। তার পাশাপাশি বৃক্ষরোপনের জন্য এক অনবদ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। এই সময়কার বিভিন্ন ফল যেমন আম জাম কাঁঠাল লিচু অর্জুন সহ বিভিন্ন গাছের বীজ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাসে যাওয়ার সময় গাছ লাগানোর উপযুক্ত ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলেই সেখানেই সেই বিজের গোলা ফেলে দেওয়া হবে। আসন্ন বর্ষার বৃষ্টির জলে সেই কাদার গোলা গলে গিয়ে অঙ্কুরিত হবে বীজগুলি এবং তা গাছের রূপান্তরিত হবে। বর্তমানে যে তীব্র তাপ প্রবাহ চলছে তার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হল বৃক্ষরোপণ করা। এসি লাগিয়ে ঘরকে সুরক্ষিত না করে বরং গাছপালা লাগিয়ে প্রকৃতিকে সুরক্ষিত করার বার্তা দিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় মালিক। সব থেকে বড় কথা হল এই গোলাগুলি তৈরি করেছে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। কমপক্ষে হাজারেরও বেশি বীজ রয়েছে। এছাড়াও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃত্যুঞ্জয় মালিক নিজেও ১০০ টি বীজের গোলা নিজের উদ্যোগে তৈরি করেছেন। ছাত্রছাত্রীদেরকে শামিল করে শিক্ষক- শিক্ষিকাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার মানুষজন। শুধু তাই নয়, আগামীদিনে ঘুঘিয়া নন্দনপুর গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে এক নম্বরে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে গ্রামবাসীদের সাথে নিয়ে। এ কথা জানান মাতৃ গৃহ নামক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ডঃ উদয় চৌধুরী। বিদ্যালয়ের এই মহতী উদ্যোগে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত, গাছ মাষ্টার নামে খ্যাত অরূপ চৌধুরী।

কাজের ময়দানে সায়নি, বারুইপুরে ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরির উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৪ জুন ঃ নির্বাচনি প্রচারের সময় কথা দিয়েছিলেন ভোটে জিতলে এলাকার মানুষের পাশে থাকবেন। আর এবার সেই কথা রাখতেই কার্যত নির্বাচনে জিতে কাজের ময়দানে নেমে পড়লেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা নব নির্বাচিত সাংসদ সায়নি ঘোষ। বারুইপুর ফুলতলা কৃষাণ মান্ডি সংলগ্ন এলাকায় ফুড প্রসেসিং ইউনিট তৈরির জন্য স্থানীয় বিধায়ক বিভাস সর্দারের সাথে দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে এলাকা পরিদর্শন করলেন। এছাড়াও সাথে ছিলেন বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও অন্যান্য আধিকারিকরা। বারুইপুর পেয়ারা, আম, জাম, জামরুল, লিচুর জন্য বিখ্যাত। নির্বাচনী প্রচারে এসে মুখ্যমন্ত্রীও ঘোষণা করেছিলেন বারুইপুরে একটা কোল্ড স্টোরেজ ও ফুড প্রসেসিং ইউনিট গড়ে তোলার জন্য। আর নির্বাচন মিটতেই সেই কাজে গতি এল। শুক্রবার দুপুরে দফতরের আধিকারিকদের সাথে নিয়ে বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার ও যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র সাংসদ সায়নি ঘোষ গোটা এলাকা ঘুরে দেখলেন। প্রাথমিক ভাবে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ৫ থেকে ৮ একর জমির প্রয়োজন এই পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য। সায়নি বলেন, ব। ধরনের ফুড প্রোসেসিং ইউনিট এখানে গড়ে তোলা হবে।

মৃত্যু জওয়ানের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জুন ঃ কর্তব্যরত অবস্থায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল বিএসএফ জওয়ানের। ঘটনাটি কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জের তিনবিঘা এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম বিপি শর্মা। শুক্রবার সকালে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির তিনবিঘা করিডর সীমান্তে কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন বিপি শর্মা। সেই সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় তাঁর।

SHORT NOTICE INVITING TENDER No. WBIW/EE/MDMD/SNIT-01 of 2024-25

On behalf of governor of West Bengal, the Sealed Tender(s) invited by the undersigned against this NIT No. about for "maintenance of sluice gate and drainage pump". Last date of application for permission to participate in tender 19.06.24 up to 2.00 pm. For details log on to: www.wbiwd.gov.in & Notice Board during office hours of the undersigned.

Sd/- Executive Engineer Metropolitan Drainage Mechanical Division Jalasampad Bhawan (4 th Floor) Salt Lake City, Kolkata-700091

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: কোচবিহার-সানটি রোড । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20321751, GL20478160, GL20825457, GL20827327, GL20917909, GL20928289, GL20930924, GL21245128, GL21255419, GL21754299, GL21929053, GL22213180, GL22385608, GL22465735, GL22513591, GL22547722, GL22797271, GL22971337, GL23605767, GL24765281, GL24776967, GL25027612, GL25031494, GL25141388, GL25158724, GL25365087, GL25400459, GL25408837, GL25782934, GL25810448, GL25920000, GL25926697, GL25928097, GL26122264, GL26141212, GL26379042, GL26409528, GL26410388, GL26421276, GL26425647, GL26441744, GL26451284, GL26494064, GL26502065, GL26507087, GL26516021, GL26516310, GL26525910, GL26527594, GL26530752, GL26531701, GL26536997, GL26538751, GL26538794, GL26539433, GL26540482, GL26540648, GL26541042, GL26546036, GL26563367, GL26574701, GL26580107, GL26583267, GL26585313, GL26591234, GL26591839, GL26592290, GL26593038, GL26605265, GL26605727, GL26606400, GL26607836, GL26609975, GL26611056, GL26611120, GL26625761, GL26629233, GL26639652, GL26644882, GL26660751, GL26661850, GL26665074, GL26672949, GL26679602, GL26687515, GL26690600, GL26695369, GL26696918, GL26703725, GL26705597, GL26707319, GL26707837, GL26720931, GL26724443, GL26730941, GL26734067, GL26897137, GL27212657, GL27219600, GL27404816, GL27410051, GL27423456, GL27544548, GL28096422, GL28136249, GL28171498, GL28200304, GL28452253, GL28539129, GL28560486, GL28596274, GL28658639, GL28664923, GL28671056, GL28745760, GL28759703, GL28770601, GL28787426, GL28828117, GL28830366, GL28830483, GL28842893, GL28860811, GL28888470, GL28888770, GL28905234, GL28935620, GL29081272, GL29114549, GL29126552, GL29140154, GL29171905, GL29175144, GL29221839, GL29358260, GL29368429, GL29379264, GL29516509, GL29619294, GL29637296, GL29790242, GL29803616, GL29820039, GL30032076, GL30034039, GL30045786, GL30053202, GL30053860, GL30122846, GL30248625, GL30501280, GL30519405, GL30536699, GL30560954, GL30576251, GL30586532, GL30586616, GL30590992, GL30611704, GL30676749, GL30696431, GL30706603, GL30715851, GL30770014, GL30771908, GL30871318, GL31002163, GL32104378, GL32212208, GL32302391, GL32414955, GL32432897, GL32465831, GL32558911, GL32573433, GL32844398.
শাখার নাম: দিনহাটা-মেইন রোড জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29017739.
শাখার নাম: মাথাভাঙ্গা-মাথাভাঙ্গা সোহো জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL29887411, GL30435413, GL30467548.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।
বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: কোচবিহার

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: মেদিনীপুর-টাউন জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21501632, GL21647537, GL22435607, GL22506024, GL22854159, GL23154492, GL23269956, GL23664994, GL23848597, GL24603138, GL24606439, GL24827274, GL24925083, GL24937444, GL25410916, GL26088061, GL26112963, GL26283849, GL26404164, GL26594782, GL26610690, GL27287039, GL27299257, GL27589778, GL27702527, GL27716920, GL28019513, GL28033505, GL28034899, GL28383624, GL28384336, GL28496601, GL28501292, GL28856583, GL28862339, GL28867892, GL30700705.
শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22838737, GL23754313, GL24694689, GL25508754, GL25638453, GL25652537, GL25859440, GL25879557, GL26413242, GL26420937, GL26689609, GL26707474, GL27251622, GL27274949, GL27876539, GL28647847, GL28647902, GL28663225, GL28669077, GL28741754, GL28759267, GL28907785, GL28925051, GL29345940, GL29351563, GL29471896, GL29556807, GL29622291, GL29637623, GL29840742, GL29846401, GL30042348, GL30053636, GL30167994, GL30353241, GL30488623, GL30508590, GL30512792, GL30518696, GL30521452, GL30524149, GL30543067, GL30551065, GL30574639, GL32320479.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22402507, GL24856156, GL24862130, GL24948375, GL24958015, GL25998565, GL26010110, GL26118705, GL26134985, GL26139657, GL26140698, GL26318474, GL26403886, GL26419623, GL26429826, GL26452467, GL26483926, GL26485167, GL26510207, GL26512557, GL26848058, GL27754021, GL28562513, GL28583003, GL28608884, GL28750943, GL28812995, GL29031976, GL29039452, GL29135562, GL29150381, GL29493273, GL29499364, GL29778939, GL29795244, GL29828037, GL29846060, GL29853227, GL29872494, GL30017264, GL30462285, GL30537666, GL30577996, GL30617685, GL30693372, GL32330841, GL33280773, GL33281345.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20933566, GL22839319, GL23069742, GL23392617, GL23899581, GL25898115, GL25922204, GL25938674, GL26160724, GL26521157, GL26543800, GL26695253, GL27701630, GL27704962, GL27718465, GL27718566, GL28685692, GL29057980, GL30429714, GL30503101, GL32515480.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24942804, GL25231301, GL25564551, GL25980599, GL27017974, GL27023873, GL27418372, GL27543899, GL27607969, GL27620614, GL27642308, GL27647175, GL27916538, GL28891950, GL30040962, GL30054226.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।
বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti & Block Development Officer, Purulia-II of village: Bongabari, Post: V.Nagar, Dist: Purulia, for the various development works under source of fund XV FC (Untied & Tied Grant), MDW, SASCI under Purulia-II PS vide Tender Notice (eNIT) No : WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 01/2024-25, WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 22/2023-24-2 nd Call, WBPUR/BDO/P-II/NIT(e): 04/2023-24 3 rd Call. For more details requesting to follow the Office Notice Board or may contact General Section of the undersigned on office day & time.

Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

PRADHAN PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
SADAR BLOCK, JALPAIGURI
(1) NIT NO.WB/JAL/SADAR/P.G.P/01/24-25, DATED: 11/06/2024

The Pradhan, Paharpur Gram Panchayat, Sadar Block, Jalpaiguri invites Tender in percentage Rates for total 10(Ten)Nos. similar nature works. Work completion period : 60 Days. Date & Time of submission Bids From : 15/06/2024 Time : 18:00 Hours To : 22/06/2024 Time : 18.00 Hours. Date & Time for Opening : 25/06/2024 Time : 11.00 Hours. For Further details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Paharpur Gram Panchayat
Sadar Block, Jalpaiguri

বৈদ্যুতিক কাজ

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah
TENDER NOTICE No.-BHGP/104/2024, Date:- 14/06/2024

The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for total 4 (Four) Nos. different works. Date of issue of tender form 14.06.2024 to 24.06.2024 from 11.00 AM to 3.00 PM. Last date of receiving of tender from 24.06.2024 up to 3:00 PM. Date of Opening: i) TECHNICAL BID- 26.06.2024, 3:00 PM, and ii) FINANCIAL BID- 26.06.2024, 4:00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online item rate Tender for the works : **(1)** Restoration of damaged drain side brick wall at Salkia Chanditala Road near Biradingi during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.1,44,811/-. (2)** Pre-Monsoon restoration of black top portion by Paver block in front of VAT near SBI Bank on Salkia Chanditala Road during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.4,51,564/-. (3)** Pre-Monsoon restoration of black top portion by Paver block near Biradinghi on Benaras Road during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.4,96,968/-. (4)** Pre-Monsoon restoration of black top portion by bituminous work on Salkia Chanditala Road in patches from 8.00 km to 10.50 km during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.4,99,094/-. (5)** Restoration of Belur Anandanagar Road by brick stitching & paver block in patches during monsoon during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.4,91,807/-. (6)** Repairing and restoration of Uttarpara Majdoor Shed near Bally Khal during the year 2024-25. Estimated Amount put to Tender : **Rs.2,50,105/-.**

N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_05/2024_2025. Tender ID : 2024_WBPWD_694011_1/2/3/4/5/6. Bid Submission Start Date (online) **15.06.2024** up to **10:00 A.M.** Bid Submission End Date (online) : **22.06.2024 up to 13.00 P.M.**

Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, Howrah Division, PWD

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: আসানসোল-কোর্ট মোড় জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20729469, GL20748149, GL22686480, GL22980032, GL23159481, GL23301926, GL23919973, GL23974337, GL24723089, GL24735821, GL25007131, GL25009540, GL25067816, GL25068507, GL25234784, GL25250325, GL25278201, GL25336880, GL25355488, GL25690588, GL25761906, GL25927766, GL25941146, GL26060026, GL26077390, GL26077985, GL26563787, GL26566730, GL26574518, GL26574535, GL26588482, GL26611007, GL26987205, GL27142823, GL27469452, GL27476945, GL27509307, GL27522555, GL27816038, GL27824241, GL27831773, GL27937297, GL28393567, GL28744114, GL28796462, GL28810247, GL28816919, GL28932154, GL28947340, GL29016250, GL29194266, GL29305387, GL29323732, GL29373943, GL29390760, GL29391140, GL29408808, GL29420916, GL29435411, GL29490626, GL29495179, GL29499665, GL29532046, GL29546065, GL29595078, GL29606469, GL29613804, GL29614334, GL29641377, GL29641745, GL29661286, GL29661704, GL29679437, GL29684823, GL29692521, GL29707811, GL29827626, GL29915416, GL29924751, GL29929635, GL30043091, GL30078280, GL30081537, GL30084574, GL30149354, GL30156789, GL30160804, GL30193929, GL30212239, GL30222101, GL30311747, GL30321524, GL30330042, GL30346060, GL30387715, GL30433250, GL30442995, GL30462381, GL30506593, GL30559602, GL30563282, GL30592704, GL30592722, GL30623160, GL30676836, GL30678419, GL30692119, GL30698062, GL30716105, GL30722586, GL30736007, GL30739384, GL30743078, GL30761661, GL30764775, GL30766790, GL30772052, GL30772160.
শাখার নাম: আসানসোল-জি টি রোড জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20936544, GL21675563, GL21890522, GL22420554, GL22864145, GL23101802, GL23203174, GL23664077, GL24989867, GL24991992, GL25746666, GL25778035, GL25936200, GL25938542, GL26155579, GL26384677, GL26396508, GL26404555, GL26421486, GL26442357, GL26456370, GL26498613, GL26512053, GL26521554, GL26527374, GL26545149, GL26587795, GL26596880, GL26611333, GL26612295, GL26951023, GL26970422, GL27057016, GL27071840, GL27431032, GL27499044, GL27523763, GL27576713, GL27761602, GL27968826, GL28100327, GL28120398, GL28176949, GL28384776, GL28438491, GL28454686, GL28809058, GL28833475, GL28854145, GL28894532, GL29034088, GL29035649, GL29045866, GL29777344, GL29795425, GL29827990, GL29846212, GL29991839, GL30007802, GL30082592, GL30082746, GL30299456, GL30416883, GL30454565, GL30484749, GL30498574, GL30556807, GL30764250, GL30771358, GL32573187, GL33368930.
শাখার নাম: বর্ধমান-বাবুরবাগ জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20741860, GL20850092, GL20911246, GL21885161, GL21895766, GL23526554, GL23617269, GL25404984, GL25920036, GL25932187, GL25943083, GL25943719, GL26034158, GL26035289, GL26049004, GL26068409, GL26379696, GL26391966, GL26404204, GL26419690, GL26433507, GL26455977, GL26482984, GL26502763, GL26510110, GL26511064, GL26513235, GL26524499, GL26539279, GL26544784, GL26564212, GL26564283, GL26574319, GL26720912, GL26735742, GL26994599, GL27252655, GL27406084, GL27425339, GL28097611, GL28097676, GL28097870, GL28263167, GL28275762, GL28332685, GL28352104, GL28934411, GL29460678, GL29475644, GL29951383, GL29958588, GL30033351, GL30383516, GL30607383, GL30628259, GL30644901, GL30665615, GL30685221, GL31656946, GL32480933, GL32566642, GL32615932, GL32622455.
শাখার নাম: বর্ধমান-দুর্গাপুর । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL9945948, GL21344976, GL22391822, GL22973220, GL23271999, GL23462584, GL23584672, GL23802349, GL23849647, GL23983559, GL24052764, GL25024748, GL25030902, GL25258421, GL25323771, GL25428602, GL25435312, GL25504672, GL25766327, GL25774347, GL25898806, GL25931021, GL25942532, GL26043586, GL26069729, GL26073743, GL26383249, GL26392019, GL26409627, GL26420444, GL26448118, GL26454740, GL26519404, GL26543887, GL26549757, GL26574367, GL26585439, GL26588713, GL26610048, GL26684154, GL26691434, GL26692025, GL26707766, GL26708934, GL26708975, GL26722456, GL26723387, GL26735462, GL26736505, GL26976244, GL27250863, GL27556646, GL27635664, GL27727786, GL27843958, GL27867878, GL28018129, GL28129196, GL28129578, GL28223378, GL28271231, GL28491417, GL28492204, GL28696131, GL28851338, GL29321955, GL29349852, GL29350098, GL29350230, GL29350339, GL29350426, GL29465502, GL29475782, GL29603615, GL29763260, GL29770845, GL29808573, GL29819826, GL30018398, GL30033963, GL30054812, GL30148199, GL30161251, GL30209073, GL30373795, GL30518794, GL30533159, GL30606926, GL30628393, GL30737258, GL32111237, GL32467160, GL32513446, GL32682517, GL32763441, GL32764325, GL33714367.
শাখার নাম: বর্ধমান-গলসি সোহো জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25234157, GL26697572, GL26708522, GL27131217, GL27137178, GL28286349, GL28304332, GL28913925, GL28927421, GL30430379, GL30451189, GL30753013, GL30761585.
শাখার নাম: বর্ধমান-কালনা । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20690404, GL20766425, GL20766984, GL20856246, GL20907236, GL20927176, GL21843249, GL21963211, GL22742251, GL23341337, GL24748042, GL24757585, GL25028369, GL25586744, GL25600306, GL25647003, GL25653723, GL25870364, GL26256737, GL26367327, GL26427718, GL26431255, GL26455639, GL26455773, GL26482384, GL26511796, GL26520294, GL26525174, GL26527589, GL26544942, GL26545489, GL26545525, GL26554774, GL26555913, GL26572655, GL26574766, GL26586801, GL26590348, GL26610329, GL26611486, GL26623051, GL26636478, GL26644370, GL26650650, GL26654539, GL26658101, GL26668168, GL26678279, GL26679299, GL26679361, GL26679959, GL26829739, GL26843000, GL27031974, GL27038026, GL27048441, GL27052051, GL27229126, GL27247571, GL27985454, GL28189207, GL28252222, GL28261167, GL28271992, GL28472669, GL29035926, GL29046865, GL29091519, GL29096790, GL29103051, GL29219708, GL29415709, GL29464130, GL29474778, GL29703381, GL29780372, GL29794934, GL30374708, GL30549389, GL30577078, GL30648676, GL30668614, GL30684975, GL30719986, GL30739547, GL32359753, GL32459573, GL32516442, GL32561267, GL32795171.
শাখার নাম: বর্ধমান-কাটোয়া কাছারি রোড । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22521144, GL23267829, GL23302663, GL24032056, GL24961786, GL26117472, GL26143855, GL26514704, GL26523329, GL26545518, GL26545632, GL26684351, GL26707745, GL27157567, GL27161667, GL27676033, GL27739508, GL27748901, GL27802554, GL28106427, GL28366772, GL28370969, GL28497959, GL28917734, GL28929532, GL29242805, GL29362264, GL29380341, GL29494644, GL29499169, GL29691018, GL29707168, GL29991279, GL30008314, GL30025553, GL30355871, GL30527114, GL30563139, GL30709403, GL30962154.
শাখার নাম: বর্ধমান-রানিগঞ্জ । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19974377, GL20732528, GL20750502, GL20760797, GL20811926, GL20816081, GL20836456, GL20838698, GL20903858, GL20906357, GL20913298, GL20936989, GL21781849, GL22009500, GL22655435, GL23415219, GL23633722, GL24858785, GL25098387, GL25225516, GL25256744, GL25289327, GL25291897, GL25452859, GL25464319, GL25586854, GL25734423, GL25988064, GL26010175, GL26239359, GL26239425, GL26298346, GL26300304, GL26307579, GL26308689, GL26381390, GL26392571, GL26397461, GL26398290, GL26398771, GL26403478, GL26420417, GL26420602, GL26420776, GL26421177, GL26425594, GL26431413, GL26455051, GL26456119, GL26484042, GL26485501, GL26495086, GL26497097, GL26500957, GL26511190, GL26511204, GL26511523, GL26511832, GL26512555, GL26515330, GL26519658, GL26521862, GL26522684, GL26528111, GL26543847, GL26545261, GL26545410, GL26545547, GL26545862, GL26565102, GL26575512, GL26575808, GL26575829, GL26584154, GL26594893, GL26596851, GL26599357, GL26602435, GL26602475, GL26609869, GL26610568, GL26610933, GL26611037, GL26611327, GL26611601, GL26620916, GL26644602, GL26659360, GL26659522, GL26679882, GL26679886, GL26689956, GL26693767, GL26708245, GL26709048, GL26713117, GL26715562, GL26736869, GL26978424, GL27002671, GL27056633, GL27100988, GL27605703, GL27605808, GL27676930, GL27793064, GL27794909, GL27814001, GL27858554, GL27865088, GL27919437, GL28002698, GL28081926, GL28176257, GL28181797, GL28441966, GL28441999, GL28856181, GL28891578, GL28898207, GL29103208, GL29174238, GL29232328, GL29315804, GL29396050, GL29454690, GL30012688, GL30022382, GL30066598, GL30083749, GL30355765, GL30412816, GL30460977, GL30502643, GL30504788, GL30613708, GL30639537, GL30725655, GL30971522, GL31500634, GL32518450, GL32649752, GL32656189, GL33301319.
শাখার নাম: বর্ধমান-টাউন হল জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19760768, GL20671798, GL20683341, GL20692778, GL20704247, GL20709084, GL20723184, GL20775740, GL20785795, GL20793548, GL20858627, GL20900427, GL20933225, GL21654839, GL21774394, GL21884557, GL22367477, GL22685135, GL22705223, GL22713829, GL22741612, GL22784901, GL22897177, GL23334077, GL23344098, GL23352125, GL23449842, GL23555117, GL23865242, GL24503398, GL24513284, GL25014239, GL25031979, GL25191276, GL25196491, GL25204954, GL25229591, GL25266937, GL25430065, GL25474883, GL25501550, GL25675780, GL25685122, GL25707072, GL25750586, GL25769151, GL25774416, GL25775625, GL25802252, GL25934268, GL26051650, GL26187017, GL26198241, GL26331102, GL26331382, GL26331474, GL26331746, GL26337390, GL26344202, GL26355092, GL26363530, GL26373217, GL26380585, GL26385628, GL26392325, GL26392689, GL26392695, GL26395404, GL26408845, GL26411658, GL26412340, GL26412955, GL26414439, GL26420682, GL26420719, GL26420928, GL26421253, GL26421271, GL26421463, GL26482561, GL26489433, GL26500297, GL26511240, GL26512107, GL26512446, GL26513097, GL26513254, GL26515460, GL26518406, GL26533181, GL26543890, GL26544121, GL26545673, GL26545954, GL26546016, GL26554468, GL26555970, GL26560689, GL26563406, GL26574005, GL26574511, GL26574551, GL26574848, GL26588985, GL26604376, GL26624967, GL26625008, GL26626525, GL26632686, GL26632866, GL26644066, GL26644157, GL26644324, GL26644665, GL26645845, GL26658861, GL26668988, GL26672460, GL26678994, GL26679630, GL26696709, GL26698441, GL26701256, GL26708185, GL26709029, GL26718043, GL26734946, GL26875879, GL26892048, GL26902472, GL26916235, GL26991275, GL26997733, GL27019132, GL27026530, GL27051963, GL27058148, GL27176653, GL27206088, GL27214444, GL27220170, GL27221175, GL27353071, GL27366731, GL27401608, GL27423541, GL27459314, GL27463040, GL27481052, GL27481841, GL27546037, GL27570211, GL27570220, GL27582445, GL27593040, GL27604429, GL27605026, GL27749994, GL27780481, GL27837173, GL28002699, GL28064462, GL28067944, GL28084876, GL28198952, GL28320400, GL28325791, GL28361896, GL28365718, GL28371438, GL28390889, GL28440185, GL28455118, GL28461738, GL28471002, GL28505195, GL28547176, GL28560012, GL28653132, GL28753920, GL28837769, GL28840934, GL28863922, GL28911666, GL28926115, GL28938920, GL29142975, GL29160727, GL29460888, GL29475412, GL29480330, GL29538665, GL29546283, GL29633906, GL29637442, GL29738071, GL29746169, GL29917847, GL29928733, GL29997239, GL30047157, GL30054764, GL30064630, GL30064782, GL30064947, GL30106016, GL30111265, GL30407444, GL30422197, GL30445135, GL30467558, GL30502545, GL30516491, GL30517992, GL30521336, GL30521509, GL30523667, GL30542698, GL30556888, GL30562833, GL30585290, GL30585746, GL30680331, GL30702116, GL30727871, GL31952397, GL32002826, GL32034207, GL32269512, GL32623020, GL32795418, GL32846253, GL33130204, GL33136995, GL33143230, GL33158665.
শাখার নাম: দুর্গাপুর-সিটি সেন্টার জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20830143, GL21892295, GL21896424, GL21974914, GL21976955, GL22863759, GL23222918, GL24205205, GL24215636, GL25022025, GL25030691, GL25570779, GL25576019, GL25728538, GL25739159, GL26430382, GL26433902, GL26439955, GL26456093, GL26456436, GL26456762, GL26490366, GL26510646, GL26520941, GL26544647, GL26576711, GL26585174, GL26588448, GL26612170, GL26612276, GL26612329, GL26724253, GL26734721, GL27562145, GL27582451, GL27664782, GL27673039, GL27755839, GL27776353, GL27837191, GL28032308, GL28296640, GL28601141, GL28610297, GL28773518, GL28774273, GL28835029, GL29125987, GL29125990, GL29239598, GL29266624, GL29276360, GL29360858, GL29694141, GL29707412, GL29728706, GL29812435, GL29819999, GL30174359, GL30243114, GL30444377, GL30608906, GL30651749, GL32456168, GL32456259, GL33648702.
শাখার নাম: গুসকরা-বর্ধমান গুসকরা স্টেশন রোড জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20279819, GL20909074, GL22065967, GL22463690, GL22811290, GL25767863, GL25775197, GL25787736, GL25812149, GL25954089, GL25975235, GL26020782, GL26039020, GL26092847, GL26093655, GL26113088, GL26374227, GL26391871, GL26484585, GL26497329, GL26510223, GL26510731, GL26549789, GL26574186, GL26580480, GL26588280, GL26610065, GL26610707, GL26659258, GL26679148, GL26683203, GL26684699, GL26687575, GL26705627, GL26707372, GL26709004, GL26716971, GL26718158, GL26736333, GL26736741, GL27637242, GL28684651, GL28778987, GL28833484, GL29600873, GL29614521, GL29812433, GL29820237, GL30130167, GL30270366, GL30275759, GL30304011, GL30320894, GL30358506, GL30517160, GL30517879, GL30521839, GL30521863, GL30548508, GL30674576, GL30692218, GL30701228, GL30716178, GL30735524, GL31638296, GL32347638, GL32491954, GL32492262, GL32668009, GL32670794, GL32709390, GL32794541.
শাখার নাম: মেমরি-নাভা পাল্লি মোড় জিএল । গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20730931, GL20749558, GL20929849, GL21931728, GL25314306, GL25615130, GL25859824, GL25879642, GL25951076, GL25975758, GL26147417, GL26172379, GL26447835, GL26449765, GL26556492, GL26559457, GL26574034, GL26574928, GL26623928, GL26646014, GL26653263, GL26679131, GL26699866, GL26708595, GL26715285, GL26724988, GL26734733, GL26736945, GL27836997, GL27862782, GL28200205, GL28208558, GL28314741, GL28328031, GL28340445, GL28355932, GL28401116, GL29245334, GL29758805, GL29771918, GL29788388, GL29795085, GL30092555, GL30111826, GL30149331, GL30224369, GL30258919, GL30500974, GL30524411, GL30581977, GL30605408, GL30606405, GL30628257, GL30628388, GL30765772, GL30772002, GL32001928, GL32654208, GL32706601.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।
বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: বর্ধমান

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

VIKRAM SOLAR LIMITED
CIN: U18100WB2005PLC106448
Registered Office : Biowonder, 11th Floor, Unit No.-1102, 789, Anandapur Main Road, Kolkata - 700107
Corporate Office: 'The Chambers', 8th Floor, 1865, Rajdanga Main Road, Kolkata - 700 107 Phone: + 33 2442 7299; Fax: +91 33 2248 4881
Email: secretarial@vikramsolar.com; **Website:** www.vikramsolar.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting **("EGM")** of the members of the Company will be held on Tuesday, 18th June, 2024 at 4.00 P.M. (IST) through Video Conferencing **("VC")** / Other Audio Visual Means **("OAVM")** facility to transact the business set out in the Notice of EGM dated 23rd May, 2024 **("Notice of EGM")**. In compliance with the circular issued by the Ministry of Corporate Affairs **("MCA")**, vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 05, 2020, 2/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022 and 9/2023 dated September 25, 2023 and other relevant circulars of MCA, if any, Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and other applicable laws, rules and regulations (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and as amended from time to time), the EGM of the Company is being held through VC / OAVM, without the physical presence of the members at a common venue.

The Notice of EGM along with Explanatory Statement and other relevant documents have been sent through Courier to all the members whose name appears in the List of Shareholders as on cut-off date for dispatch of Notice of EGM, i.e.,17th May 2024. In case of individual shareholders holding securities in demat mode, who acquire shares of the Company and become members of the Company after the Notice is sent and holding shares as of the cut-off date i.e. 11th June 2024, may follow steps mentioned in the Notice under "Instructions for e-voting" of Notice of EGM. The manner of voting remotely by members holding shares in dematerialized mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the "Instructions for e-voting" section which forms part of the EGM Notice.

The aforesaid documents are also available on Company's website at www.vikramsolar.com as well as on the websites of the Registrars of the Company at www.instavote.linkintime.co.in. Members who need assistance for attending the EGM, may please contact the Company Secretary at 033 2442 7299 or sudipta.bhowal@vikramsolar.com, available at Biowonder, 11th Floor, Unit No.-1102, 789, Anandapur Main Road, Kolkata-700107.

E-voting : Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at the EGM by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted through remote e-Voting services as provided by Link Intime India Pvt. Ltd. A member will not be allowed to vote again on any resolution on which vote has already been cast. The voting rights of the members of the Company shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on 11th June 2024. The facility for e-voting during the EGM will also be made available. Members present in the EGM through VC and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the EGM.

The cut-off date for determining the eligible members, who can vote on the resolutions set out in the Notice is 11th June 2024. E-voting window will open at 9:00 a.m. on Saturday, 15th June 2024 and closes at 5:00 p.m. on Monday, 17th June 2024. For electronic voting instructions, shareholders may go through the instructions in the Notice of EGM and also may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and e-voting user manual available at www.instavote.linkintime.co.in or call the Company Secretary at the number given hereinabove.

FOR VIKRAM SOLAR LIMITED
Sd/-
Sudipta Bhowal
Company Secretary
Membership No-F5303

Place: Kolkata
Date: 14.06.2024

লিলুয়ার ভেড়ি থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ছাত্রের দেহ, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৪ জুন ঃ হাওড়ার লিলুয়া থানা এলাকার ভটনগরে স্থানীয় একটি ভেড়ি থেকে এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার হয়েছে। রোহিত মাইতি (১৪) নামের ওই ছাত্র বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ি থেকে মাঠে খেলতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। শুক্রবার সকালে ভেড়ির জলাশয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। রোহিত ভট্টনগর কুলকামিনী স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। এই রহস্য-মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শোকের ছায়া নেমে এসেছে স্থানীয় ঘুঘুপাড়া আমবাগান এলাকায়। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বিকেলে রোহিত তার বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর রাত হয়ে গেলেও সে বাড়ি না ফেরায় বাড়ির লোকজনরা তার বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর শুরু করে। বন্ধুদের থেকে বাড়ির লোক জানতে পারে রোহিত আগেই চলে এসেছে। তাই তারা কিছু জানে না। এরপর রাতেই লিলুয়া থানায় মিসিং ডায়েরি করে রোহিতের পরিবার। সারারাত ধরে পুলিশ রোহিতের খোঁজ চালায়। কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর এদিন শুক্রবার সকালে ওই ভেড়ি অঞ্চলে প্রাতঃভ্রমণকারীরা ভেড়ির একটি জলাশয় থেকে এক কিশোরের দেহ ভাসতে দেখেন। লিলুয়া থানায় তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশের তরফ থেকে রোহিতের বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়। বাড়ির লোক এসে রোহিতের দেহ সনাক্ত করেন। পরিবারের দাবি, রোহিতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। সে সাঁতার জানত না। তাকে অন্যত্র মেরে এখানে ফেলে রাখা হয়েছে। ময়না তদন্তের পরেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে জানিয়েছে পুলিশ।

ফর্মালিন দেওয়া মাছ বিক্রি! অভিযোগে তদন্তে বাজার অভিযানে স্বাস্থ্য দফতর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ জুন ঃ রাজ্যে বার্ড ফ্লু-র উপস্থিতি মিলেছে। তবে এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই বলছে স্বাস্থ্য দফতর। এদিন সাত সকালে মাছ বাজারে স্বাস্থ্য দফতর অভিযান চালায়। চুঁচুড়া চকবাজার মাছের বড় পাইকারি বাজার। সেখানে স্থানীয় রুই, কাতলা, ছাড়াও ভীন রাজ্যের বিভিন্ন ধরনের সংরক্ষণ করে রাখা ভেটকি, ইলিশ, পাবদা, চিংড়ি মাছ বিক্রি হয়। সেই মাছের গুণগত মান কি রকম তা দেখতে পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। অনেক সময় অভিযোগ ওঠে মাছে ফর্মালিন মিশিয়ে মাছকে তাজা রাখা হয়, যাতে সেই মাছ টাটকা দেখায়। মাছে-ভাতে বাঙালীর রসনা তৃপ্তি হয়ে সেই সব মাছ দিয়েই। আদৌ কতটা সুখাদ্য সেই মাছ তার নমুনা সংগ্রহে এদিন শুক্রবার সকালে চকবাজারের মৎস্য আরতে অভিযান চালায় খাদ্য হুগলি জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সুরক্ষা বিভাগের একটি প্রতিনিধি দল। তারা চকবাজারের প্রতিটি আরতে গিয়ে মাছের নমুনা সংগ্রহ করেন। প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে মাছ নিয়ে যান। গুণগতমান পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে বেলগাছিয়া রাজ্য প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গেছে, হুগলির সব মাছের আরত পাইকারি বাজারে এই ধরনের নমুনা সংগ্রহ চলবে।

আয়াস অঞ্চল সভাপতিকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করলো দল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৪ জুন ঃ দল বিরোধী কাজ করার জন্য রামপুরহাটে এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসে আয়াস অঞ্চল সভাপতি আকবর আলমকে ছয় বছরের জন্য নিলম্বিত করলো। রামপুরহাট এক ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি নীহার মুখোপাধ্যায় এই মর্মে চিঠি দিয়ে আকবর আলমকে অঞ্চল সভাপতি পদ ছাড়াও দলীয় সাধারণ সদস্যপদ থেকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করেন। অভিযোগ, এই আকবর আলম এই লোকসভা ভোটে জোটের হয়ে ভোট করে বিজেপির সুবিধা করে দিয়েছে। আয়াস অঞ্চল বরাবরই বিজেপি প্রভাবিত। এখানে তৃণমূল মাত্র ৪৯৫ ভোটে লিড পেয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও একবার প্রাক্তন রামপুরহাট এক ব্লক সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি আকবর আলমকে সাসপেন্ড করেছিল। এই আকবর আলমের বিরুদ্ধে দলীয় স্তরে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V,
Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: বাঁকুড়া-বাঁকুড়া রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20688747, GL20702478, GL20718148, GL20874110, GL20889304, GL20914932, GL21754854, GL22635169, GL23018005, GL23143694, GL23144293, GL23563175, GL24641902, GL24886796, GL26101345, GL26113483, GL26294865, GL26307492, GL26331913, GL26523837, GL26537720, GL26543389, GL26543578, GL26634957, GL26644457, GL26724303, GL26735777, GL27818919, GL27832971, GL27919593, GL27927850, GL28076847, GL28077502, GL28084689, GL28084912, GL28155883, GL28176958, GL28589651, GL28745819, GL28767916, GL28789950, GL29145297, GL29244686, GL29274706, GL29293013, GL29372014, GL29534539, GL29546264, GL29584982, GL29645352, GL29661662, GL29679314, GL29684716, GL29813712, GL30099837, GL30111463, GL30116322, GL30142043, GL30353636, GL30472641, GL30556929, GL30558655, GL30560551, GL30560578, GL30582321, GL30768368, GL31035457, GL32947308.

শাখার নাম: বাঁকুড়া-বড়জোড়া সোহো জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25202474, GL25257991, GL26147884, GL26172729, GL26204412, GL26226461, GL26343334, GL26363403, GL26409529, GL26421020, GL26585793, GL26610872, GL26622597, GL26644546, GL26702276, GL26707918, GL26730135, GL26735122, GL27558550, GL27582153, GL28949524, GL29174235, GL29265216, GL29274332, GL29275953, GL29363651, GL29504831, GL29523314, GL29881567, GL29903134, GL29976411, GL29983634, GL30031563, GL30054015, GL30229127, GL30525598, GL30535315, GL30543192, GL30755648, GL30761630, GL33561746.

শাখার নাম: বিষ্ণুপুর-স্টেশন রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26057101, GL26070274, GL26163588, GL26172364, GL26299791, GL26341687, GL26363317, GL26386570, GL26391685, GL26524165, GL26544919, GL26659088, GL26678478, GL27801802, GL29117642, GL29127479, GL29445465, GL30179860, GL30246434, GL30496439, GL30572768, GL30599304.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: বাঁকুড়া

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V,
Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: শিলিগুড়ি-বাগডোগরা বিহার মোড় জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20418132, GL20742957, GL22461679, GL22936021, GL23379020, GL23620354, GL23627443, GL25260813, GL25672488, GL25673086, GL25679261, GL25965474, GL26055021, GL26057593, GL26069869, GL26070666, GL26077838, GL26085000, GL26201554, GL26221235, GL26226585, GL26406661, GL26420948, GL26446952, GL26485393, GL26506426, GL26525040, GL26536118, GL26536655, GL26543685, GL26545252, GL26545664, GL26589604, GL26593715, GL26602818, GL26606317, GL26611230, GL26611778, GL26624381, GL26626338, GL26626418, GL26626964, GL26629551, GL26633747, GL26644141, GL26644144, GL26644483, GL26645629, GL26659117, GL26666716, GL26678539, GL26679943, GL26693611, GL26706950, GL26716052, GL26735011, GL26908114, GL26916425, GL27676371, GL27703142, GL27718999, GL27729258, GL27759775, GL27776327, GL28094920, GL28117672, GL28332012, GL28880998, GL29120682, GL29197134, GL29200125, GL29622123, GL29637443, GL29676406, GL29684826, GL29897345, GL29978176, GL29983432, GL30228891, GL30368760, GL30368851, GL30369677, GL30410927, GL30672079, GL30769298, GL30769846, GL30771439, GL30771588, GL32048874, GL32276507, GL32477613, GL32654547, GL33248158.

শাখার নাম: শিলিগুড়ি-সিটি প্লাজা। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20689661, GL20692395, GL20854247, GL20855304, GL20867949, GL20894226, GL21108448, GL21296181, GL22353465, GL22851982, GL22938793, GL23009902, GL23070393, GL23201149, GL23317219, GL23361258, GL23564537, GL23797492, GL23961393, GL25457685, GL25457861, GL25458543, GL25540741, GL25789499, GL25843495, GL25956934, GL25988999, GL25992796, GL26049334, GL26069842, GL26527953, GL26529625, GL26532442, GL26533183, GL26544357, GL26545729, GL26568522, GL26569707, GL26583900, GL26655105, GL26844161, GL26849143, GL26910210, GL27148855, GL27154254, GL27335918, GL27350723, GL27360157, GL27465787, GL27498474, GL27564799, GL27574364, GL27582927, GL27819453, GL27820606, GL27830780, GL27832943, GL27923641, GL28143844, GL28251115, GL28271396, GL28322039, GL28323897, GL28444985, GL28446534, GL28631897, GL28645207, GL28744670, GL28752185, GL28761737, GL28808593, GL28827094, GL28845522, GL29301611, GL29503929, GL29972490, GL29984077, GL30044194, GL30054359, GL30289768, GL30353490, GL30414668, GL30455419, GL30646749, GL30706788, GL30727486, GL30735233, GL30736596, GL30739305, GL30743324, GL30761357, GL30767780, GL30771811, GL32070669, GL33202785.

শাখার নাম: শিলিগুড়ি-সেভকে মোড় জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19858164, GL21485430, GL21700623, GL22793429, GL24702658, GL24745109, GL24867581, GL25412607, GL25412757, GL25643077, GL25653438, GL26042635, GL26042660, GL26218926, GL26226190, GL26298958, GL26307390, GL26491043, GL26510976, GL26592624, GL26610826, GL26693953, GL26699813, GL26703064, GL26724970, GL26729630, GL26730149, GL26730612, GL26730863, GL26736754, GL26751464, GL26757875, GL26821990, GL26841492, GL26966965, GL26989083, GL26990859, GL27086963, GL27169564, GL27269492, GL27271293, GL27275539, GL27416725, GL27424050, GL27474234, GL27474829, GL27710866, GL27798304, GL27814372, GL27814567, GL28494889, GL28631606, GL28631887, GL28639358, GL28639468, GL29020691, GL29057941, GL29073072, GL29141423, GL29212697, GL29272688, GL29419159, GL29935800, GL29958748, GL30175400, GL30469279, GL30702051.

শাখার নাম: শিলিগুড়ি-এসএফ রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19999882, GL20211964, GL20646163, GL20691774, GL20697832, GL20697870, GL20784441, GL20873931, GL20937560, GL20985321, GL21698823, GL21943061, GL22619747, GL22750751, GL22766102, GL22766217, GL22766723, GL22795997, GL23390622, GL23621433, GL23758631, GL24274194, GL24581829, GL24925060, GL25067794, GL25367099, GL25714286, GL25781644, GL26075129, GL26078079, GL26078656, GL26082796, GL26125479, GL26210542, GL26226757, GL26298603, GL26307769, GL26318768, GL26377290, GL26386334, GL26391858, GL26402810, GL26425096, GL26438546, GL26454769, GL26503690, GL26533912, GL26543903, GL26568934, GL26569862, GL26576004, GL26584766, GL26587060, GL26588769, GL26596745, GL26610130, GL26610596, GL26611674, GL26612070, GL26630240, GL26635004, GL26644495, GL26646059, GL26654317, GL26678581, GL26715348, GL26732781, GL26802053, GL26837796, GL26839682, GL27182544, GL27657043, GL27762031, GL27774817, GL27797548, GL28011704, GL28012208, GL28093705, GL28108065, GL28117043, GL28136513, GL28195057, GL28197608, GL28211963, GL28212601, GL28286877, GL28309155, GL28346112, GL28353559, GL28364855, GL28415130, GL28625018, GL28641198, GL28697248, GL28730593, GL28772085, GL28787727, GL28922095, GL28922822, GL28923138, GL29239542, GL29270988, GL29421362, GL29998150, GL30392302, GL30403879, GL30422323, GL30609746, GL30646131, GL33129742, GL33418583, GL33626764.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: দার্জিলিং

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: বারাকপুর-চিড়িয়ামোড় জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22243118, GL22318742, GL22480295, GL22495372, GL22867523, GL22899135, GL23923133, GL24421451, GL25105579, GL25289369, GL25305014, GL25335202, GL25528697, GL25531467, GL25544757, GL25579777, GL25635529, GL25651971, GL25769357, GL25866700, GL25965004, GL26293624, GL26377889, GL26391806, GL26413552, GL26418529, GL26564749, GL26566265, GL26570903, GL26571487, GL26589036, GL26604404, GL26635436, GL26641999, GL27062741, GL27463866, GL27504280, GL27516661, GL27571054, GL27736654, GL27786797, GL27915731, GL28095010, GL28140290, GL28173488, GL28180405, GL28191952, GL28210669, GL28212689, GL28530884, GL28532121, GL28555411, GL28555757, GL28709968, GL28724010, GL28749903, GL29015023, GL29470534, GL29475704, GL29803383, GL29819864, GL29857668, GL29872145, GL30073117, GL30078245, GL30084649, GL30090315, GL30111464, GL30141604, GL30160948, GL30356074, GL30508531, GL30586386, GL30689074, GL30715997, GL30730517, GL30743611, GL30755724, GL30761694, GL32580310.

শাখার নাম: ব্যারাকপুর-নোনাচন্দনপুকুর জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20927481, GL21319015, GL21408005, GL21550323, GL21562836, GL26439704, GL26455939, GL26554503, GL26565581, GL26574515, GL26574574, GL26581656, GL26598782, GL26610436, GL26611644, GL26624511, GL26644679, GL27438649, GL28036390, GL28766583, GL28944193, GL28994822, GL30530340, GL30549852.

শাখার নাম: বসিরহাট-কলেজ পাড়া জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26672137, GL26678524, GL30302027, GL30495317, GL30535924, GL30573694, GL30665451.

শাখার নাম: বসিরহাট-জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20161324, GL20893155, GL22012936, GL22755342, GL22828294, GL23875153, GL25918440, GL25943010, GL26404432, GL26420715, GL26432844, GL26455054, GL26483562, GL26512921, GL26525849, GL26544258, GL26597703, GL26610238, GL26619173, GL26645152, GL26725093, GL26727903, GL26736280, GL26736983, GL28201550, GL28491407, GL28628162, GL28657252, GL28747637, GL30019752, GL30533869, GL30633607, GL30658990.

শাখার নাম: বেড়াচাঁপা-পুলিশ ফাঁড়ি জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20132389, GL20852337, GL23274559, GL23925890, GL23993655, GL24482771, GL24493475, GL25639504, GL25652762, GL25893503, GL26064046, GL26077804, GL26088393, GL26113461, GL26255724, GL26280603, GL26344675, GL26363675, GL26371717, GL26372161, GL26385378, GL26391649, GL26392048, GL26392118, GL26403379, GL26408966, GL26420376, GL26420492, GL26433858, GL26440643, GL26445269, GL26449143, GL26454720, GL26454808, GL26455176, GL26456108, GL26486615, GL26489987, GL26503024, GL26511710, GL26511815, GL26512420, GL26521002, GL26527350, GL26542728, GL26544876, GL26558265, GL26558604, GL26574588, GL26574649, GL26590705, GL26596553, GL26597604, GL26610169, GL26610734, GL26611758, GL26618978, GL26620650, GL26644433, GL26646058, GL26687749, GL26690697, GL26694906, GL26698587, GL26705643, GL26707219, GL26708407, GL26708421, GL26712383, GL26718924, GL26727255, GL26731581, GL26735606, GL26736443, GL27348168, GL27364824, GL28036411, GL28110794, GL28206216, GL28258638, GL30034883, GL30041382, GL30053982, GL30054263, GL30207450, GL30314129, GL30320296, GL30747391, GL30761804, GL32351721, GL32451497, GL32489243, GL32538922, GL32565504, GL32579341, GL32593838, GL32708407, GL32712226, GL32843414, GL33280600, GL33688767.

শাখার নাম: বিরাটি-পাটানপুর জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20320259, GL20777594, GL20795210, GL20803189, GL20804570, GL20814804, GL20821025, GL20900686, GL21866642, GL22130153, GL22319094, GL22438843, GL22519555, GL22969016, GL23050005, GL23491006, GL24984853, GL24994013, GL26200601, GL26232009, GL26581410, GL26599818, GL26610441, GL26611564, GL26625709, GL26645362, GL26653613, GL26661919, GL26677960, GL26711655, GL26716036, GL26722844, GL26735649, GL26736346, GL26736497, GL26789509, GL27197238, GL27573597, GL27573914, GL27574101, GL27579197, GL27583423, GL27584076, GL27628198, GL27845748, GL27846057, GL27849138, GL27980608, GL28065058, GL28221496, GL28244785, GL28258884, GL28275283, GL28435599, GL28437061, GL28453843, GL28454286, GL28648791, GL28654698, GL28669391, GL28696578, GL28723122, GL28733725, GL28757194, GL28768283, GL28861101, GL29286329, GL29387244, GL29453503, GL29475939, GL29560495, GL29885279, GL29922861, GL29929306, GL29936776, GL29958884, GL29966332, GL29983555, GL30024267, GL30033725, GL30054557, GL30199853, GL30211652, GL30263247, GL30275503, GL30332253, GL30456320, GL30484413, GL30500849, GL30518823, GL30518981, GL30521735, GL30528310, GL30537332, GL30557440, GL30581651, GL30644530, GL30644743, GL30662776, GL30685085, GL30724739, GL30732494, GL30739572, GL30752717, GL30761648, GL33547970, GL33630236.

শাখার নাম: বনগাঁ-যশোর রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20851475, GL20894476, GL26217275, GL26226020, GL26403169, GL26421182, GL26485994, GL26498977, GL26505888, GL26512337, GL26535440, GL26545708, GL26558878, GL26559587, GL26566715, GL26573327, GL26573471, GL26574829, GL26590857, GL26595978, GL26611180, GL26612132, GL26624259, GL26634851, GL26645557, GL28540351, GL28567968, GL28785678, GL29012309, GL30103078, GL30111423, GL30459359, GL30534440, GL30696018, GL30716151, GL30743987, GL30761497, GL32024052, GL32356395, GL32569207, GL32732070.

শাখার নাম: কাটিয়াহাট-কাটিয়াহাট জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23728666, GL23916825, GL24913487, GL24917602, GL25549308, GL25573372, GL25603127, GL25659324, GL25909704, GL26401620, GL26421696, GL26427798, GL26431929, GL26443288, GL26445693, GL26455637, GL26456169, GL26456295, GL26456656, GL26519291, GL26544858, GL26578420, GL26609915, GL26621724, GL26645187, GL26651698, GL26652883, GL26656066, GL26678122, GL26679558, GL26679613, GL27177377, GL27749849, GL27776247, GL27822258, GL28457674, GL28764204, GL29262298, GL29275076, GL29542017, GL29546821, GL30309986, GL30321244, GL30586045, GL30623572, GL30623852, GL30669771, GL32852424.

শাখার নাম: খড়দহ-খড়দহ রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20782236, GL20929110, GL24354216, GL24368376, GL25021537, GL25030460, GL25818807, GL25846033, GL25920212, GL25943789, GL25997779, GL26002203, GL26007324, GL26008892, GL26205807, GL26225797, GL26232170, GL26248046, GL26380536, GL26392677, GL26433676, GL26453805, GL26595876, GL26601147, GL26609363, GL26610143, GL26618654, GL26641362, GL26649909, GL26650249, GL26652886, GL26665900, GL26674230, GL26674418, GL26675038, GL26675562, GL26714042, GL26720244, GL26725521, GL26731260, GL26733909, GL26736509, GL27541113, GL27553086, GL27651424, GL27652042, GL27670898, GL27671024, GL27886906, GL27896313, GL28138815, GL28317277, GL28324289, GL28413692, GL28429847, GL28491327, GL28721588, GL28723068, GL28949134, GL29759660, GL29759907, GL30018167, GL32291881, GL32517378, GL32676924, GL33205796.

শাখার নাম: কলকাতা-বাগুইআটি অশ্বিনী নগর। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19562667, GL20741464, GL20749512, GL21346667, GL21854322, GL21980358, GL22210972, GL23207575, GL23584058, GL23589771, GL23901491, GL23901734, GL23984572, GL23994143, GL24079305, GL24769610, GL25703638, GL25871834, GL25878876, GL25966454, GL25975664, GL25984778, GL26007474, GL26076891, GL26146961, GL26168507, GL26191878, GL26197864, GL26384085, GL26388826, GL26428835, GL26435743, GL26448581, GL26452014, GL26455828, GL26456120, GL26483362, GL26512374, GL26556239, GL26564181, GL26570705, GL26572701, GL26591222, GL26610738, GL26617491, GL26640742, GL26659934, GL26664986, GL26666561, GL26667619, GL26675350, GL26679459, GL26686581, GL26687702, GL26690398, GL26691744, GL26702728, GL26705640, GL26706261, GL26708017, GL26716700, GL26728721, GL26732413, GL26733118, GL27086648, GL27223365, GL27434281, GL27453837, GL27471784, GL27471855, GL27570370, GL27587713, GL27587747, GL27617123, GL27637525, GL27668502, GL27743171, GL27749602, GL27816411, GL27828547, GL27872534, GL27907637, GL27947597, GL27951190, GL27971482, GL27974054, GL27976040, GL27993405, GL27994227, GL28002803, GL28128766, GL28137188, GL28222941, GL28288686, GL28293085, GL28298149, GL28304957, GL28334085, GL28342121, GL28344529, GL28368550, GL28369499, GL28382916, GL28446255, GL28562979, GL28663302, GL28683085, GL28701832, GL28725873, GL28775356, GL28778034, GL28788488, GL28940261, GL28942381, GL29008190, GL29964911, GL29983371, GL29997603, GL30007506, GL30047768, GL30054025, GL30097932, GL30104328, GL30111682, GL30208734, GL30372118, GL30593498, GL30643552, GL30702792, GL30736560, GL31911779, GL32087808, GL32568256, GL33161206, GL33185942, GL33226304.

শাখার নাম: কলকাতা-বারাসাত চাপাডালি মোড় জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর GL20776966, GL25750166, GL25774215, GL25859046, GL25914063, GL26061223, GL26074299, GL26408126, GL26416246, GL26846918, GL27043468, GL27094587, GL27821170, GL27821555, GL28237989, GL29878804, GL29903169, GL29917149, GL29928997, GL30491714, GL30501643, GL30512677, GL30576470, GL31170093.

শাখার নাম: কলকাতা-বেলঘোরিয়া এমবি রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20350400, GL20382797, GL20798617, GL20853923, GL20913520, GL20914014, GL22143595, GL22795834, GL22877084, GL23172146, GL23234213, GL23275254, GL23632390, GL24046133, GL25658953, GL25679764, GL25755131, GL25783643, GL25784052, GL25810724, GL25810846, GL25924668, GL25924979, GL26029174, GL26039479, GL26062409, GL26070699, GL26074439, GL26123102, GL26142857, GL26235154, GL26373095, GL26373523, GL26383133, GL26384055, GL26384558, GL26387146, GL26391716, GL26392013, GL26392437, GL26392484, GL26399190, GL26421627, GL26432451, GL26432970, GL26433208, GL26437538, GL26437878, GL26438161, GL26447593, GL26454711, GL26455892, GL26456041, GL26456262, GL26456265, GL26482622, GL26484652, GL26491082, GL26510405, GL26512066, GL26512803, GL26515390, GL26523571, GL26524197, GL26528775, GL26532709, GL26535066, GL26535625, GL26535807, GL26536687, GL26543638, GL26543676, GL26543700, GL26543871, GL26544236, GL26544353, GL26545408, GL26545599, GL26553125, GL26553544, GL26553744, GL26558308, GL26559851, GL26564327, GL26564673, GL26565121, GL26565564, GL26574231, GL26574421, GL26574452, GL26574579, GL26574652, GL26574665, GL26575024, GL26575046, GL26576887, GL26577347, GL26579610, GL26583485, GL26588190, GL26588325, GL26594550, GL26596600, GL26610578, GL26610892, GL26611283, GL26611501, GL26611535, GL26611698, GL26612264, GL26619250, GL26627343, GL26643972, GL26644756, GL26658334, GL26661223, GL26663719, GL26677973, GL26678753, GL26679977, GL26692769, GL26695560, GL26707939, GL26708486, GL26716216, GL26721501, GL26724668, GL26727123, GL26735070, GL26735817, GL26735839, GL26735925, GL26769400, GL26964731, GL27429753, GL27453354, GL27654364, GL27742496, GL27748145, GL27763229, GL27813891, GL27893392, GL27936900, GL27965920, GL28033127, GL28112800, GL28129743, GL28130678, GL28203050, GL28209882, GL28364509, GL28364640, GL28412777, GL28418998, GL28445323, GL28691351, GL28706546, GL28722387, GL28739069, GL28848232, GL28856293, GL28945798, GL28952804, GL28993060, GL28997302, GL29018355, GL29088632, GL29482760, GL29488404, GL29511870, GL29524263, GL29604586, GL29614581, GL29722798, GL29746191, GL29778836, GL29794963, GL30018962, GL30019556, GL30101380, GL30111474, GL30150613, GL30165255, GL30200891, GL30211406, GL30216160, GL30248435, GL30266138, GL30275730, GL30390961, GL30465172, GL30471309, GL30528176, GL30569187, GL30581814, GL30589764, GL30599249, GL30637449, GL30640263, GL30640954, GL30641500, GL30646981, GL30659039, GL30692376, GL30693460, GL30723024, GL30739501, GL30915091, GL31117935, GL31269129, GL32355035, GL32431172, GL32512230, GL32512863, GL32603156, GL32768269, GL32792497, GL32821803, GL32862058, GL32937715, GL33130348, GL33140445.

শাখার নাম: কলকাতা-যশোর রোড। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19608666, GL20754747, GL20919979, GL21555441, GL21593330, GL21797827, GL23036173, GL25403278, GL25989721, GL26020940, GL26037503, GL26330050, GL26386271, GL26387559, GL26399808, GL26517484, GL26525565, GL26538671, GL26541168, GL26616726, GL26640319, GL26670974, GL26673116, GL26724743, GL26735497, GL26766616, GL27408471, GL27546854, GL27852683, GL27867952, GL28045811, GL28071640, GL28082273, GL28104423, GL28116329, GL28279261, GL28284477, GL28379925, GL28402941, GL28484058, GL28500043, GL28521416, GL28546638, GL28605909, GL28607137, GL28627143, GL28644486, GL28653896, GL28768338, GL28780964, GL28790044, GL28798088, GL28817345, GL28913954, GL28926793, GL28930835, GL32316169.

শাখার নাম: কলকাতা-কামারহাটি। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19682237, GL19882948, GL20225390, GL20743218, GL20743227, GL20757923, GL20825490, GL20825507, GL20852834, GL20867801, GL20892470, GL21482918, GL21606767, GL23373837, GL24068028, GL24752127, GL24755056, GL25319429, GL25320856, GL25661591, GL25680693, GL25934530, GL25944019, GL25965987, GL26023600, GL26039183, GL26148608, GL26172499, GL26175721, GL26234580, GL26235945, GL26385008, GL26392864, GL26408559, GL26420517, GL26428761, GL26435927, GL26436940, GL26440268, GL26440485, GL26455272, GL26456016, GL26456171, GL26485441, GL26501630, GL26511641, GL26511783, GL26514143, GL26526907, GL26528755, GL26543708, GL26544309, GL26545980, GL26552202, GL26574282, GL26575666, GL26575753, GL26575864, GL26579752, GL26601518, GL26609908, GL26610422, GL26619172, GL26629709, GL26631439, GL26644968, GL26645224, GL26666182, GL26669035, GL26679147, GL26679810, GL26687423, GL26708239, GL26716552, GL26716603, GL26735712, GL26736971, GL26963569, GL27129071, GL27146075, GL27564652, GL27622286, GL27642335, GL27818032, GL27820033, GL27879531, GL28064649, GL28068719, GL28086883, GL28091114, GL28230926, GL28532114, GL28707053, GL28774439, GL28788312, GL28937145, GL28940554, GL28987833, GL29124607, GL29124865, GL29159350, GL29172735, GL29175384, GL29176895, GL29206594, GL29268305, GL29291950, GL29342840, GL29534723, GL29545983, GL29556025, GL29603848, GL29614556, GL29920516, GL29929120, GL29947479, GL29958248, GL30079304, GL30084463, GL30128793, GL30137136, GL30170002, GL30240556, GL30246387, GL30286971, GL30301446, GL30301858, GL30433678, GL30494372, GL30501254, GL30592957, GL30612296, GL30733407, GL32574643, GL32785040, GL32796053, GL32811572, GL32819980, GL32850465, GL32850822, GL33106747, GL33205263, GL33360356, GL33808309.

শাখার নাম: কলকাতা-কাঁচড়াপাড়া জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20432649, GL20666438, GL20778200, GL20804733, GL20806196, GL20814961, GL20861458, GL20905072, GL20929701, GL22631345, GL25328427, GL25329824, GL25586716, GL25737522, GL25763564, GL25962694, GL26095971, GL26109263, GL26178680, GL26317385, GL26337604, GL26374071, GL26375039, GL26381660, GL26384848, GL26391504, GL26392887, GL26392928, GL26395728, GL26432083, GL26455881, GL26489534, GL26510535, GL26519839, GL26528250, GL26529004, GL26530603, GL26531234, GL26543569, GL26544077, GL26544233, GL26544592, GL26544999, GL26562203, GL26565588, GL26574032, GL26574831, GL26580072, GL26593773, GL26610102, GL26610314, GL26623300, GL26624004, GL26644441, GL26645364, GL26648738, GL26650110, GL26653885, GL26678041, GL26679253, GL26679568, GL27406757, GL27837075, GL27867858, GL27975290, GL27993952, GL28101537, GL28311885, GL28317640, GL28324442, GL28442607, GL28532483, GL28619125, GL28639374, GL28803483, GL28833041, GL29458015, GL29475320, GL29581555, GL29968666, GL29974178, GL29983361, GL29984018, GL30070233, GL30084069, GL30389433, GL30474205, GL30519558, GL30538557, GL30548236, GL30649980, GL30721517, GL32292167, GL32292932, GL32323189, GL32485451, GL32880762, GL33217903, GL33748846.

শাখার নাম: কলকাতা-লেকটাউন। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19884909, GL20756438, GL20810799, GL20870395, GL20876235, GL21264189, GL21716510, GL21729299, GL22226405, GL22267903, GL22820454, GL23569075, GL25017650, GL25032803, GL25324341, GL25329886, GL25538259, GL25546565, GL25800356, GL25810592, GL25887115, GL26058495, GL26204133, GL26206414, GL26226590, GL26226911, GL26446861, GL26453227, GL26499700, GL26511239, GL26531740, GL26544582, GL26552848, GL26558524, GL26568345, GL26569613, GL26571874, GL26574249, GL26581570, GL26610561, GL26619407, GL26621877, GL26625592, GL26645389, GL26645973, GL26669752, GL26676666, GL26691637, GL26712894, GL26736783, GL26835828, GL26840844, GL26914515, GL27438929, GL27451551, GL27473085, GL27482275, GL27912690, GL27914069, GL27930847, GL27931165, GL27947771, GL28067344, GL28086317, GL28108559, GL28118229, GL28136793, GL28151497, GL28158698, GL28178901, GL28190603, GL28452427, GL28536043, GL28536981, GL28655120, GL28661849, GL28779321, GL28810457, GL28811117, GL28811133, GL28827000, GL28850195, GL28891823, GL28894383, GL28896068, GL28916045, GL28930839, GL29592606, GL29805776, GL30516600, GL30561997, GL31914358, GL32517127, GL32520947, GL32545063, GL32571405, GL32676929, GL32788546, GL33276411.

শাখার নাম: কলকাতা-মধ্যমগ্রাম। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20786711, GL20845649, GL20892972, GL20900017, GL21882178, GL21891556, GL22350063, GL24982028, GL24993368, GL25538501, GL25732818, GL25807788, GL25891534, GL25908576, GL26378997, GL26392886, GL26528018, GL26539619, GL26589481, GL26610513, GL26729507, GL26735172, GL26983116, GL27194379, GL27270495, GL27275819, GL27624175, GL27647880, GL27649973, GL27670334, GL27673431, GL27872652, GL27878457, GL28261835, GL28282879, GL28446495, GL28618452, GL28688561, GL28711857, GL28724871, GL28829450, GL29236835, GL29252934, GL29739452, GL29881888, GL29902423, GL29924553, GL30005335, GL30408119, GL30422174, GL30442143, GL30472945, GL30496964, GL30516445, GL30521365, GL30618747, GL30699471, GL30701297, GL30705326, GL30733561, GL32134368.

শাখার নাম: কলকাতা-রাজারহাট আটঘরা। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL21856614, GL22580136, GL24567291, GL24571415, GL24856831, GL25002578, GL25026101, GL25394020, GL25426573, GL25434499, GL25548730, GL25582052, GL25751360, GL25751596, GL25752277, GL26239006, GL26403203, GL26420684, GL26446551, GL26446957, GL26455701, GL26456111, GL26493308, GL26508356, GL26520121, GL26520761, GL26525384, GL26528013, GL26543912, GL26544332, GL26545988, GL26546041, GL26729497, GL26735489, GL27005016, GL27024033, GL27542951, GL27543354, GL27754535, GL27773360, GL27789761, GL27789809, GL27790033, GL27790549, GL27808223, GL27844107, GL27886303, GL27896139, GL28110847, GL28119300, GL28197135, GL28280250, GL28280335, GL28308929, GL28417917, GL28508481, GL28525312, GL28650364, GL28683416, GL28713570, GL28725999, GL28860136, GL28879592, GL28922089, GL28924314, GL28933037, GL28951650, GL29066304, GL29110891, GL29345451, GL31535015, GL31630458, GL31733666, GL33213590, GL33214047.

শাখার নাম: কলকাতা-রাজারহাট রেকজুয়ানি জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL17084273, GL19385511, GL19496122, GL20502379, GL20685105, GL20700755, GL20710953, GL20724088, GL21330977, GL23704880, GL23875355, GL25139127, GL25158209, GL25378644, GL25959641, GL26099567, GL26326975, GL26337870, GL26434005, GL26453861, GL26487889, GL26490078, GL26491486, GL26497851, GL26505433, GL26507278, GL26507702, GL26511561, GL26517589, GL26541207, GL26550932, GL26553031, GL26570970, GL26573921, GL26600278, GL26621870, GL26625263, GL26632843, GL26641007, GL26642751, GL26643481, GL26659073, GL26678640, GL26741561, GL26762714, GL26816188, GL26823555, GL27156382, GL27349117, GL27505620, GL27631471, GL27765851, GL27775494, GL27885237, GL27895658, GL27923726, GL27979828, GL28039041, GL28045581, GL28053312, GL28075885, GL28132140, GL28314836, GL28347829, GL28354542, GL28514732, GL28637075, GL28647624, GL28667718, GL28669037, GL28688756, GL28716529, GL28768886, GL28790174, GL28802359, GL28815611, GL28856720, GL28911503, GL28914207, GL28926112, GL29090503, GL29838924, GL29846249, GL30531112, GL31945479, GL33178058.

শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামনগর জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19908630, GL19981019, GL20895889, GL21916731, GL21924578, GL22230318, GL22239046, GL22284087, GL22633411, GL22785398, GL22816906, GL22953069, GL23026232, GL25244972, GL26156095, GL26170903, GL26398229, GL26420656, GL26592708, GL26612308, GL26663429, GL26669220, GL26674046, GL26679506, GL26718127, GL26721754, GL26725274, GL26731229, GL26733476, GL26735466, GL27078392, GL27408181, GL27424111, GL27757984, GL27774049, GL27840205, GL27852762, GL27862834, GL27864050, GL28070007, GL28087198, GL28126845, GL28132114, GL28150207, GL28158010, GL28167715, GL28281124, GL28301366, GL28498787, GL28518068, GL28651873, GL28689011, GL28831096, GL28858138, GL29042695, GL29212382, GL30643753, GL30644045, GL32604332, GL32640983, GL32643945, GL32882571.

শাখার নাম: কলকাতা-সোদপুর ইন্দ্রালোক জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20497201, GL20756524, GL20864404, GL20923782, GL21121821, GL25645813, GL25653649, GL25673338, GL25682223, GL25726045, GL25781171, GL25781658, GL25809802, GL25817338, GL25845299, GL25916740, GL25922202, GL25927459, GL25940977, GL25942247, GL26096961, GL26103049, GL26112109, GL26113339, GL26261895, GL26280742, GL26397682, GL26421545, GL26429014, GL26498419, GL26499791, GL26512175, GL26512907, GL26522852, GL26524595, GL26543187, GL26543547, GL26637978, GL26644620, GL26664392, GL26664725, GL26666393, GL26671522, GL26679776, GL26680371, GL26699698, GL26704851, GL26715726, GL26717972, GL26732896, GL27113759, GL27540507, GL27552545, GL27922982, GL28102265, GL28103706, GL28115251, GL28115935, GL28295778, GL28303236, GL28538620, GL28567162, GL28710386, GL28718170, GL28768765, GL28791093, GL28804406, GL28824257, GL28824693, GL28851979, GL28885809, GL28900331, GL28913557, GL29123063, GL29123181, GL29123333, GL29833847, GL29846997, GL30366798, GL30378633, GL30574431, GL30755134, GL30761611, GL31762494, GL31762569, GL32276833, GL32302194, GL32302480, GL32767864, GL32883213, GL32975679, GL32975813, GL32975969, GL33139844, GL33723427, GL33725699.

শাখার নাম: মালঞ্চ-মালঞ্চ সোহো জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26386663, GL26398728, GL26421260, GL26445337, GL26456182, GL28107598, GL28223228, GL28786330, GL29888268, GL29902455, GL29910805, GL29928781, GL29968035, GL30699262, GL30769760, GL30771933.

শাখার নাম: নৈহাটি-গরিফা জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL17148467, GL20696310, GL20783747, GL20784155, GL20791661, GL20868366, GL20886841, GL20929289, GL21144509, GL21403732, GL21413054, GL22103538, GL23266790, GL25217893, GL25228078, GL25778569, GL25813487, GL26291583, GL26307543, GL26341540, GL26362952, GL26385960, GL26391626, GL26412490, GL26421699, GL26533459, GL26536866, GL26545166, GL26552919, GL26557779, GL26573934, GL26574343, GL26576913, GL26590051, GL26609896, GL26612231, GL26694019, GL26708601, GL26720881, GL26722513, GL26735118, GL26736157, GL27837766, GL28017319, GL28131007, GL28149622, GL28338787, GL28831704, GL28852981, GL28868718, GL28868722, GL28874333, GL28900795, GL29105597, GL29106706, GL29312657, GL29327839, GL29438478, GL29448370, GL29464774, GL29475945, GL29552745, GL29569148, GL29597046, GL29614301, GL29752980, GL29771065, GL30042758, GL30054382, GL30068908, GL30074958, GL30084214, GL30084494, GL30207546, GL30212048, GL30490918, GL30584372, GL30585636, GL30646628, GL30746454, GL30761415, GL30766896, GL30770426, GL30771887, GL32702801, GL33181323.

শাখার নাম: টিটাগড়-এঞ্জেল হাউস জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20834220, GL20838051, GL20902812, GL20935953, GL22083367, GL23267123, GL23607201, GL23803113, GL24053751, GL24135873, GL24191129, GL24233288, GL25364669, GL25382102, GL25582576, GL25912253, GL26164195, GL26172346, GL26293252, GL26308313, GL26499690, GL26511493, GL26524762, GL26528088, GL26528325, GL26531213, GL26543895, GL26544527, GL26545657, GL26545948, GL26576275, GL26576872, GL26577597, GL26583290, GL26590361, GL26604892, GL26605289, GL26607842, GL26612181, GL26612314, GL26633066, GL26641072, GL26686267, GL26692263, GL26706653, GL26708712, GL26719128, GL26720116, GL26729855, GL26730724, GL26734924, GL26736638, GL27448165, GL27565102, GL27597750, GL27845491, GL27871066, GL27944593, GL28043657, GL28423356, GL28745089, GL28763354, GL29135652, GL29150405, GL29318199, GL29325916, GL29754319, GL29771011, GL29807906, GL29820646, GL29892468, GL29903232, GL30038218, GL30179811, GL30247878, GL30262731, GL30275510, GL30286359, GL30304169, GL30320147, GL30426140, GL30451192, GL30496994, GL30572203, GL30599287, GL30610351, GL30723607, GL30739231, GL30754692, GL30755241, GL32643673, GL32999928, GL33700732.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: উত্তর 24 পরগনা

মাত্র ৯ মাস আগে বিয়ে, গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ মেয়ের বাবার

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ১৪ জুন ঃ মাত্র ন-মাস আগে দেখাশোনা করে বিবাহ হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। রাতে শ্বশুরবাড়ির থেকে খবর আসে মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে ছুটে আসে মেয়েকে দেখতে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে চলে আসে মেয়েকে। মৃত গৃহবধূর নাম রেজিনা (১৮) ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত ফুলতলা ১ নম্বর গেট এলাকায়। রেজিনার বাবা ইলিয়াস বলেন ৯ মাস আগে বারুইপুর ফুলতলার বাসিন্দার নাজিমুলের সঙ্গে দেখাশোনা করে বিবাহ দেয়। বিবাহর পর থেকে অত্যাচার করতো মেয়ের উপর। অনেকবার রেজিনা তার বাবা মাকে বলেছিল। কিন্তু বাবা- মা তাকে বুঝিয়েছিল এবং শ্বশুরবাড়ি থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল। হঠাৎ রাত্রে নাজিমুলের বাড়ি থেকে ইলিয়াসের বাড়িতে ফোন করে বলা হয় যে মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মেয়ের বাবার সন্দেহ হয়। তার মেয়েকে খুন করে। শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগ, স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে। মৃতের বাপের বাড়ি লোকজনকে খবর দেওয়া হয় তাদের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মৃতের বাবা মৃতদেহ দেখে অভিযোগ করেন তার মেয়ে কে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে, বারুইপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করে মেয়ের বাবা অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত নেমে স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করে বারুইপুর থানার পুলিশ, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় মমিনপুরে।

মমতার ফ্লেক্স পোড়ানোর অভিযোগ ঘিরে তপ্ত সবং

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১৪ জুন পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ব্লকের বিষ্ণুপুর অঞ্চলের লোকপিঠ এলাকায় তৃণমূল কার্যালয়ে থাকা দলীয় পতাকা ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্লেক্স পুড়িয়ে ফেলার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটছে। তৃণমূলের অভিযোগ, গতকাল দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সেরে তৃণমূল কর্মীরা বাড়ি ফিরে যান। এদিন সকালে কার্যালয়ে এসে দেখতে পায়, গেটের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাগানো ফ্লেক্স ও দলীয় পতাকা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এই ঘটনায় গেরুয়া শিবিরের দিকে আঙুল তুলেছে তৃণমূল। ঘটনায় ইতিমধ্যে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সবং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সবং থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে রয়েছে কেন্দ্র বাহিনী ও সবং থানার পুলিশ। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে সবং এ বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজিত দত্তগুপ্ত বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। বিজেপি এই সংবিধান বিশ্বাস করে না। তৃণমূল বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার জন্য মিথ্যা অভিযোগ করছে।

শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/ সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু

শিয়ালদহ ডিভিসনে বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার শাখায় সেউলা এবং ডায়মন্ড হারবার স্টেশনের মধ্যে ৬টি এটিডির রূপান্তর সহ অন্যান্য বকেয়া কাজ করার জন্য, সেউলা/এসএসপি এবং ডায়মন্ড হারবার স্টেশনের মধ্যবর্তী আপ ও ডাউন উভয় লাইনে ১৫/১৬.০৬, ২২/২৩.০৬, ২৯/৩০.০৬, ০৬/০৭.০৭, ১৩/১৪.০৭ এবং ২০/২১.০৭.২০২৪ তারিখ অর্থাৎ পরপর ৬ (ছয়)টি শনিবার/রবিবারের মধ্যবর্তী রাত্রিতে ০৩ ঘণ্টা করে (রাত্রি ১২টা ৩০ মিনিট থেকে রাত্রি ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত) পাওয়ার ও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নোক্ত মতো সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে ঃ (ক) ৩৪৮৬০ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল ডায়মন্ড হারবার-এর পরিবর্তে শনিবার মগরাহাট স্টেশনে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (খ) ৩৪৮১১ আপ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লোকাল ডায়মন্ড হারবার-এর পরিবর্তে রবিবার মগরাহাট স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। দ্রষ্টব্য ঃ ব্লকের আগে শেষ ট্রেন ঃ ৩৪৮৫৮ ডাউন শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার লোকাল। ব্লকের পর প্রথম ট্রেন ঃ ৩৪৮১৩ আপ ডায়মন্ড হারবার-শিয়ালদহ লোকাল। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY

At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213

Memo. No. 140/EO/JLD-II, Dated: 14/06/2024

Notice

Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.-1(e)/EO/JLD-II/2024- 25 dt. 14.06.2024 for 1 nos. scheme (Tender ID : 2024_ZPHD_693954_1) within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is 24.06.2024 up to 05-00 pm respectively. Details may be obtained from website: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Executive Officer

Jhalda-II Panchayat Samity

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১ ১০১

ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/ ১৩, ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০

ওয়েবসাইট www.hmcgov.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (শ্মশান)-এইচএমসি হাওড়া পৌর নিগমের অধীনে ৩ (তিন) টি কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। ইচ্ছুক দরপত্রদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, আপ টু ডেট জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান কোয়ার্টার), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ অফার জমা দিতে হবে।

বিড জমা শুরু হবে (অনলাইন)ঃ ১৩.০৬.২০২৪ তারিখ বিকাল ৬ টা থেকে। বিড জমা করার অন্তিম তারিখ (অনলাইন)ঃ ০১.০৭.২০২৪ বিকাল ৬টা পর্যন্ত।

https://wbtenders.gov.in তে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ED/Crematorium/01/24-25 তারিখঃ ১৩-০৬-২০২৪

৬(৩) /২৪-২৫ সেক্রেটারি

১৪.০৬.২৪ হাওড়া পৌর নিগম

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604 • Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: গড়িয়া-স্টেশন রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20903411, GL20931528, GL21325354, GL21341838, GL22004837, GL22192266, GL23457631, GL25607311, GL25625806, GL25670710, GL25696909, GL25700723, GL26032263, GL26036477, GL26406086, GL26421187, GL26449309, GL26455646, GL26493018, GL26508319, GL26536732, GL26537952, GL26539163, GL26544686, GL26569087, GL26569900, GL26593980, GL26609865, GL26627276, GL26644284, GL26655978, GL26678113, GL26692719, GL26708232, GL27648795, GL27674261, GL27726132, GL27749014, GL28172797, GL28174234, GL28174797, GL29132954, GL29170483, GL29172659, GL29175377, GL29350363, GL29582685, GL29643715, GL29661400, GL29724169, GL29745972, GL29789570, GL29795738, GL30004052, GL30008483, GL30095242, GL30097999, GL30111548, GL30111863, GL30221786, GL30382438, GL30548051, GL30637832, GL30689973, GL30694058, GL30715857, GL30715995, GL30771191, GL30830873, GL32480109, GL32796498, GL33176525, GL33306585.

শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23024176, GL23184445, GL23274341, GL23561558, GL24933935, GL25155611, GL25559928, GL25725489, GL25729799, GL25793937, GL25894849, GL26033537, GL26039614, GL26376905, GL26391972, GL26398179, GL26420982, GL26436190, GL26449410, GL26455739, GL26456695, GL26565635, GL26571258, GL26587799, GL26588776, GL26589165, GL26610481, GL26611423, GL26611588, GL26650922, GL26668758, GL26669459, GL26669506, GL26678107, GL26678469, GL26679834, GL26680164, GL26701086, GL26707902, GL27203090, GL27764080, GL27769917, GL27775772, GL27776604, GL28167221, GL28177313, GL28345126, GL28345540, GL28446178, GL28496326, GL28501222, GL28549569, GL28596461, GL28613216, GL28646072, GL28668588, GL28810336, GL28875558, GL28880973, GL28899329, GL28919936, GL28923506, GL28999791, GL29093801, GL29094950, GL29233600, GL29252119, GL29939222, GL29958305, GL29993803, GL30007996, GL30183172, GL30537414, GL30620685, GL30702017, GL30768270, GL30772102, GL33884602.

শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20668623, GL20681915, GL20786413, GL20793687, GL20872199, GL20894444, GL20977243, GL21233443, GL21441187, GL21448885, GL24885961, GL24897833, GL25341691, GL25452791, GL25827762, GL26382000, GL26383586, GL26384209, GL26388016, GL26388708, GL26388930, GL26436521, GL26437135, GL26454407, GL26454499, GL26501862, GL26507048, GL26522320, GL26525253, GL26530459, GL26543066, GL26543757, GL26544124, GL26620295, GL26626813, GL26632471, GL26635800, GL26640797, GL26643822, GL26644900, GL26649527, GL26651066, GL26661103, GL26661427, GL26668644, GL26674810, GL26678010, GL26678944, GL27795517, GL28075234, GL28083959, GL28112034, GL28366807, GL28383085, GL28404227, GL28629405, GL28638374, GL28647828, GL28647969, GL28648090, GL28683132, GL28718460, GL28735873, GL28803739, GL28810021, GL28820410, GL30117233, GL30117312, GL32515159, GL32546229, GL32725595.

শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর GL20694294, GL20699160, GL20851531, GL20852543, GL20865262, GL20884193, GL20924356, GL21723393, GL21760475, GL21856295, GL21982314, GL22143308, GL22358451, GL23043982, GL23211433, GL24661675, GL25636001, GL25652028, GL25695082, GL25899714, GL25992897, GL26010060, GL26094626, GL26261799, GL26263621, GL26296584, GL26308077, GL26319767, GL26337360, GL26372182, GL26391564, GL26399688, GL26410351, GL26421130, GL26421374, GL26488994, GL26490345, GL26495687, GL26495897, GL26496482, GL26510401, GL26510428, GL26510477, GL26511039, GL26512812, GL26516171, GL26529256, GL26545936, GL26545936, GL26556341, GL26574361, GL26601738, GL26610595, GL26616426, GL26645665, GL26672520, GL26678388, GL26722151, GL26727152, GL26735526, GL26735589, GL26781003, GL27120137, GL27137240, GL27288176, GL27300930, GL27380486, GL27913667, GL27941657, GL27960052, GL28015311, GL28203530, GL28209998, GL28256467, GL28274420, GL28289700, GL28343196, GL28401971, GL28545876, GL28574385, GL28660260, GL28673610, GL28766704, GL28827471, GL29155341, GL29257630, GL29276704, GL29883949, GL29893112, GL29895213, GL29902171, GL29902563, GL29903056, GL29967337, GL29983719, GL29990867, GL30008069, GL30076646, GL30084651, GL30183292, GL30267455, GL30295922, GL30321393, GL30616435, GL30699259, GL30699427, GL30702217, GL30767638, GL30771696, GL32327230, GL33754400.

শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19882791, GL20781153, GL20805476, GL20815894, GL20902012, GL20996602, GL21337200, GL21875033, GL22552712, GL22741351, GL23483216, GL23836931, GL24675715, GL24850342, GL24860964, GL25138946, GL25562834, GL25726027, GL25726561, GL25727190, GL25832730, GL25844831, GL25871698, GL25895298, GL25903006, GL25907697, GL25909329, GL25922037, GL25923854, GL25938579, GL26182683, GL26197533, GL26384038, GL26392462, GL26449538, GL26516232, GL26522183, GL26528545, GL26539779, GL26544380, GL26544544, GL26549111, GL26570155, GL26576729, GL26577348, GL26581546, GL26590382, GL26609707, GL26610249, GL26610274, GL26615978, GL26616815, GL26634620, GL26636469, GL26642361, GL26644460, GL26645501, GL26645700, GL26672035, GL26693633, GL26708552, GL26883900, GL27442966, GL27495414, GL27626581, GL27835240, GL27935083, GL27979656, GL27980236, GL27980466, GL27980748, GL28110438, GL28599115, GL28684101, GL28705679, GL28824770, GL28830865, GL28860606, GL28944988, GL29369191, GL29420077, GL29444351, GL29448174, GL29491697, GL29499610, GL29504694, GL29523401, GL29542463, GL29543629, GL29546297, GL29577299, GL29577677, GL29577891, GL29592938, GL29593457, GL29613419, GL29613630, GL29650218, GL29661200, GL29673152, GL29684223, GL29802677, GL29839206, GL29860670, GL29871721, GL29921412, GL30014603, GL30068303, GL30083500, GL30093076, GL30111829, GL30119244, GL30138010, GL30172021, GL30268381, GL30462662, GL30527556, GL30542702, GL30563591, GL30564618, GL30618707, GL30645065, GL30677788, GL30689772, GL30694584, GL30716056, GL30716168, GL30730059, GL30730341, GL30767937, GL30770221, GL30771518, GL31643618, GL31743538, GL32007699, GL32421344, GL32449460, GL33579186, GL33807907.

শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20922284, GL20929109, GL22130918, GL22474928, GL22486540, GL23316090, GL24028259, GL24891768, GL25580373, GL25969400, GL25975437, GL26097270, GL26109759, GL26207372, GL26219617, GL26221590, GL26408993, GL26416608, GL26523915, GL26529228, GL26540037, GL26543410, GL26548916, GL26583751, GL26608096, GL26635786, GL26644215, GL26693787, GL26706975, GL26714025, GL26714362, GL26724578, GL26732498, GL26735245, GL26736852, GL26844267, GL27207614, GL27218626, GL27329890, GL27382687, GL27432152, GL27590613, GL27607410, GL27668428, GL27837602, GL27855997, GL27956368, GL27967729, GL28013713, GL28025792, GL28026816, GL28053034, GL28216468, GL28257358, GL28274873, GL28439060, GL28454840, GL28662298, GL28668390, GL28718334, GL28720554, GL28722524, GL28728792, GL28739692, GL28758769, GL28797263, GL28834423, GL28857340, GL29591014, GL29613427, GL29630527, GL29633451, GL29637013, GL29637371, GL29678115, GL29684628, GL29690166, GL29691779, GL29706957, GL29707588, GL29809705, GL29820755, GL29917577, GL29929303, GL30036527, GL30036685, GL30053349, GL30054815, GL30208464, GL30211930, GL30303633, GL30410093, GL30555900, GL30671291, GL30677787, GL30677812, GL30700573, GL30747676, GL30761807, GL32725760, GL32726036, GL33003868.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলংকার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024

স্থান: কলকাতা

Sd/

অনুমোদিত স্বাক্ষর

আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

লাগাতার বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত আলিপুরদুয়ার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ জুন ঃ লাগাতার বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত আলিপুরদুয়ারে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে আলিপুরদুয়ার জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেও প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে । এর ফলে সমস্যায় পড়ে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিস কর্মীরা। বৃষ্টির কারণে শহরের রাস্তায় পথচলতি মানুষের সংখ্যা ছিল কম। এই বৃষ্টির ফলে জেলার বিভিন্ন নদী নালায় জল জমতে শুরু করেছে। পাহাড়ে বৃষ্টির কারণে কালজানি, রায়ডাক সহ বিভিন্ন নদীর জল বাড়ছে। তবে কোন নদীতেই এখনো বিপদ সীমার ওপরে জল স্তর ওঠে নি। কিছু মানুষ নিজেদের কাজের তাগিদে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলেন ছাতা মাথায় দিয়ে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: ডালখোলা-গাঙ্গুলী মার্কেট জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19585083, GL21933896, GL23557940, GL23588700, GL23662673, GL23704207, GL24085294, GL25371154, GL25383423, GL26094453, GL26113280, GL26446403, GL26456514, GL26523607, GL26543857, GL26650179, GL26657924, GL26677911, GL26678175, GL26717146, GL26735468, GL27340621, GL27364462, GL27498336, GL27523067, GL27756909, GL27776487, GL27812194, GL27813092, GL27832113, GL27832671, GL28007740, GL28209846, GL28829007, GL28836132, GL28874954, GL28987427, GL28993349, GL29389242, GL29402954, GL29441453, GL29447984, GL29697854, GL29707047, GL30340428, GL30662835, GL30753120, GL30761439.
শাখার নাম: ইসলামপুর-হাই রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20671688, GL20683329, GL20752899, GL20910478, GL21629927, GL21732192, GL21920491, GL21924783, GL21953967, GL23093503, GL25518098, GL25559764, GL25610401, GL25626473, GL25667805, GL25681986, GL25858198, GL25879146, GL25887504, GL26046827, GL26069913, GL26374852, GL26392529, GL26405948, GL26421653, GL26448560, GL26449993, GL26529431, GL26544684, GL26596008, GL26600217, GL26600785, GL26611391, GL26611667, GL26618512, GL26644512, GL26657671, GL26660492, GL26678062, GL26679521, GL27168039, GL27907107, GL27928139, GL28227846, GL28242278, GL28269483, GL28270809, GL28298938, GL28300195, GL29604233, GL29613536, GL30023880, GL30072170, GL30083394, GL30332810, GL30345974, GL30417153, GL30455775, GL30484062, GL30584013, GL30642871, GL30643347, GL30668526, GL30684964, GL30707923, GL32476989, GL32487661.
শাখার নাম: কালিয়াগঞ্জ-উত্তর দিনাজপুর জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL18794011, GL20689648, GL20702886, GL20710051, GL20805356, GL20808274, GL20815813, GL20908347, GL20915056, GL20928839, GL20981028, GL21452170, GL21466268, GL21528233, GL21762470, GL22945908, GL23173788, GL23244819, GL23457081, GL25613013, GL25614990, GL25626946, GL25627418, GL25837442, GL25843983, GL25904167, GL25905455, GL25994543, GL26005588, GL26047686, GL26070091, GL26071967, GL26076488, GL26119768, GL26143218, GL26175523, GL26197481, GL26203273, GL26225910, GL26264246, GL26280358, GL26368717, GL26376935, GL26377309, GL26391509, GL26392082, GL26397712, GL26420957, GL26421021, GL26421108, GL26456355, GL26482603, GL26484004, GL26486378, GL26490674, GL26493611, GL26510249, GL26510789, GL26511983, GL26512388, GL26512772, GL26513536, GL26519866, GL26526711, GL26537574, GL26545378, GL26545655, GL26545702, GL26545982, GL26551310, GL26570566, GL26579826, GL26581274, GL26589186, GL26591297, GL26599274, GL26610653, GL26611057, GL26611264, GL26611643, GL26624610, GL26645718, GL26649224, GL26649994, GL26662547, GL26678639, GL26678651, GL26679837, GL26686318, GL26687508, GL26694723, GL26708542, GL26708676, GL26708756, GL26712807, GL26714350, GL26715132, GL26715251, GL26716243, GL26717391, GL26717784, GL26722081, GL26723814, GL26735333, GL26735421, GL26735580, GL26735700, GL26736189, GL26736359, GL26736609, GL26736780, GL26736818, GL27434135, GL27453022, GL27465817, GL27482104, GL27514860, GL27808957, GL27835465, GL27953600, GL28037034, GL28135510, GL28151185, GL28238511, GL28439817, GL28455021, GL28519742, GL28882505, GL29039872, GL29728853, GL29746688, GL30071327, GL30083498, GL30356085, GL30366227, GL30378744, GL30550105, GL30580058, GL30695963, GL30715794, GL31153102, GL31210181, GL31769250, GL31971739, GL32049165, GL32447209, GL32484026, GL32703151, GL32761538, GL33072412.
শাখার নাম: রায়গঞ্জ-ইটাহার জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20739653, GL20747881, GL20903005, GL22725884, GL22950667, GL24877822, GL24879339, GL24990968, GL25122889, GL25132563, GL25154080, GL25156091, GL25368882, GL25382947, GL26527027, GL26545041, GL26555270, GL26574769, GL26631021, GL26644189, GL27293296, GL27300428, GL27987299, GL27993646, GL28314790, GL28702584, GL28713399, GL28726295, GL28872368, GL29321558, GL30167604, GL30437854, GL30585580.
শাখার নাম: রায়গঞ্জ-এমজি রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20693028, GL20704363, GL20807285, GL20818467, GL20822240, GL20866533, GL20878643, GL20885395, GL20893608, GL21104889, GL21114654, GL21518855, GL22522957, GL23207362, GL23271568, GL23570263, GL23869979, GL24927929, GL25018966, GL25033111, GL25096256, GL25110555, GL25669845, GL25678186, GL25795015, GL25813512, GL26075701, GL26078070, GL26081647, GL26113779, GL26165068, GL26172829, GL26230005, GL26371832, GL26392353, GL26425830, GL26429835, GL26430669, GL26448240, GL26456389, GL26456618, GL26456701, GL26502233, GL26512899, GL26520182, GL26528073, GL26531498, GL26537375, GL26543993, GL26544003, GL26544108, GL26544473, GL26558993, GL26563646, GL26574868, GL26575256, GL26588558, GL26589636, GL26610837, GL26612025, GL26634063, GL26637266, GL26644946, GL26664522, GL26675945, GL26687181, GL26694930, GL26701165, GL26707328, GL26707817, GL26722918, GL26736330, GL27581397, GL27777187, GL27979567, GL27994483, GL28420805, GL28488576, GL28806728, GL29015587, GL29085109, GL29343429, GL29399140, GL29756087, GL29771308, GL30205271, GL30211935, GL30356558, GL31910311, GL32178511, GL32734032, GL32961320.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: উত্তর দিনাজপুর

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: আলিপুরদুয়ার-আলিপুরদুয়ার জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25143851, GL25234739, GL25664348, GL29171297, GL29689232, GL29707909.
শাখার নাম: ধূপগুড়ি-কলেজ রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20783656, GL20834227, GL20838059, GL20851554, GL20861565, GL20869190, GL20871531, GL20882042, GL20888241, GL21280532, GL21334700, GL21339817, GL21470360, GL21938536, GL22020540, GL22284532, GL22456295, GL22738120, GL23561442, GL23750364, GL23773869, GL23904991, GL24035740, GL24086048, GL24784628, GL24835579, GL25121948, GL25132281, GL25612230, GL25615671, GL25626813, GL25824024, GL25849131, GL25866566, GL25876624, GL25919858, GL25929549, GL25941908, GL25943621, GL26181142, GL26195892, GL26202912, GL26203448, GL26226411, GL26226763, GL26287292, GL26306088, GL26367047, GL26380133, GL26388210, GL26391405, GL26401112, GL26406090, GL26420049, GL26421732, GL26445750, GL26446607, GL26453113, GL26455072, GL26499950, GL26511360, GL26521780, GL26526308, GL26538932, GL26542963, GL26553986, GL26560998, GL26572270, GL26573821, GL26576924, GL26599009, GL26604935, GL26608543, GL26619181, GL26622284, GL26626837, GL26641676, GL26643809, GL26644454, GL26656922, GL26657906, GL26659992, GL26663196, GL26664364, GL26674431, GL26677771, GL26678012, GL26679781, GL26680358, GL26692356, GL26706674, GL26819820, GL27099537, GL27110756, GL27405733, GL27424251, GL27502976, GL27521780, GL27767092, GL27807402, GL27826880, GL27848691, GL27859627, GL27865564, GL27866904, GL27905129, GL27905368, GL27915172, GL27919534, GL27927384, GL27927813, GL27931403, GL28011208, GL28077603, GL28169988, GL28178678, GL28188361, GL28441421, GL28449252, GL28540596, GL28578664, GL28646578, GL28717302, GL28720412, GL28722041, GL28779227, GL28849389, GL28855528, GL28866384, GL28868686, GL28942800, GL28974712, GL29136639, GL29150632, GL29363147, GL29369843, GL29437834, GL29448338, GL29466735, GL29560637, GL29802417, GL29806125, GL29808990, GL29820156, GL29820512, GL29820708, GL29829704, GL29847065, GL29887884, GL29902432, GL29915751, GL29929071, GL29967858, GL29983924, GL30045150, GL30053055, GL30053065, GL30053396, GL30222215, GL30261126, GL30275848, GL30338813, GL30366281, GL30378619, GL30415467, GL30436999, GL30505996, GL30516890, GL30519931, GL30530268, GL30551024, GL30582147, GL30584473, GL30589106, GL30618061, GL30663610, GL30699660, GL31536500, GL32220700, GL32221107, GL32383737, GL32508345, GL32508817, GL32509692, GL32514596, GL32647395, GL32845497, GL33074792, GL33410047.
শাখার নাম: ফলাকাটা-সুভাষ পল্লী জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22706650, GL22836009, GL22975492, GL23339483, GL25756864, GL25989026, GL26009137, GL26075986, GL26120611, GL26167100, GL26172098, GL26366715, GL26368310, GL26388055, GL26392752, GL26429321, GL26432123, GL26445689, GL26448873, GL26450090, GL26452779, GL26455954, GL26499882, GL26506231, GL26598733, GL26609843, GL27025542, GL27823628, GL28410806, GL28551326, GL30041340, GL30054712, GL30154074, GL30160756, GL30266003, GL30275899, GL30358673, GL30668251, GL30685240, GL32486628, GL32849903.
শাখার নাম:জয়গাঁও-জয়গাঁও জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22383835, GL22897590, GL23889440, GL25695857, GL25709304, GL25782886, GL25912887, GL25940458, GL26375712, GL26392869, GL26497106, GL26505055, GL26549321, GL26549636, GL26574325, GL26574966, GL26587925, GL26603959, GL26665339, GL26679013, GL26690496, GL26693677, GL26708182, GL26708797, GL27126934, GL27358247, GL27359958, GL27984872, GL27992403, GL28073928, GL28083248, GL28411671, GL28625294, GL28641254, GL28678754, GL29466054, GL29475206, GL29579529.
শাখার নাম: জলপাইগুড়ি-রেপাত্রিগোল্ডেন কমপ্লেক্স জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20481065, GL20691971, GL20703890, GL20845902, GL20848081, GL20876229, GL20876760, GL20884065, GL20900844, GL20929719, GL20930920, GL21360956, GL21373390, GL21376867, GL21395069, GL21445340, GL21927055, GL22039993, GL22128192, GL22192869, GL22465332, GL22674483, GL22882708, GL23815550, GL23920843, GL23964463, GL24033368, GL24033438, GL25446500, GL25463006, GL25538223, GL25546561, GL25594220, GL25636134, GL25644094, GL25649900, GL25652080, GL25757076, GL25777171, GL25816660, GL25819753, GL25821235, GL25844942, GL25847599, GL25858372, GL25869002, GL25927217, GL25933783, GL25940845, GL25943729, GL25954408, GL25965512, GL25973711, GL25975800, GL25985267, GL26007731, GL26160408, GL26163032, GL26205599, GL26206895, GL26207481, GL26223801, GL26224053, GL26224192, GL26288391, GL26306348, GL26351538, GL26351582, GL26362340, GL26362368, GL26383944, GL26388781, GL26396996, GL26401633, GL26413676, GL26417302, GL26418605, GL26419070, GL26428076, GL26430403, GL26434411, GL26445696, GL26451709, GL26452727, GL26452790, GL26453939, GL26490153, GL26496317, GL26504713, GL26507701, GL26517255, GL26518591, GL26524825, GL26527865, GL26529503, GL26538318, GL26540169, GL26541672, GL26544330, GL26552775, GL26559822, GL26560499, GL26561669, GL26563564, GL26563939, GL26568943, GL26569673, GL26569860, GL26570453, GL26570640, GL26571818, GL26573536, GL26573706, GL26577278, GL26577465, GL26586447, GL26601014, GL26605130, GL26605222, GL26609256, GL26609303, GL26620882, GL26623374, GL26626431, GL26626578, GL26626867, GL26628901, GL26632694, GL26639534, GL26640915, GL26642523, GL26643071, GL26643745, GL26643754, GL26643831, GL26666330, GL26675237, GL26687510, GL26699106, GL26704588, GL26705594, GL26723032, GL26723912, GL26724127, GL26730674, GL26730780, GL26734561, GL26846754, GL26864429, GL27026728, GL27226537, GL27508921, GL27676454, GL27909425, GL27929345, GL27948236, GL27961698, GL27974554, GL27984158, GL27993666, GL28006872, GL28074652, GL28075534, GL28083606, GL28104807, GL28116474, GL28168031, GL28177714, GL28191134, GL28205564, GL28210985, GL28253921, GL28255168, GL28286538, GL28304398, GL28348820, GL28364107, GL28389416, GL28419617, GL28425676, GL28431419, GL28451073, GL28461796, GL28477945, GL28602259, GL28646570, GL28668723, GL28675241, GL28709317, GL28713391, GL28723754, GL28764691, GL28765004, GL28775826, GL28776472, GL28788614, GL28789158, GL28796209, GL28816901, GL28825750, GL28830412, GL28889675, GL28897225, GL28947623, GL28950567, GL30688920, GL32022846, GL32390665, GL32465332, GL32490742, GL32646381, GL32704362, GL32712116, GL32851926, GL33063814, GL33183483, GL33331478, GL33346265, GL33697327.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: জলপাইগুড়ি

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল নব নির্বাচিত সাংসদ সায়নী ঘোষের উপস্থিতিতে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১৪ জুন ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্যে একের পর এক উন্নয়ন মূলক কাজ চলছে। দীর্ঘ মেয়াদী লোকসভা নির্বাচনের কারনে নির্বাচন বিধির ফলে বেশ কয়েকমাস

উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বন্ধ ছিলো রাজ্যে।নির্বাচন শেষ হবার পরে পুনরায় আবার তা শুরু হয়ে গেছে। সামনে ২০২৬ এ বিধানসভার নির্বাচন। এখন থেকেই তাঁর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। তাই তো উন্নয়নের কাজকে দ্রুততার সঙ্গে রূপায়নের জন্য একাধিক কর্মসূচি পালন করছে সরকারি আধিকারিকগন।আর শুক্রবার যাদবপুরের নব নির্বাচিত সাংসদ সায়নী ঘোষের প্রথম উপস্থিতিতে জয়নগর ১ নং ব্লকের বহড়ু বিডিও অফিসের মিটিং রুমে উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ, বারুইপুর পূর্বের বিধায়ক বিভাস সরদার, জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লকের বিডিও পূর্ণেন্দু স্যানাল,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহকারী সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্য তপন কুমার মন্ডল, বন্দনা লস্কর, বনানী গায়েন, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে। এদিনের এই বৈঠকে জয়নগর এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য,একাধিক পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান সহ ব্লকের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। মূলত রাজ্যের জনমূখী কার্যক্রম গুলিকে আরো সাধারণ মানুষের কাছে কিভাবে পৌঁছানো যায়, কিভাবে আরও অগ্রগতি আনা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয় এদিন। পড়ে থাকা সরকারি কাজগুলোকে দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা হবে বলে এদিন মিটিংয়ে আলোচিত হয়।

শিশু কন্যাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে ধর্ষন করার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ১৪ জুন ঃ সাত বছর বয়সী এক শিশু কন্যাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে শারীরিক নির্যাতন ও ধর্ষন করার অভিযোগ উঠলো প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার তিলডাঙ্গা গ্রামে। ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা ওই শিশু কন্যাকে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিকেল নাগাদ তিলডাঙ্গা এলাকায় বাড়ির পাশে খেলা করছিল ওই শিশু কন্যা। সেসময় হাসু শেখ নামে বছর ৪৫ এর এক ব্যক্তি ওই শিশু কন্যাকে চকলেটের লোভ দেখিয়ে বাড়ির পাশে ফাঁকা একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে নির্যাতন ও ধর্ষন করে। ওই শিশু কন্যার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপরেই তাকে ধরে ফেলে জনতা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফারাক্কা থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে প্রথমে আটক করা হয়। এদিকে নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে হাসু শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন পরিবার ও সাধারণ মানুষ।

বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবি, বিদ্যুৎ কর্মীদের কর্ম বিরতি হাসনাবাদে

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ১৪ জুনঃ তীব্র দাবদাহের মধ্যে কর্মবিরতি বিদ্যুৎকর্মীদের। প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল, বিক্ষোভ হাসনাবাদে।হাসনাবাদের আমলানি সাব স্টেশনের হাই টেনশন লাইনের কর্মদীদের অভিযোগ তারা দীর্ঘ তিন মাসের বেতন পান না। বহুবার ঠিকাদার সংস্থার মালিক এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ তাদের । অগত্যা শুক্রবার কর্মবিরতি করে আন্দোলনে সামিল হন তারা। তাদের কথায়, তারা নিজেরা কোন ফিডার বন্ধ করবে না, কিন্তু ৯টি ফিডারের মধ্যে কোন ফিডার যদি ব্রেক ডাউন হয় তাহলে সেই ফিডারের কোন কাজ তারা করবে নায। এই সাব স্টেশনের অভ্যন্তরে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক , হাসনাবাদ ব্লক এবং টাকি পৌরসভা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা আছে । সুশান্ত মন্ডল, তরুন সরকার সহ বিক্ষোভ কারীরা জানান তাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে,তারা দুর থেকে এসে কাজ করেন,আসা যাওয়ার খরচ আছে সেটাই ঠে না, টাকা না থাকায় দুপুরে না খেয়েই কাটাতে হয় অনেক সময়।এই টাকার উপরেই তাদের সংসার চলে কিন্তু এভাবে টাকা না পাওয়ায় সমস্যায় পরেছেন তারা। মাসিক বেতনের পাশাপাশি জমা পরেনা তাদের পি.এফ, ই.এস.আই এর টাকা জানান তারা।কর্মবিরতির কথা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কে জানানো হয়েছে বলেও জানান তারা। সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন বলে জানান তারা।

সেতুর উপর রেলিংএ দড়ি বেঁধে জ্বালানির কাঠ জোগাড় করতে ব্যস্ত যুবকরা

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুনঃ পাহাড় ও সমতলে প্রবল বৃষ্টি। তিস্তা নদীতে জল বাড়তেই ভেসে আসা জ্বালানির কাঠ তিস্তা নদীতে জলের স্রোতের মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক তিস্তা সেতুর উপর রেলিং এ দড়ি বেঁধে নদীতে জ্বালানির কাঠ জোগাড় করতে ব্যস্ত কিছু যুবক। যখন প্রশাসনের তরফে তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় মাইকিং করে সচেতন করা হচ্ছে মানুষজনকে। ঠিক তখন প্রশাসনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে এভাবে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে কাঠ সংগ্রহে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে? যেমনটা জানা আছে তিস্তা পাড়ের আশেপাশে যুবকরা এভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী থেকে লাকড়ি তুলছে । এদের মধ্যে একজন রাজীব বিশ্বাস তিনি বলেন, এই কাজে আমাদের কোন ভয় লাগেনা। কারণ আমরা প্রায় এভাবেই রসি বেঁধে তিস্তা থেকে লাকড়ি তুলে তীরে আনি। প্রশাসনের তরফ থেকে কোনরকম এলার্ট করা হয় কিনা তা তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন পুলিশ আসলে আমরা চলে যাই, কিন্তু পুলিশ আসেনি তাই দিব্যি আমরা এই কাজ করছি।অন্যদিকে তিস্তা ও জলঢাকা নদীর বন্যা পরিস্থিতি দেখতে বৃহস্পতিবার সন্ধা নাগাদ দুই নদীর পাড়ের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে যান সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী।অপরদিকে জলপাইগুড়ি সদর বিডিও মিহির কর্মকার সদর ব্লকের বারপেটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন নাথুয়ারচর এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জুন ঃ নির্বাচনের ফল ও শোনার পর ফে ফের বিজেপির দখলে থাকা গ্রাম পঞ্চায়েতে তালা ঝুলিয়ে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার মাথাভাঙ্গা দুই নং ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চাযেতে তালা ঝোলানোর অভিযোগ উঠলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এই বিষয়ে বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন জানান তৃণমূল কর্মীরাই তালা ঝুলিয়েছে। এটাই তৃণমূলের কালচার। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হযেছে। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কমলেশ অধিকারী বলেন, তৃণমূলের এই গ্রাম পঞ্চায়েত সাধারন মানুষের পরিষেবা দিতে ব্যর্থ, তাই সাধারন মানুষ ঝুলিয়েছে তালা। তৃণমূলের কেউ তালা ঝোলায়নি বলেই দাবি তার ।

জেলার উৎপাদিত আমের এক চতুর্থাংশ দিল্লির আম উৎসবে আজই পাড়ি দেবে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৪ জুন ঃ অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার উপাদন কম, তার মধ্যেও দিল্লির 'ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালে' পাড়ি দিচ্ছে 'বাঁকুড়ার আম'। আগামী ১৬ জুন দিল্লিতে শুরু হওয়া এই মেলায় জেলায় উৎপাদিত 'আম্রপালি' সহ বিভিন্ন জাতের ৭ মেট্রিক টন আম যাবে বলে জেলা উদ্যান পালন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক বছর ধরে আমের বাজারে মালদা ও মুর্শিদাবাদের একাধিপত্যে ভাগ বসিয়েছে বাঁকুড়া জেলার আম্রপালি। সঙ্গে হিমসাগর, ফজলি, বেগুনফালি আমের সঙ্গে স্বাদে গন্ধে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছে বাঁকুড়ার আম্রপালি। কিন্তু চলতি মরশুমে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আম

উৎপাদনে যথেষ্ট ঘাটতি থাকলেও জেলা ও রাজ্যের চাহিদা মিটিয়ে ভীন রাজ্যের আম প্রেমীদের রসনা তৃপ্তির উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য উদ্যান পালন দপ্তর। আর সঙ্গে দিল্লীর 'ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালে' সেরার সেরা স্থান ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ তো আছেই। আমচাষী নিত্যানন্দ গরাই বলেন, আমার বাগানে ১০০ প্রজাতির আমের গাছ আছে, তবে এবার ৪০ টি প্রজাতির গাছে ফলন এসেছে। তবে জাপানিজ মিয়াজাকি, থাইল্যাণ্ড, বাংলাদেশ সহ দেশী-বিদেশী মিলিয়ে ৩০ টি প্রজাতির আম নিয়ে তিনি ওই মেলায় যাচ্ছেন বলে জানান। বাঁকুড়া জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক দেবাশীষ মান্না এবিষয়ে বলেন, আগামী ১৬ জুন থেকে ৩০ জুন দিল্লীর 'ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালে' থাকছে বাঁকুড়ার আম। অন্যান্য বছরের তুলনায়. এবার উপাদন যথেষ্ট কম হওয়ায় ছ'হাজার হেক্টর জমিতে ২৮ হাজার মেট্রিক টন আম উপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে দেশী-বিদেশী প্রজাতি মিলিযে. ৭ মেট্রিক টন আম যাচ্ছে দিল্লীর ওই মেলায়। তবে গত বছরের মতো এবারও দিল্লির ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যালে বাঁকুড়ার প্রথম স্থান অধিকার করবে বলে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী বলে জানান।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Ex. Engr. (C)/Br.-I, KMC** invites Tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/BR-I/003/PUMPS/2024-2025
Name of the Work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 4 Nos. portable pumps size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from water logging pockets in Ward No.-03 under Br.-I.** Estimated cost (Including GST & CESS): **N.A.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.**
(2) NIT No.: KMC/BR-I/004/PUMPS/2024-2025
Name of the Work: **Supplying, fitting, fixing with operation of 2 Nos. portable pumps size 3" dia on hired basis for removal of stagnant water from water logging pockets in Ward No.-04 under Br.-I.** Estimated cost (Including GST & CESS): **N.A.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Period of Completion: **150 days** (For Sl. No. 1 & 2). Last date and time of submission of Bid: **28.06.2024 upto 9 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **01.07.2024 at 9 a.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **14.06.2024 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Ex. Engr. (C)/Br.-III, KMC** invites Tender online item/percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE-III/PUMP/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Deployment of Portable Pumps (3 inch dia) by C.M.E. (Civil)/Br. III at different water logging pockets for the year 2024.** Estimated cost: ₹ **4,90,000.00.** Earnest Money: ₹ **9,800.00.** Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of Bid: **22.06.2024 – 12 noon**. Date and Time of opening of Tender: **25.06.2024 – 12 noon.**
(2) NIT No.: KMC/EE-III/CH/29/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-29, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(3) NIT No.: KMC/EE-III/CH/30/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-30, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(4) NIT No.: KMC/EE-III/CH/33/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-33, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(5) NIT No.: KMC/EE-III/CH/34/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-34, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(6) NIT No.: KMC/EE-III/CH/35/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-35, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(7) NIT No.: KMC/EE-III/PC/29/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Providing and fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/Inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-29, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,30,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,600.00.**
(8) NIT No.: KMC/EE-III/PC/30/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Providing and fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/Inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-30, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(9) NIT No.: KMC/EE-III/PC/33/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Providing and fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/Inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-33, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(10) NIT No.: KMC/EE-III/PC/34/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Providing and fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/Inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-34, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(11) NIT No.: KMC/EE-III/PC/35/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Providing and fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/Inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-35, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(12) NIT No.: KMC/EE-III/RD/29/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-29, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(13) NIT No.: KMC/EE-III/RD/30/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-30, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**
(14) NIT No.: KMC/EE-III/RD/33/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-33, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(15) NIT No.: KMC/EE-III/RD/34/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-34, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,50,000.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00.**
(16) NIT No.: KMC/EE-III/RD/35/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-35, Br.-III.** Estimated cost including GST and Cess: ₹ **2,30,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,600.00.** Period of Completion: **365 days** (For Sl. No. 2 to 16). Last date and time of submission of Bid: **24.06.2024 at 12 noon** (For Sl. No. 2 to 16). Date and Time of opening of Tender: **26.06.2024 at 12 noon** (For Sl. No. 2 to 16). The bid forms and other details are available on and from **14.06.2024 at 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 16). The website: **https://etender.wb. nic.in** (For Sl. No. 1 to 16).

The **Ex. Engr. (C)/Br.-V, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/03/PITCOVER/2024-2025
Name of the Work: **Supplying, fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/Inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-36, Br.-V.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **180 days**.
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/02/CK/2024-2025
Name of the Work: **Emergency removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines etc. in Ward No.-36, Br.-V.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **180 days**.
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/036/01/PH/2024-2025
Name of the Work: **Emergency repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver block passage and Footpath etc. in Ward No.-36, Br.-V.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **180 days.**
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/03/PITCOVER/2024-2025
Name of the Work: **Supplying, fixing M.H. cover/ G.P. cover/C.P. cover/Inspection pit cover according to requirement within 24 hours in Ward No.-44, Br.-V.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **180 days**.
(5) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/02/CK/2024-2025
Name of the Work: **Emergency removal of chockage/ collapsed sewer/damaged sewer lines in Ward No.-44, Br.-V.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **180 days**.
(6) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/01/PH/2024-2025
Name of the Work: **Emergency repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver block passage etc. in Ward No.-44, Br.-V.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,15,000.00.** Earnest Money: ₹ **6,300.00.** Period of Completion: **180 days**.
(7) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-V/044/004/2024-2025/D
Name of the Work: **Repairing & restoration of footpath and road at Colutola Street, Bepin Behari Ganguly Street, Gopal Chandra Lane etc. disturbed by P.U. Agency in Ward No.-44.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,28,659.29.00.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **27.06.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 7). Date and Time of opening of Tender: **29.06.2024 – 11 a.m.** (For Sl. No. 1 to 7). The bid forms and other details are available on and from **18.06.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 7). The website: **https://etender.wb. nic.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **Ex. Engr. (C)/Br.-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
(1) NIT No.: KMC/IX/071/001/2024-2025/R
Name of the Work: **Restoration of IP. Footpath and road surface at 60A Turf Road, 30B Debendra Ghosh Road, 98 Ashutosh Mukherjee Road in Ward No.-71.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,99,972.51.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 Days.**
(2) NIT No.: KMC/IX/071/010/2024-2025/R
Name of the Work: **Restoration of road surface at 14 Turf Road, 4/1 Harish mukherjee Road, 36 Kansari Para Road and different places in Ward No.-71.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,93,330.82.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(3) NIT No.: KMC/IX/071/011/2024-2025/R
Name of the Work: **Restoration of I.P. Footpath at 14 C. C. Street, 58 S.N.P. Street and different places disturbed by CESC and Natural Wear & Tear in Ward No.-71.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **4,04,677.49.** Earnest Money: ₹ **8,100.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(4) NIT No.: KMC/IX/071/013/2024-2025/R
Name of the Work: **Repairing of paver block at front of SSKM Hospital and surroundings at Harish Mukherjee Road, A.J.C. Bose Road and different areas in Ward No.-71.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,94,713.60.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
(5) NIT No.: KMC/IX/079/004/2024-2025
Name of the Work: **Maintenance of drainage by supplying, fitting and fixing M.H. cover, G.P. cover, C. P. cover & Inspection pit cover as and when required within 24 hours in Ward No.-79.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **300 Days.**
(6) NIT No.: KMC/IX/079/006/2024-2025
Name of the Work: **Removal of chokage by repairing S.W pipe line & ancillary work at different places in Ward No.-79.** Estimate Amount (Including GST & CESS): ₹ **2,00,000.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **300 Days.** Last date and time of submission of Bid: **27.06.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). Tender will be opened on: **29.06.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **15.06.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 4) & **18.06.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 5 & 6). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6). **(59/24-25)**

গৃহকোণ

ফুলদানিতে ফুল রাখার আগে ও পরে যা মনে রাখবেন

ফুলের ডাল কাটতে হয় বাঁকা করে, ৪৫ ডিগ্রি কোণে। ধারালো কাঁচি দিয়ে ডাল কাটুন। দোকান থেকে কেনা ফুল বাড়িতে আনার পর ডালের নিচের দিকের ইঞ্চি দুয়েক কেটে ফেলা ভালো।

যে পাত্রে ফুল রাখবেন, তা অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। জলও হওয়া চাই পরিষ্কার। পাতার কোনো অংশ যাতে জলেতে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

ফুলদানি এমন স্থানে রাখুন, যেখানে সরাসরি তাপ এবং বাতাস আসে না। এ ছাড়া জলেতে কিছু উপকরণ মেশানো যায়, যাতে ফুল ভালো থাকে। তবে জলেতে কিছু মেশানো হোক বা না হোক, জল কিন্তু বদলে দিতে হবে কয় দিন পরপরই, তিন দিন পেরোতে তো দেওয়াই যাবে না।

যেদিন জল বদলাচ্ছেন না, সেদিন খানিকটা জল যোগ করে দিতে পারেন ফুলদানিতে। প্রতিবার জল বদলানোর সময় ইঞ্চিখানেক ডাল কেটে দেওয়া ভালো। আর বদলানোর আগেই যদি জল ঘোলা হয়ে যায়, তাহলে জল বদলানোর সময় ফুলদানিটাও পরিষ্কার করে নিন।

ফুল তাজা রাখার আরও কিছু উপায়

চিনি ও সাদা ভিনেগার

এক লিটার কুসুম গরম জলেতে তিন টেবিল চামচ চিনি আর দুই টেবিল চামচ সাদা ভিনেগার গুলিয়ে নিন। ঠান্ডা হলে তাতে ফুল রাখুন। ফুলের ডালের ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার ডুবে থাকতে হবে এই দ্রবণে।

চিনি ও অ্যাপল সাইডার ভিনেগার

জলেতে দুই টেবিল চামচ চিনি আর দুই টেবিল চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে নিয়ে তাতে ফুল রাখুন। ফুল তাজা থাকবে।

অ্যাসপিরিন

ফুল রাখার আগে একটা অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট চূর্ণ করে ফুলদানির জলেতে দিন। এটিও দারুণ কাজে দেয়।

কোমল পানীয় ফুলদানির জলেতে ফুল রাখার পর তাতে সিকি কাপ কোমল পানীয় যোগ করে নিন। জল স্বচ্ছ রাখতে চাইলে স্বচ্ছ পানীয় বেছে নিতে হবে।

চুলের স্প্রে

৩০ সেন্টিমিটার দূর থেকে ফুলের পাপড়ির নিচের দিকে স্প্রে করে দিন। পাতার নিচের দিকটাও বাদ দেবেন না।

ব্লিচ

এক লিটার জলেতে সিকি চা-চামচ ব্লিচ যোগ করে নিন। কিংবা এক লিটার জলেতে এক চা-চামচ চিনি আর তিন ফোঁটা ব্লিচ যোগ করে নিন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে পার্লামেন্টে ভোটাভুটি আজ

দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৪ জুনঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে শুক্রবার পার্লামেন্টে এক ভোটাভুটিতে অংশ নিচ্ছেন আইনপ্রণেতারা। বর্তমান প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা এ ভোটে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন বলে আশা করছেন। দেশটিতে গত মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে তাঁর ক্ষমতাসীন দল আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এএনসি) দীর্ঘদিনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। এতে পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে এবং সরকার গঠনে অন্যান্য দলের সমর্থনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে তাঁকে। এএনসির প্রত্যাশা, অন্যান্যদের সমর্থন, বিশেষ করে প্রধান বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের (ডিএ) সহযোগিতায় তারা একটি জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন এবং সিরিল রামাফোসাকে আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে সক্ষম হবে। ৩০ বছরের ক্ষমতা ধরে রাখতে আইনসভার আজকের ভোটে একসময়ের প্রধান শত্রু দলগুলোর আইনপ্রণেতাদের সমর্থনও পেতে হবে ক্ষমতাসীন এএনসিকে। আগের দিন গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে এএনসি ঘোষণা করে, জোট সরকার গঠন করা নিয়ে ডিএ ও কয়েকটি ছোট দলের সঙ্গে তাদের সমঝোতা হয়েছে। তবে ক্ষমতাসীন দলের মহাসচিব ফিকিল এমবালুলা বলেন, সমঝোতার বিস্তারিত বিষয়াদি চূড়ান্ত করতে কাজ চলছে এখনো।আইনসভায় আসনসংখ্যায় এএনসির পর দ্বিতীয় বড় দল ডিএ। এএনসির ভাগ্য নির্ধারণে ডিএএর যথেষ্টসংখ্যক আইনপ্রণেতা রয়েছেন। দলটি বলেছে, ক্ষমতাসীনদের সমর্থন করা প্রশ্নে গতকাল রাতভর ও আজ সকালেও কথাবার্তা চলেছে। কিন্তু কোনো চুক্তি হয়নি। এ অবস্থায় স্থানীয় সময় আজ সকাল ১০টায় বসছে আইনসভার অধিবেশন। এ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদে অন্য কোনো প্রার্থীর নাম না আসায় পার্লামেন্টে আজকের ভোটে রামাফোসাই নির্বাচিত হবেন, এমনটা মনে করা হচ্ছে। এ পদে তিনি যদি একমাত্র প্রার্থী মনোনীত হন, তবে দ্বিতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হওয়ার পথ সুগম হতে পারে তাঁর। সে ক্ষেত্রে তিনি আপনাআপনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। কিন্তু অন্যান্য দলগুলো বিকল্প প্রার্থী মনোনীত করলে অনুষ্ঠিত হবে ভোট। জোট সরকার গঠনে সমঝোতায় পৌঁছাতে এএনসির সামনে এবারই প্রথম কোনো চূড়ান্ত সময়সীমাও অপেক্ষা করছে। যেমন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ১৪ দিনের মধ্যে অবশ্যই আইনসভাকে বসতে হবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটাভুটিও করতে হবে এ সময়ের মধ্যে। আগামী রোববার শেষ হচ্ছে এই সময়সীমা। তাই সময়সীমা মানতে আজ ওই বৈঠকে বসছেন আইনপ্রণেতারা। দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৯৪ সালে সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে এএনসি। তখন থেকে এ পর্যন্ত দলটিকে ক্ষমতায় থাকতে এতটা রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় পড়তে হয়নি। ওই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দেশটিতে শ্বেত বর্ণবাদী শাসনের অবসান ঘটেছিল। এর পর থেকে আইনসভায় বরাবর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখছিল এএনসি। যার অর্থ, দীর্ঘ এতটা বছর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করাটা ছিল আনুষ্ঠানিকতামাত্র। অবশ্য এবারের সাধারণ নির্বাচনে ওই দৃশ্যপট বদলে গেছে। নির্বাচনে দলটি ভোট পেয়েছে ৪০ শতাংশের মতো। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১ শতাংশ ভোট পেয়েছে ডিএ। স্বাভাবিকভাবে জোট সরকার গঠনের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হয়ে উঠেছে তারা। ইতিমধ্যে জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠন করতে আইনসভায় আসন পাওয়া অন্য ১৭ দলের সব কটিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এএনসি। এগুলোর মধ্যে কয়েকটি দল আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়েছে। আজ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করতে ভোটাভুটি শুরুর আগে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করবেন আইনসভার সদস্যরা। সব মিলিয়ে ভোটাভুটিতে কয়েক ঘণ্টা লাগতে পারে। আইনসভার নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ৪০০ সদস্য ভোটে অংশ নেবেন। গোপন ব্যালটে এ ভোট অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে প্রার্থীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে হবে। এএনসির প্রাক্তন নেতা ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমার দল এমকে পার্টি বলেছে, তাদের ৫৮ সদস্য আইনসভার প্রথম অধিবেশন বর্জন করবেন। যদিও এতে আইনসভার এ অধিবেশন বসার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটবে না।

অল্পেতে রক্ষা

তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুনঃ খড়ের কুঞ্জিতে আগুন। অল্পেতে বড়সড় অগ্নিকান্ডের হাত থেকে রক্ষা পেল বসত ঘর সহ গোটা এলাকা। ঘটনা খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারানীপুর এলাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। জানা গিয়েছে, মহারানীপুর এলাকার কান্ডারী সরকার নামের এক ব্যাক্তির খড়ের কুঞ্জিতে আগুন প্রত্যক্ষ করেন এলাকবাসী। খড়ের কুঞ্জির মালিক সহ এলাকাবাসী আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেন।

Name Change

I, (Old Name) MAHA TAFZUL HAQUE S/o- LATE RAISUDDIN, Residing at, Vill- Boro kamdol, Post- Sambalpurtal, Ps- Pukhuria, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAHA TAFZUL HAQUE To TOFJUL HOQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) TOFJUL HOQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, TOFJUL HOQUE and MAHA TAFZUL HAQUE both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি সুকুমার বাউড়ী। পিতা ৺জিয়ারাম বাউড়ী। বোলপুর কাছারিপট্টি বোলপুর বীরভূম। বোলপুর কোর্টে 6/2/2024 তারিখে Affidavit বলে জানাই যে আমার মা একজন মৃত ব্যক্তি। তার LIC policy তে নাম ছিল ৺শোভা বাউড়ী তাহার পরিবর্তে আধার কার্ডে এবং ডেথ সার্টিফিকেটে ৺শোভা সর্দার আছে। LIC policy তে নমিনী নাম সুকুমার সর্দার তার পরিবর্তে সুকুমার বাউড়ী হইবে। শোভা বাউড়ী ও শোভা সর্দার এক ব্যক্তি এবং সুকুমার সর্দার ও সুকুমার বাউড়ী এক ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) AHASANULLA S/o- LATE ABDUS SAMAD, Residing at, Vill- Mosimpur Biswaspara, Post- Mosimpur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AHASANULLA To AHESANUL HOQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AHESANUL HOQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, AHESANUL HOQUE and AHASANULLA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) SUPRIA SINGHA W/o- MD SARIFUL ISLAM, Residing at, Vill- Gangaprasad, Post- Gangaprasad, Ps- Motibari, Dist- Malda, Pin- 732207, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SUPRIA SINGHA To SUPRIA ISLAM (SINGHA) (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SUPRIA ISLAM (SINGHA) in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, SUPRIA ISLAM (SINGHA) and SUPRIA SINGHA both are Same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি মেহেরুন্নেশা বেগম (old name) স্বামী কাজী সফিউল হোসেন ঠিকানা আলামপুর রোড, সমাজ বাড়ি, গার্ডেনরিচ, থানাঃ রবীন্দ্রনগর, ডায়মন্ড হারবার, পিনকোডঃ 700024, পশ্চিমবঙ্গ, ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্টের Affidavit দ্বারা কাজী মেহেরুন্নেশা বেগম (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit Sl No. 34210 dated 07/06/2024। মেহেরুন্নেশা বেগম (old name) এবং কাজী মেহেরুন্নেশা বেগম (new name) একই ব্যাক্তি।

Name Change

I, (Old Name) MD HABIL SHAH S/o- LATE MD KHABIRUDDIN SHAH, Residing at, Vill- Haragobindapur, Post- Kahala, Ps- Ratua, Dist- Malda, Pin- 732205, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD HABIL SHAH To MD HABIL ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD HABIL ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, MD HABIL ALI and MD HABIL SHAH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) KAMRIRUZ SEIKH S/o- NOOR ISLAM SEIKH, Residing at, Vill- Majharerdhar, Post- Majharerdhar, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from KAMRIRUZ SEIKH To KAMIRUL SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KAMIRUL SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, KAMIRUL SK and KAMRIRUZ SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, Susanta Khusnobish (Old Name) S/o Keshab Khusnobish @ Keshab Khasnobish resident of 116/2, Bamacharan Roy Road, Joyeshree Park, Behala, Kolkata- 700034, shall henceforth be known as Sushanta Khasnobish (New Name) vide affidavit dated 13.06.24 before the Notary Public at Kolkata. Susanta Khusnobish (Old Name) and Sushanta Khasnobish (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) JUBBAR SEIKH S/o- FIROJ SK, Residing at, Vill- Dahakula, Post- Khidirpur, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JUBBAR SEIKH To JABBAR SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JABBAR SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, JABBAR SK and JUBBAR SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) HASANUJJAMAN S/o- GIASUDDIN MONDAL, Residing at, Vill- Kajipara, Post- Kajipara, Ps- Hariharpara, Dist- Murshidabad, Pin- 742166, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from HASANUJJAMAN To HASANUJJAMAN MONDAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) HASANUJJAMAN MONDAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, HASANUJJAMAN MONDAL and HASANUJJAMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, Harshita Bagla (Old Name) D/o Binay Poddar W/o Akhilesh Bagla, resident of Flat-7G, 7th Floor, 4, Shakespeare Sarani, Embassy Appt, Kolkata – 700071 shall henceforth be known as Harshita Poddar (New Name) vide affidavit dated 13.06.24 before the Notary Public at Kolkata. Harshita Bagla (Old Name) and Harshita Poddar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) RAHAMAN MD KHALEDUR S/o- TOFJUL HOQUE, Residing at, Vill- Boro kamdol, Post- Sambalpurtal, Ps- Pukhuria, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RAHAMAN MD KHALEDUR To KHALIDUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) KHALIDUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 30 May 2024, KHALIDUR RAHAMAN and RAHAMAN MD KHALEDUR both are Same and one identical person.

Name Change

I, Swarup Kumar Roy S/o. Arabinda Roy R/o. Paschim Das Para, P.O. + P.S. - Sonarpur, Dist. - 24 Pgs. (S), Pin- 700150 shall henceforth be known as Swarup Roy. I declare that Swarup Roy and Swarup Kumar Roy is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 14-06-2024.

Name Change

I, Shibu Ranjan Mondal (Old Name) S/o Nil Kumar Mondal resident of 244, Naity Road, Opp : Nabagram SBI, Baganpara, Choto Behara, VTC, Konnagar (P), P.O. Barabahera, Sub District Serampur Uttarpara, Dist – Hooghly, PIN- 712246, WB shall henceforth be known as Sibu Ranjan Mondal (New Name) vide affidavit dated 14.06.24 before the Notary Public in Kolkata. Shibu Ranjan Mondal (Old Name) and Sibu Ranjan Mondal (New Name) both are the same and one identical person.

জল নিষ্কাশনের দাবিতে গৌরনগর ব্লকের সামনে কৈলাসহর- কুমারঘাট রাস্তা অবরোধ

কৈলাসহর, ১৪ জুনঃ জল নিষ্কাশনের দাবীতে ঊনকোটি জেলার গৌরনগর ব্লকের সামনে কৈলাসহর-কুমারঘাট রাস্তা অবরোধ করলেন স্থানীয় জনগণ। রাস্তার দুপাশে ড্রেন না থাকার ফলে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি ঘরের ভিতরে সারাবছর ধরে জল থাকলেও স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কিংবা স্থানীয় প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। শুধু তাই নয়, ড্রেন না থাকার ফলে গ্রামের কয়েক একর জমি সারা বছর জলমগ্ন হয়ে থাকার ফলে কৃষকরা জমিতে চাষ করতে পাড়ছেন না। বিগত চার বছর ধরে গ্রামবাসীরা কয়েকবার প্রশাসনের দারস্থ হলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে জানান গ্রামবাসীরা। তাই, স্থানীয় প্রশাসনের উপর আস্থা হারিয়ে পাকা ড্রেন নির্মাণ এবং রাস্তা সংস্কারের দাবীতে অবরোধে সামিল হয়েছেন গ্রামবাসীরা। শুক্রবার গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং ওয়ার্ডের এবং তিন নং ওয়ার্ডের জনগণ একত্রিত হয়ে সকাল দশটা থেকে গৌরনগর ব্লকের সামনে কৈলাসহর-কুমারঘাট রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের স্বার্থে সরকার রাস্তা নির্মাণ করলেও জল নিকাশী ব্যবস্থা উন্নত না থাকায় গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নং এবং তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় এই সমস্যা হয়েছে বলে অবরোধকারী গ্রামবাসীরা জানান। এই পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে কৈলাসহর থানার পুলিশ ও টি.এস.আর বাহিনী। ঘটনার খবর মহকুমা শাসকের কাছে পৌঁছলে ঘটনাস্থলে আসে কৈলাসহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার এবং অতিরিক্ত মহকুমা শাসক নবকুমার জামাতিয়া। অবরোধকারীরা অভিযোগ করেন, গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর দিয়ে কৈলাসহর- কুমারঘাটের ডাবল লেনের নতুন রাস্তা গত চার বছর পূর্বে নির্মাণ হলেও রাস্তার দুপাশে ড্রেন না করায় গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই ও তিন নং ওয়ার্ড এলাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই অনেকের বাড়ি ঘরে জল ঢুকছে। এছাড়াও এই গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর দিয়ে কৈলাসহর- কুমারঘাটের পুরানো রাস্তাটির বেহাল অবস্থা। রাস্তার দুপাশে পাকা ড্রেন নির্মাণ এবং রাস্তা সংস্কারের লিখিত আশ্বাস জেলাশাসকের কাছ থেকে না আসলে গ্রামবাসীরা অবরোধ প্রত্যাহার করবে না বলে মহকুমাশাসক প্রদীপ সরকারকে জানানোর পর মহকুমাশাসক প্রদীপ অবরোধস্থল থেকে চলে যান। গ্রামবাসীরা আরও বলেন যে, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক, গৌরনগর আর.ডি ব্লকের বিডিও এবং কৈলাসহরের মহকুমাশাসককে কয়েকবার লিখিতভাবে জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।বর্তমানে তারা এই বিষয়টি চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্য সরকারের মন্ত্রী টিংকু রায় ও কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বীরজিৎ সিনহাকেও লিখিতভাবে জানিয়েছেন বলে জানান এলাকাবাসীরা।

চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ যাত্রীদের

লখনউ, ১৪ জুন ঃ নির্ধারিত গন্তব্যের দিকে ছুটছিল ট্রেন। হঠাৎ চাকা দিয়ে বের হতে থাকে ধোঁয়া। দেখতে পেয়ে আতঙ্কে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ দেন যাত্রীরা। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে চন্ডীগড় এক্সপ্রেসে। জানা গেছে, বিজনৌর জেলার চন্দক স্টেশনের কাছে ট্রেনের চাকা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে প্রাণ বাঁচাতে চলন্ত ট্রেন থেকেই ঝাঁপ দেন কিছু যাত্রী।

আরারিয়া-গলগলিয়া রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের পাওয়াখালি ঠাকুরগঞ্জ সেকশনের কমিশনিং

মালিগাঁও, ১৪ জুনঃ চিফ কমিশনার অব রেলওয়ে সেফটি (সিসিআরএস) ১২ জুন, ২০২৪ তারিখে আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন লাইন প্রকল্পের পাওয়াখালি ও ঠাকুরগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থাপন করা ২৩.২৪২ কিমি রেলওয়ে লাইনের সতর্কতামূলক পরিদর্শন সম্পন্ন করে সেকশনটি কমিশনিঙের জন্য তার অনুমোদন প্রদান করেছে। সম্পূর্ণ প্রকল্পটি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের অধীনে। চিকেন নেক অংশে বর্তমানের রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে অধিক শক্তিশালী করা এবং ওই অংশটিতে সমগ্র রেলওয়ের পরিচালনগত দক্ষতা উন্নত করার মূল লক্ষ্যে নবনির্মিত ব্রডগজ লাইনটি খোলা হয়েছে। নতুন করে স্থাপিত রেলওয়ে লাইনটি এই রুট দিয়ে উত্তর পূর্বাঞ্চলে আরও বেশি পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চলাচলে সহায় করবে। আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন লাইন প্রকল্পের দৈর্ঘ্য ১১০.৭৫ কিলোমিটার, যার মধ্যে কাদোগাঁও, ভোগদাবার হল্ট হয়ে পাওয়াখালি স্টেশন থেকে ঠাকুরগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত ২৩.২৪২ কিলোমিটার রেলওয়ে লাইন খোলা হয়েছে। নতুন রেলওয়ে লাইনটিতে বিহারের পূর্ব অংশকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পটি সেকশনটির যানজট কমাতে এবং পাওয়াখালি-ঠাকুরগঞ্জ সেকশনে ট্রেনের সুগম চলাচলে সাহায্য করবে। এই প্রকল্পটি নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে বিশাল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও এই লাইনটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে অনেক বেশি ট্রেন চলাচল করার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে, যার ফলে ওই অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ঘটবে। এই প্রকল্পটি ইন্ধন সঞ্চয় ও পরিবহণ ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি ভ্রমণের সময় হ্রাস করে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক দৃশ্যপটের উন্নতি করবে। পণ্যসামগ্রীর পরিবহণ ব্যয়ও সাশ্রয়ী হবে। যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার মধ্যে পাওয়াখালি ও ঠাকুরগঞ্জ উভয় স্টেশনেই ৩-মিটার প্রশস্ত নতুন ফুট ওভার ব্রিজ, ওয়েটিং হল ও নতুন প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম শেড নির্মাণ করা হয়েছে এবং পাওয়াখালিতে ৩টি পুরুষ ও ২টি মহিলা শৌচালয় এবং ঠাকুরগঞ্জে ২টি পুরুষ ও ২টি মহিলা শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ট্রেনে যাত্রীদের বোর্ডিং ও ডি-বোর্ডিং-এর জন্য প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সেকশনে ০১টি গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ, ০৮টি মেজর ব্রিজ ও ০১টি মেজর রোড আন্ডার ব্রিজ এবং ৪৩টি মাইনোর ব্রিজ রয়েছে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

তারিখ: 15.06.2024

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইনান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

তারিখ: 15.06.2024

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইনান্স লিমিটেড

দিঘার সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক পর্যটক

দুরন্ত বার্তা, দিঘা, ১৪ জুন ঃ ফের সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক পর্যটক। দিঘায় তলিয়ে গেল ১৫ বছরের এক স্কুল ছাত্র। মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ওই ছাত্র শুক্রবার সকালে স্নান করতে নেমেছিল সমুদ্রে। উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি সে। নিখোঁজ ছাত্রের নাম শুভজিত দে। তার সঙ্গে ছিল তার ভাইও। তবে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। জানা গেছে, শুভজিত নামে ওই ছাত্র তার ভাই বিশ্বজিত তার মায়ের সঙ্গে দিঘা বেড়াতে যান। দুজনেই স্কুল ছাত্র। এদিন তারা মায়ের সঙ্গে ওল্ড দিঘার জগন্নাথ ঘাটে স্নান করতে নামে। এদিন সকাল থেকেই সমুদ্র ছিল উত্তাল। সকাল ১০ টা নাগাদ তাদের জগন্নাথ ঘাটে দেখা যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর টাল সামলাতে পারেনি শুভজিত। তাকে তলিয়ে যেতে দেখে ছোট ভাই বিশ্বজিত তাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। ঠিক সেই সময় নুলিয়াদের চোখে পড়ে ঘটনাটি। নুলিয়া এবং স্থানীয় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলার দফতরে কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্বজিতকে উদ্ধার করে। কিন্তু ততক্ষণে শুভজিত সমুদ্রের মাঝে চলে গেছে। তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। খোঁজ চলছে। দিঘা থানার তৎপরতায় স্পিড বোর্ড নামানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। দীর্ঘক্ষণ ধরে খোঁজাখুঁজি চালানো হলেও শুভজিতের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত মে মাসের শেষের দিকেই দিঘায় তলিয়ে যায় এক যুবক। প্রায় ১১ ঘণ্টা নিখোঁজ থাকার পর যুবকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ঠিক যে সময় ঘূর্ণিঝড় রেমালের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছিল, সেই সময়ই ওই অঘটন ঘটে। বারবার এভাবে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনা পর্যটকদের মধ্যে বাড়াচ্ছে আতঙ্ক। প্রতিদিন বহু মানুষ দিঘায় যান পর্যটক হিসেবে।

দেবাংশুর পরাজয়ের দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ নন্দীগ্রামের তৃণমূল নেতার

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ১৪ জুন ঃ লোকসভা নির্বাচনে মাটি আঁকড়ে পড়েছিলেন। সংগঠনের কাজে দিন রাত এক করেছিলেন। তবুও জয় এসেছে বিজেপি প্রার্থী অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের। হেরে গিয়েছেন তৃণমূলের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। নন্দীগ্রামে হারের দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করলেন নন্দীগ্রাম ব্লক তৃণমূল সভাপতির। পদত্যাগ করলেন নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের মহোদয়ের রবীন জানা। নন্দীগ্রাম বিজেপি লিড পেয়েছে ৮ হাজার ২২৭ ভোটে। আগামী দিনে দলকে ঝাড়াই বাছাই করা হোক, চিঠিতে সে কথাই উল্লেখ করে পদত্যাগ করলেন রবীন জানা। পূর্ব মেদিনীপুরের ১৬ টি বিধানসভা, তার মধ্যে ১৫ টি বিধানসভাতেই তৃণমূল পর্যদুস্ত হয়েছে। দলের অন্দরেই কার্যত ঝাড়াই বাছাই শুরু হয়েছে। কিন্তু দলের খারাপ ফল নিয়ে শুরু হয়েছে অভ্যন্তরীণ আকচাআকচি। সূত্রের খবর, কোথাও না কোথাও ব্লক নেতৃত্ব জেলা নেতৃত্বকে দোষ দিচ্ছে, আবার জেলা নেতৃত্ব পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের দোষারোপ করছে। রবীন জানা ছিলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের যুব সভাপতি। তৃণমূলের খারাপ ফলের দায় কিছুটা নিজের কাঁধে নিয়েই পদত্যাগ করলেন রবীন জানা। এর আগেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে নন্দীগ্রামে খারাপ ফল করেছিল তৃণমূল। নন্দীগ্রাম দুই নম্বর ব্লকের সভাপতি অরুণ ভুঁইঞাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাঁর জায়গায় আনা হয়েছিল বর্ষীয়ান নেতাকে।

‘সংবাদমাধ্যমকে নয়,যা বলার জনগণকে বলব’, হঠাৎ কেন মুখে কুলুপ আঁটলেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ১৪ জুন ঃ আর কোনও কথা বলব না, যা বলার জনতাকে বলব। প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের এড়িয়ে গেলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত যিনি প্রকাশ্যে দলের একাশের দিকে আঙুল তুলেছিলেন হঠাৎ করে কেন চুপ করে থাকার কথা বলছেন তিনি এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বস্তুত, দিলীপ ঘোষ লোকসভা নির্বাচনে হারের পর থেকেই লাগাতার বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছিলেন। সেই দিলীপ ঘোষ নাকি আর মর্নিং ওয়াকে গিয়ে সংবাদমাধ্যমকে কিছু বলবেন না। তেমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাতঃভ্রমণে গিয়েই দিলীপ বলে দিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমকে আমি আর কিছু বলব না। যা বলার জনতাকে বলব। ভোটে হারের পর বিদ্রোহী হয়ে ওঠা দিলীপ অকস্মাৎ মুখে কুলুপ আঁটলেন কেন? প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে জল্পনাও। তাহলে কি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনও বার্তা পেয়েছেন দিলীপ? তার পরই বিদ্রোহে আপাতত ইতি টানার সিদ্ধান্ত? নাকি দিলীপ ঘোষ জল মাপছেন? মোদী ৩.০ মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ‘এক ব্যক্তি এক পদ’ বিজেপির ঘোষিত নীতি। স্বাভাবিকভাবেই সদ্য কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হওয়া সুকান্তকে যে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে সেটা পরিষ্কার। বিজেপির অন্দরে জল্পনা দলের রাজ্য সভাপতি পদে প্রত্যাবর্তন হতে পারে দিলীপের। সুকান্ত মজুমদার এবং শুভেন্দু অধিকারী এতদিন বকলমে বঙ্গ বিজেপিকে পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু তাতে দলের উন্নতি বিশেষ হয়নি। উল্টে লোকসভায় একপ্রকার ভরাডুবি হয়েছে বলতে হবে। এবারে লোকসভায় প্রার্থী নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছেন শুভেন্দু। কিন্তু বিরোধী দলনেতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে দল। এবার দিলীপ-সুকান্তদের পালটা ‘লবি’র দিলীপকে ফের রাজ্য সভাপতি পদে ফেরানো হতে পারে বলে জল্পনা। প্রশ্নাতীতভাবেই দিলীপ ঘোষ রাজ্য বিজেপির সফলতম সভাপতি। তাঁর সঙ্গে যোগ রয়েছে সংঘেরও। ফলে সুকান্ত সরলে তাঁর জায়গায় দিলীপকে সভাপতি করা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। দিন দুই আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে যেভাবে সুকান্ত দিলীপের আশীর্বাদ নিতে গিয়েছিলেন, সেটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এরই মধ্যে দিলীপের মুখে কুলুপ আঁটা জল্পনা আরও বাড়াচ্ছে।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: আড়ংঘাটা-নদিয়া সোহো জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28809763, GL28812134, GL29038075, GL30518124.

শাখার নাম: বগুলা-কলেজ রোড জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20783748, GL20791261, GL20872817, GL20888777, GL22332826, GL22617334, GL23028649, GL24079992, GL24849026, GL24860676, GL24894159, GL25377980, GL25381703, GL25569391, GL25575694, GL25690188, GL25708161, GL26126247, GL26142834, GL26290490, GL26370365, GL26392251, GL26529871, GL26532206, GL26540280, GL26546011, GL26561838, GL26575224, GL26581974, GL26599697, GL26610813, GL26611126, GL26617845, GL26623106, GL26644610, GL26645066, GL26661151, GL26661836, GL26678045, GL26678883, GL26689332, GL26707771, GL26718625, GL26735626, GL27681048, GL27975561, GL27987762, GL27998974, GL28095356, GL28552111, GL28619011, GL28623304, GL28639304, GL28686141, GL28856610, GL28868304, GL29032931, GL29045234, GL29056376, GL29072104, GL29116213, GL29127058, GL29668059, GL29684662, GL29877229, GL29894900, GL29903080, GL29921367, GL29929091, GL29951714, GL29958682, GL29973399, GL29983574, GL29992178, GL30008087, GL30165908, GL30409551, GL30453549, GL30484140, GL30518479, GL30520267, GL30521650, GL30560002, GL30568774, GL30599194, GL30609237, GL30611095, GL30616845, GL32278333, GL32722693.

শাখার নাম: চাকদহ-লালপুর জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20904521, GL22569596, GL22737228, GL23195262, GL23662608, GL24354101, GL24368301, GL25367858, GL25382726, GL25887015, GL25907311, GL26387028, GL26392333, GL26439969, GL26455812, GL26617129, GL26640507, GL26657477, GL26677231, GL26693333, GL26708624, GL27358826, GL27366669, GL27533089, GL27956340, GL28315810, GL28328259, GL28361691, GL28449608, GL28537710, GL28635617, GL28643036, GL28770350, GL28787258, GL29249041, GL29314907, GL29324090, GL29336141, GL29787484, GL30227294, GL30298844, GL30320611, GL30527997, GL30696622, GL30697187, GL30700442, GL30716091, GL32432775, GL32675424.

শাখার নাম: হরিণঘাটা-হরিণঘাটা জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23562902, GL24315862, GL24362931, GL24601879, GL24780140, GL24878124, GL25063629, GL25260660, GL25314003, GL25412236, GL25469422, GL25694879, GL25904505, GL25914021, GL26163710, GL26172219, GL26428378, GL26455647, GL26554393, GL26574416, GL26623607, GL26644369, GL26649443, GL26678783, GL27668227, GL28021179, GL29990343, GL30008358.

শাখার নাম: কল্যাণী-কল্যাণী জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20929014, GL22715148, GL25261043, GL25261249, GL25541735, GL25544029, GL25783567, GL26441194, GL26456565, GL26832800, GL27846179, GL28130862, GL28131132, GL28883472, GL29104813, GL30374072.

শাখার নাম: কৃষ্ণনগর-রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর রোড। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23661813, GL23909722, GL25695016, GL25709137, GL25900204, GL25900923, GL25906938, GL25956408, GL25975130, GL26238888, GL26432782, GL26453651, GL27033129, GL27061863, GL27816112, GL27816427, GL27851131, GL27869581, GL29234528, GL29234689, GL29252362, GL29252394, GL29304712, GL30650998, GL32707981, GL32708050.

শাখার নাম: মদনপুর-স্টেশন রোড সোহ। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL26401703, GL26406473, GL26420645, GL26421781, GL26428418, GL26456386, GL28444820, GL29889069, GL29902315, GL30371068, GL30581202, GL30640220, GL30673284.

শাখার নাম: নবদ্বীপ-জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20807286, GL20818463, GL20872828, GL20888764, GL21452117, GL21466316, GL22230743, GL22875567, GL22895617, GL23884512, GL25642389, GL25653681, GL25917019, GL25928980, GL25941654, GL25942356, GL25997068, GL26004390, GL26010519, GL26025523, GL26039235, GL26211439, GL26226672, GL26242980, GL26291290, GL26307775, GL26346216, GL26363375, GL26402607, GL26421204, GL26447295, GL26455353, GL26485963, GL26512965, GL26524074, GL26545069, GL26595766, GL26600473, GL26610352, GL26611747, GL26715362, GL26720657, GL26735724, GL26736951, GL28010521, GL28610035, GL28690911, GL29044780, GL29443892, GL29634331, GL29776945, GL29795211, GL29897383, GL30000676, GL30007905, GL30339516, GL30410192, GL32545605, GL32605884, GL32949170.

শাখার নাম: নাদিয়া-চাপড়া শ্রীনগর মোড় জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23394462, GL25781482, GL25813437, GL26119056, GL26143239, GL26430237, GL26455722, GL26484883, GL26511566, GL26514619, GL26545415, GL26623160, GL26643022, GL26659204, GL26679250, GL27817234, GL27830303, GL28579878, GL29460809, GL30533134, GL30619269.

শাখার নাম: নদীয়া-করিমপুর জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20727037, GL20745732, GL20752867, GL20767971, GL20809527, GL20924963, GL21675332, GL22480342, GL23158890, GL23164471, GL25564209, GL25764182, GL25773191, GL25787390, GL25812000, GL26103261, GL26112958, GL26327787, GL26337549, GL26379090, GL26391239, GL26410435, GL26421240, GL26425431, GL26427075, GL26427897, GL26428282, GL26433867, GL26450622, GL26451286, GL26451670, GL26451830, GL26456340, GL26495018, GL26498228, GL26505537, GL26511202, GL26516043, GL26517815, GL26531267, GL26543837, GL26544679, GL26545669, GL26562787, GL26570148, GL26579346, GL26582820, GL26597291, GL26606093, GL26607639, GL26607825, GL26620452, GL26632113, GL26640681, GL26653790, GL26660815, GL26675896, GL26678034, GL26685031, GL26704494, GL26715135, GL26715669, GL26716074, GL26722403, GL26732978, GL26734862, GL26735939, GL26736076, GL26962086, GL27791618, GL27817431, GL27828718, GL27894404, GL27899568, GL28034625, GL28051089, GL28159807, GL28179507, GL28201214, GL28209005, GL28261248, GL28448218, GL28513623, GL28628041, GL28637625, GL28652809, GL28660883, GL28664549, GL28668205, GL28685101, GL28737007, GL28758037, GL28884145, GL28932271, GL28940357, GL28951451, GL28971508, GL30014379, GL30045340, GL30053599, GL30369221, GL30677159, GL30677926, GL32105794, GL32141318, GL32562211, GL32795000, GL33356831, GL33493281.

শাখার নাম: নদীয়া-তেহট্ট জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20873082, GL20888876, GL20937193, GL21366446, GL21457147, GL21465631, GL23798897, GL24934372, GL25166110, GL25216240, GL25367144, GL25382610, GL25761418, GL25771641, GL25843186, GL25983510, GL25996547, GL26006398, GL26064107, GL26371666, GL26372777, GL26391721, GL26391758, GL26402341, GL26421764, GL26425002, GL26425616, GL26436740, GL26437467, GL26445652, GL26455241, GL26455488, GL26456173, GL26456307, GL26456623, GL26484097, GL26512810, GL26515267, GL26529009, GL26544970, GL26545249, GL26558719, GL26574870, GL26630525, GL26645203, GL26664746, GL26674613, GL26715183, GL26735778, GL26880977, GL26893992, GL27186161, GL27918227, GL27927339, GL28007798, GL28138940, GL28747289, GL28781261, GL28922814, GL29014898, GL29258470, GL29268448, GL29277001, GL29387806, GL29402587, GL29595756, GL29614110, GL29644183, GL29661130, GL29946697, GL29959093, GL30068756, GL30083759, GL30458534, GL30689846, GL30715757, GL30837588, GL33031493.

শাখার নাম: নাজিরপুর-নদিয়া নাজিরপুর সোহো জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25256029, GL25487100, GL25618262, GL25722177, GL25956731, GL26243711, GL26517722, GL26544035, GL27375300, GL27390815, GL28022423, GL28051069.

শাখার নাম: পলাশী-নদিয়া পলাশী সোহো জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25989065, GL26010486, GL26077687, GL26166890, GL26380456, GL26392395, GL26396599, GL26420751, GL26486459, GL26493069, GL26511937, GL26512399, GL26527435, GL26545162, GL26590770, GL26599380, GL26611171, GL26611777, GL26666009, GL26680367, GL26713087, GL26734694, GL27507811, GL27523814, GL27740778, GL28112070, GL28397874, GL28551675, GL28554916, GL28653756, GL28672458, GL28684191, GL28809386, GL28832247, GL28845000, GL29430214, GL29447997, GL30228049, GL30273854, GL30310543, GL30428118, GL30451201, GL30531301, GL31883999.

শাখার নাম: রানাঘাট-সুভাষ এভিনিউ। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20671190, GL20683053, GL20806299, GL20875858, GL20908705, GL21574348, GL22611481, GL22895820, GL24009867, GL25596106, GL26183049, GL26196299, GL26205433, GL26226556, GL26370571, GL26389505, GL26397863, GL26428289, GL26451819, GL26532369, GL26541380, GL26549564, GL26559306, GL26561024, GL26563437, GL26573420, GL26573786, GL26574521, GL26593656, GL26611761, GL26623623, GL26637768, GL26644464, GL26645064, GL26670030, GL26679056, GL26718869, GL26735123, GL26855060, GL26961912, GL27324121, GL27485393, GL27527340, GL27620459, GL27637578, GL27643193, GL27972915, GL28415775, GL28835497, GL28855604, GL29039739, GL30152892, GL30161239, GL30584898, GL30647563, GL30679992, GL30731984, GL30735391, GL30735787, GL31952474, GL32129957, GL32333396, GL32460681, GL32520340, GL32712142, GL33159777, GL33490108.

শাখার নাম: শান্তিপুর-বইগাছা মোড় জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20714915, GL20720662, GL20903105, GL20933305, GL20933763, GL21021589, GL21032287, GL21186231, GL21229519, GL21485985, GL21790806, GL21798894, GL21811556, GL22065612, GL22080700, GL22114455, GL22116361, GL22156811, GL22400715, GL22860901, GL23153034, GL23739547, GL23920382, GL24014983, GL24611236, GL24793112, GL24799612, GL24834972, GL24835762, GL24931841, GL24938997, GL24954026, GL24980354, GL24992962, GL25144820, GL25375149, GL25380561, GL25480788, GL25577948, GL25665704, GL25681515, GL25755534, GL25776765, GL25781495, GL25809931, GL25842787, GL25902147, GL25907442, GL25913039, GL25940520, GL25949853, GL25973510, GL26001607, GL26008698, GL26054430, GL26209016, GL26260908, GL26268282, GL26276930, GL26398246, GL26399846, GL26404592, GL26417906, GL26418543, GL26419761, GL26431241, GL26432829, GL26435032, GL26440237, GL26453090, GL26453674, GL26455786, GL26456697, GL26489233, GL26507519, GL26519895, GL26542294, GL26580296, GL26587920, GL26596859, GL26603952, GL26607685, GL26611398, GL26617412, GL26619834, GL26621565, GL26623705, GL26635012, GL26636210, GL26641849, GL26641998, GL26642268, GL26642664, GL26644605, GL26644924, GL26651708, GL26656986, GL26660968, GL26679502, GL26679766, GL26686265, GL26696919, GL26705102, GL26707662, GL26716583, GL26718551, GL26719695, GL26719965, GL26723153, GL26725143, GL26733553, GL26734706, GL26734728, GL26735422, GL26736159, GL26858655, GL27009074, GL27034971, GL27166460, GL27291712, GL27405471, GL27499991, GL27523714, GL27822674, GL28146359, GL28459900, GL28751278, GL28849593, GL28934371, GL29014716, GL29045044, GL29198816, GL29529913, GL29546487, GL29556872, GL29569216, GL29691522, GL29707928, GL29832705, GL29846742, GL29909264, GL29912010, GL29929393, GL29929569, GL29992008, GL30008074, GL30016034, GL30130839, GL30137738, GL30147256, GL30160855, GL30251233, GL30304902, GL30333893, GL30353125, GL30364178, GL30393689, GL30432614, GL30439244, GL30645699, GL30665024, GL30672323, GL30685112, GL30721218, GL30725612, GL30739400, GL30739562, GL30747141, GL30749118, GL30749365, GL30761604, GL30761939, GL31607046, GL31671277, GL31745971, GL31921437, GL31969332, GL32428668, GL32536702, GL32556648, GL32652728, GL32676726, GL32733699, GL32964361, GL33093830, GL33229663, GL33648359, GL33846765.

ই-অকশন ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: নদীয়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: বেলডাঙা-ছাপা খানা মোড় জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL19895044, GL20684949, GL20700697, GL20921831, GL21041173, GL21052729, GL22403256, GL22404849, GL22642342, GL23094698, GL25095202, GL25607228, GL25625773, GL25715162, GL25741047, GL25769802, GL25805796, GL25812391, GL25827389, GL25884007, GL25893764, GL25906128, GL25909018, GL25916197, GL25941998, GL25965495, GL25973716, GL25994047, GL26005385, GL26048993, GL26069702, GL26075927, GL26078278, GL26245435, GL26312331, GL26335995, GL26342434, GL26363394, GL26372514, GL26375774, GL26392207, GL26392545, GL26397817, GL26400305, GL26420706, GL26426391, GL26435287, GL26455292, GL26455590, GL26499135, GL26510447, GL26517650, GL26517808, GL26519791, GL26541345, GL26542187, GL26544030, GL26565111, GL26588479, GL26597421, GL26604148, GL26607886, GL26623717, GL26643148, GL26661587, GL26662227, GL26678597, GL26678938, GL26695676, GL26703173, GL26722353, GL26736324, GL26804970, GL26828539, GL27179666, GL27658923, GL27673697, GL27789618, GL27789858, GL27790126, GL27790761, GL27790955, GL27791252, GL27817949, GL27843611, GL27871474, GL27889864, GL28002858, GL28010579, GL28345531, GL28353255, GL28570425, GL28594652, GL28600807, GL28616383, GL28645919, GL28668546, GL28697366, GL28723342, GL28772731, GL28787882, GL28799877, GL28815230, GL28861289, GL28944097, GL28948131, GL29268213, GL29421769, GL29518816, GL29524477, GL29776371, GL29795063, GL29800053, GL29820654, GL29998789, GL30007535, GL30050062, GL30053556, GL30118308, GL30332896, GL30346338, GL30367013, GL30385590, GL30505670, GL30698504, GL31541685, GL32508220, GL32724813, GL32971506.

শাখার নাম: বেরহামপুর-কসিমবাজার জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20899993, GL25736281, GL25859242, GL26054160, GL26069432, GL26243592, GL26401193, GL26418953, GL26521791, GL26545859, GL26563134, GL26579028, GL26589545, GL26609686, GL26610786, GL26624472, GL26645383, GL26690497, GL26706282, GL26717748, GL27496253, GL27522013, GL27625664, GL28198443, GL28207797, GL28220283, GL28445887, GL28516931, GL28536809, GL28553387, GL28557141, GL28633878, GL28651646, GL28669998, GL28681412, GL28685861, GL28687605, GL28705056, GL28727867, GL28767223, GL28789776, GL28862669, GL28865324, GL28919543, GL29836978, GL29846219, GL29886664, GL29902283, GL30453319, GL30484406, GL30504511, GL30536757, GL30553829, GL30554378, GL30593601, GL30605597, GL30605932, GL30623925, GL30628456, GL30628483, GL30637438, GL30659054, GL30708912.

শাখার নাম: বহরমপুর-গোরাবাজার। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20469161, GL20848069, GL20934377, GL21464101, GL21549438, GL21616734, GL21724152, GL21858914, GL22021813, GL22860550, GL23318597, GL23922006, GL24498151, GL24510931, GL24850226, GL25831933, GL25860119, GL25879701, GL26087773, GL26113488, GL26203344, GL26225952, GL26399918, GL26413837, GL26415963, GL26421368, GL26441132, GL26445711, GL26450991, GL26580125, GL26606403, GL26631731, GL26640568, GL26659304, GL26664402, GL26678237, GL26712834, GL26731758, GL27298162, GL27636958, GL27707885, GL27714358, GL27724038, GL27743818, GL28038085, GL28045852, GL28046493, GL28052629, GL28092216, GL28198821, GL28207945, GL28222856, GL28281121, GL28336672, GL28347378, GL28666159, GL28666959, GL28671208, GL28743058, GL28763157, GL28859434, GL28907157, GL28924862, GL28930744, GL28941740, GL28951076, GL29948839, GL29958883, GL30045572, GL30050106, GL30054009, GL30054307, GL30157262, GL30177009, GL30589195, GL32382453.

শাখার নাম: বহরমপুর-খাগড়া। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20361345, GL20670243, GL20731962, GL20750220, GL22278914, GL22738645, GL23639632, GL24601943, GL25932045, GL26075618, GL26078145, GL26432669, GL26455368, GL26552034, GL26554472, GL26565748, GL26573856, GL26574016, GL26574850, GL26621858, GL26642717, GL27947114, GL28095720, GL28118021, GL28372253, GL28390957, GL28396296, GL28543179, GL28559467, GL28706398, GL28715205, GL28722275, GL28824538, GL28844753, GL28890727, GL28897726, GL28985176, GL29006621, GL29396722, GL29444482, GL29449001, GL29811847, GL30037774, GL30053355, GL30260731, GL30339417, GL30587494, GL30668778, GL30684912, GL32452755, GL32704030.

শাখার নাম: ধুলিয়ান-সামসেরগঞ্জ জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL16388641, GL20109070, GL21940763, GL22490100, GL22854926, GL23264079, GL23264711, GL23341438, GL25671998, GL25679016, GL26368770, GL26369326, GL26378127, GL26391488, GL26391722, GL26392833, GL26405860, GL26421652, GL26500644, GL26510744, GL26514743, GL26544771, GL26581294, GL26594235, GL26601638, GL26609682, GL26610550, GL26611023, GL26618395, GL26645105, GL26652344, GL26652823, GL26659224, GL26677581, GL26678263, GL26679130, GL27235156, GL27561650, GL27582313, GL27619262, GL27643521, GL27876920, GL27945544, GL28016135, GL28158575, GL28218313, GL29112772, GL29129131, GL29333927, GL29352263, GL29458172, GL29475764, GL29696462, GL29826125, GL29835196, GL29845975, GL29847009, GL29862561, GL29872108, GL29981344, GL30169457, GL30367220, GL30378601, GL30467486, GL30501409, GL30507165, GL30568824, GL30599340, GL30606481, GL30640755, GL30666782, GL30684927, GL32274613, GL32452257, GL32533066.

শাখার নাম: ডোমকল-জলঙ্গি রোড। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20174088, GL20709388, GL20709730, GL20723343, GL20723501, GL20740955, GL20749066, GL20799078, GL20815842, GL20916651, GL21838881, GL22373152, GL22538265, GL24079422, GL25500978, GL26074080, GL26399629, GL26418487, GL26484900, GL26493423, GL26498485, GL26506238, GL26508381, GL26510748, GL26513644, GL26516726, GL26527849, GL26528356, GL26539677, GL26540769, GL26543867, GL26545328, GL26592308, GL26599500, GL26605748, GL26612268, GL26722112, GL26734358, GL27694923, GL27715067, GL27755863, GL27773624, GL27812976, GL27832494, GL27950836, GL27958022, GL27974784, GL28073677, GL28083141, GL28269264, GL28269591, GL28270697, GL28311540, GL28316871, GL28327209, GL28341855, GL28581228, GL28602416, GL28610617, GL28630772, GL28636481, GL28638988, GL28720114, GL28722287, GL28795470, GL28815184, GL28883171, GL28916678, GL29653107, GL30520251, GL30576952, GL30592653, GL30636925, GL30658868, GL32115964, GL32796169.

শাখার নাম: জিয়াগঞ্জ-জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20711328, GL22880057, GL25665362, GL25667950, GL25681994, GL26378480, GL26392739, GL26498903, GL26505856, GL26523347, GL26531193, GL26544806, GL26544851, GL26567426, GL26571970, GL26622664, GL26632598, GL26645505, GL26645816, GL28307965, GL28325657, GL28700103, GL28738572, GL28758427, GL28780915, GL28792714, GL28891284, GL28898016, GL30532295, GL30557137, GL32791828.

শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ ঔরঙ্গাবাদ জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20666196, GL22817092, GL22924716, GL23193553, GL23921147, GL25980733, GL26010135, GL26685342, GL26707600, GL27031310, GL27052070, GL27058778, GL27074333, GL27214165, GL27220856, GL28914554, GL30767605, GL30767647.

শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ-লালগোলা। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20638613, GL20798298, GL20814577, GL20852585, GL22579404, GL22809895, GL23141415, GL23735006, GL24490948, GL25458272, GL25763657, GL25772916, GL26137044, GL26137746, GL26441021, GL26445387, GL26456593, GL26486052, GL26512056, GL26529096, GL26545746, GL26586014, GL26593637, GL26610211, GL26611858, GL26652236, GL26678702, GL26727805, GL26735811, GL27533905, GL27552090, GL27737008, GL27764372, GL27805401, GL28031765, GL29310969, GL29318377, GL29325995, GL29326921, GL29514105, GL29514271, GL29524199, GL29524244, GL29542853, GL29546198, GL29605505, GL29613896, GL29835410, GL29847111, GL29977340, GL29983831, GL29997411, GL30007753, GL30066261, GL30083929, GL30583828, GL30617493, GL30633208, GL30633660, GL30658881, GL30658953, GL30665836, GL30685226, GL32136953, GL33369486.

শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ-রামবাগভগবানগোলা সোহো জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25247517, GL25275116, GL26057334, GL26070534, GL26178739, GL26197667, GL26254495, GL26278250, GL26436486, GL26454977, GL26527875, GL26544570, GL26628078, GL26645758, GL26779757, GL26796798, GL27535490, GL27552323, GL27740464, GL28319011, GL28319141, GL28319728, GL28319893, GL29591726, GL29609283, GL29613943, GL29632195, GL29637397, GL29892550, GL29902973, GL30132742, GL30574302.

শাখার নাম: মুর্শিদাবাদ-রতনপুর সোহো জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25629938, GL26029403, GL26039672, GL26329218, GL26337876, GL26601713, GL26611324, GL26666722, GL26678849, GL28706045, GL28722096, GL29592026, GL29613576, GL30495201, GL30521231, GL30690653, GL30715801.

শাখার নাম: পাতিকাবাড়ি-পাতিকাবাড়ি বাজার সোহো জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25637518, GL25984018, GL26010470, GL26236231, GL26424632, GL26516143, GL26543914, GL26630984, GL26646001, GL26712361, GL26736998, GL27946772, GL27961375, GL28306897, GL28325087, GL29373157, GL29891014, GL29902446, GL30166644, GL30431751, GL30506108, GL30709168.

শাখার নাম: রঘুনাথগঞ্জ-মুর্শিদাবাদ। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20728547, GL20747229, GL20860127, GL20881428, GL21402794, GL21412751, GL21805713, GL22024262, GL22338083, GL22393031, GL22839259, GL22889044, GL23607777, GL23611091, GL23924870, GL23995192, GL25445261, GL25462758, GL25559435, GL25576887, GL25659356, GL25923771, GL25928625, GL25939299, GL25941489, GL26265377, GL26279855, GL26370746, GL26376440, GL26378097, GL26381169, GL26382230, GL26391514, GL26392239, GL26392373, GL26392650, GL26392832, GL26395889, GL26420822, GL26426498, GL26433404, GL26446318, GL26454911, GL26455233, GL26455625, GL26497655, GL26509996, GL26528552, GL26534646, GL26543843, GL26544181, GL26592889, GL26601063, GL26610918, GL26612232, GL26630507, GL26644732, GL26666005, GL26668126, GL26678902, GL26679323, GL26692571, GL26707870, GL26711532, GL26721486, GL26735398, GL26735843, GL27034463, GL27051887, GL27255751, GL27766730, GL27776446, GL27817686, GL27819248, GL27829467, GL27925405, GL27930412, GL28574090, GL28581904, GL28675223, GL28822861, GL28922503, GL28930570, GL28932597, GL29164559, GL29594363, GL29669059, GL29684838, GL29827730, GL29840626, GL29846190, GL29847104, GL30314473, GL30454510, GL30516512, GL30521766, GL30665071, GL30685215, GL30693193, GL30702381, GL31498056, GL31982873, GL32454171, GL32454380, GL32522965, GL32567489, GL32650037, GL32708815, GL32797576, GL33366081.

শাখার নাম: সালার-কলেজ মোড় জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20676694, GL20905649, GL25502515, GL25521479, GL25554700, GL25575751, GL25639311, GL25652722, GL25949370, GL25975587, GL26077409, GL26078123, GL26184205, GL26197950, GL26218675, GL26225691, GL26414028, GL26420455, GL26427166, GL26434840, GL26441073, GL26454864, GL26455234, GL26456536, GL26485242, GL26499217, GL26510712, GL26512822, GL26566322, GL26574690, GL26597857, GL26601575, GL26611896, GL26611979, GL26650609, GL26653809, GL26655523, GL26679748, GL26680062, GL26680460, GL27230192, GL27248048, GL27626034, GL27642818, GL27907623, GL27928444, GL28202732, GL28209747, GL28943760, GL29019482, GL29186959, GL29344185, GL29391534, GL29626898, GL30132872, GL30517219, GL30521635, GL30578604, GL32278624, GL32540233, GL32839487, GL32840618, GL32850241.

ই-অকশন ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: মুর্শিদাবাদ

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

ভগ্ন বাঁধ পরিদর্শন করলেন ভাইস চেয়ারম্যান

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৪ জুন ঃ আলিপুরদুয়ার ১৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় নয় নদীর বাঁধ পরিদর্শন করলেন আলিপুরদুয়ার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মাম্পি অধিকারী। জানা গেছে গতকালকের এক রাতের প্রবল বৃষ্টিতে এলাকার নোনাই নদীর বাঁধের একাংশ ভেঙে যায়। ফলে বর্ষার শুরুতেই বাধ ভেঙে যাওয়ায় আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। কারণ প্রতি বছর বর্ষার সময় জলমগ্ন হয়ে থাকে ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ এলাকা। তাই বর্ষার শুরুতেই এক রাতের বৃষ্টিতে বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় বানভাসি হওয়ার আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এলাকার কয়েক হাজার পরিবারের মধ্যে। এদিন সেই ঘটনায় দ্রুত সমস্যা সমাধানের জন্য সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ওই ভগ্ন বাঁধ পরিদর্শন করলেন মাম্পি অধিকারী।

আটক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৪ জুন ঃ উত্তরবঙ্গ সীমান্তের জলপাইগুড়ি সেক্টরের অধীনে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে আইসিপি চ্যারাবান্ধায় মোতায়েন ১৫১ তম ব্যাটালিয়ন অফ বর্ডার সিকিউরিটি (বিএসএফ) এর জওয়ানরা সোনার বার সহ এক বাংলাদেশী মহিলাকে আটক করেছে। ধৃত মহিলা বাংলাদেশের নকলা শেরপুর গ্রামের বাসিন্দা। শুক্রবার বিএসএফ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে, বাংলাদেশি মহিলা গোপনে ও অবৈধভাবে সোনার বার নিয়ে যাওয়ার সময় আইসিপি চ্যারাবান্ধায় ধরা পড়ে। ওই মহিলা অবৈধভাবে ভারতে সোনার বার আনার চেষ্টা করছিলেন। ওই মহিলার কাছ থেকে ৪৮.০৮ গ্রাম সোনার বারসহ ২০ হাজার বাংলাদেশি মুদ্রা উদ্ধার করা হয়েছে। বিএসএফের জিজ্ঞাসাবাদে ওই বাংলাদেশি মহিলা জানায় যে সে তার পুরানো গহনা স্বর্ণকার দিয়ে গলিয়ে সোনার ইটে রূপান্তরিত করেছিল। যাতে এটি লুকানো এবং বহন করা সহজ হয়। বাজেয়াপ্ত সোনার বারগুলি বিক্রি করার পরে, তিনি কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জে বসবাসকারী তার মেয়ের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, পাঁচপোতা মৌজা জে. এল নং ৪২ এল আর খতিয়ান নং ১৭২২, দাগ ১৭০ একটি পাওয়ার দলিল সোনারপুর রেজিস্ট্রি অফিসে ৩১৮০ দলিল মূলে দাতা শ্রীমতি ফুলমতী সাউ ওরফে ফুলমতী দেবী (সাউ) গ্রহীতা শঙ্কর দাসকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত পাওয়ার গ্রহীতার থেকে আমি বিশ্বজিত পাল, পিতা প্রয়াত ধীরজ পাল, সাং শান্তিনগর, পোস্ট পাঁচপোতা, কলকাতা- ৭০০১৫২ গত ২২।০২।২৪ তারিখে **৮৭৯ / ২৪** নং দলিল মূলে জমিটি ক্রয় করি। এই বিষয়ে কাহারো কোনো অভিযোগ থাকলে আগামী ৭ দিনের মধ্যে **৯৯০৩৪৯২৫৯৯** এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে মালি পুকুরিয়া মৌজা, জে এল-২৪, এল আর খতিয়ান-৩৭১, দাগ -৩৫২, রেজিস্ট্রি অফিস- সোনারপুর, দলিল নং-৫২৩, দলিলের অত্র পাওয়ার দাতা-জয়শ্রী পাইক, স্বামী- কার্তিক পাইক ও গ্রহীতা- অসীমা মণ্ডল, স্বামী- জয়ন্ত মণ্ডল, পক্ষে আমমোক্তার জয়ন্ত মণ্ডল, উক্ত পাওয়ার দলিলের বিষয়ে যদি কারোর কোন আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে **৯৮৩১১৮২৭২৯** ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

Public Notice

আমি সেখ নুরুল আনোয়ার, পিতা সেখ নুরুল আনোয়ার বৈচী গ্রাম, থানা পাণ্ডুয়া, জেলা হুগলী বাসিন্দা। আমরা গত ইংরাজি 20.01.2021 তারিখে PANDUA Sub Registrar অফিস থেকে I-368/2021 এই দলিল মূলে বৌচি মৌজাতে R.S দাগ No-4663 - L R Khatian-4849 মোট জমির পরিমাণ 181 শতক এর মধ্যে 4.50 শতক জায়গা কিনেছি। আমার আমমোক্তারনামা দলিলের মাধ্যমে যার দলিল নং IV-434/2019, উক্ত বিষয়ে আমমোক্তারনামার দাতা শ্রীমতী শোভা গোস্বামী ওরফে শোভারানী গোস্বামী যার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার থেকে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট BL & LRO এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিজ অনুসারে কার্য হইবে।

Office of the BANHARISHPUR GRAM PANCHAYAT

(Under Panchla Panchayat Samity) Banharishpur, Panchla, Howrah Prodhan, Banharishpur Gram Panchayat invites Offline Tender notice vide NIT- 49/BGP/15 th /24 to 54/BGP/15 th /24. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Banharishpur Gram Panchayat

জমি দখলের অভিযোগ নোটিস গেল তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের কাছে

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হওয়ার পরই প্রাক্তন ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে হেনস্তার চেষ্টা শুরু হয়ে গেল গুজরাটে!

পাঠান তাঁর বাড়ির লাগোয়া একটি প্লটের জমি বেআইনিভাবে দখল করে পাঁচিল তুলেছেন বলে অভিযোগ জানিয়ে নোটিস পাঠাল বরোদা পুরসভা।ঠিক কী অভিযোগ তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে? ভাদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফে জানানো হয়েছে, নিজের বাড়ি তৈরির সময়ে তার জমির পাশে থাকা আরও একটি জমি কিনতে চেয়েছিলেন ইউসুফ পাঠান। ওই জমিটি রাজ্য সরকারের। প্রতি বর্গমিটারের জন্য ৫৭,০০০ টাকা দিতে চেয়েছিলেন পাঠান বলে জানা গেছে। ২০১২ সালে ভিএমসি-র কাছ থেকে পাঠান এই প্লটটি চেয়েছিলেন। সেই সময়ে ভিএমসি এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিলেও পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার এই জমি সংক্রান্ত ইস্যুতে অনুমোদন দেয়নি। কিন্তু পাঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, কম্পাউন্ডে দেওয়াল নির্মাণ করে জমিটি দখল করেছেন তিনি। এই প্রেক্ষিতেই তাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছে। গত ৬ জুন এই নোটিস পাঠান হয়েছে বহরমপুরের তৃণমূল সাংসদকে। ভাদোদরা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা ভিএমসি আপাতত জানিয়েছে, তারা নোটিসের উত্তর পাওয়ার অপেক্ষা করবে। যদি ইউসুফ পাঠান কোনও জবাব না দেন বা সহযোগিতা না করেন, তাহলে আইন মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। যদিও এটাও জানা গেছে, পাঠানের জমি কেনার প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ার পরও ওই নির্দিষ্ট জমিতে কোনও বেড়া বা কাঁটাতার দেওয়া ছিল না। সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিপুল জয় পেয়েছে তৃণমূল। বাংলার ৪২ আসনের মধ্যে ২৯টিতেই জয় ছিনিয়ে এনেছে তারা। যে কটি আসনে সবথেকে বেশি নজর ছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল বহরমপুর। কারণ এখানে ৫ বারের কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন ক্রিকেটার 'আনকোরা' ইউসুফ পাঠান। তবে ভোটের ফলে বাজিমাত করেছেন তিনিই। অধীর চৌধুরীকে প্রায় ৫৫ হাজার ভোটে হারান ইউসুফ। তাই তাঁকে 'জায়ান্ট কিলার' অ্যাখ্যা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিবালোকে চাষের জমি থেকে মাটি কেটে পুকুর ভরাটের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৪ জুনঃ প্রশাসনিক নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একদিকে জেসিবি দিয়ে দেদারে মাটিকাটা অন্যদিকে সেই মাটি দিয়ে পুকুর ভরাট। সংবাদ মাধ্যমের কাছে খবর শুনে টনক নড়লো প্রশাসনের। নেয়া হলো পদক্ষেপ। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের ভিঙ্গলে প্রকাশ্য দিবালোকে চাষের জমি থেকে চলছিল দেদারে মাটি কাটার কাজ। কোথা মাটি কাটা হচ্ছিল ৮ থেকে ৯ ফুট। কোথাও আবার ১২ থেকে ১৪ ফুট। কিন্তু প্রশাসনিক নিয়ম অনুযায়ী ডিসিআর কাটা থাকলেও দুই ফুটের বেশি মাটি কাটা যাবে না। আবার সেই মাটি দিয়ে ভরাট হচ্ছিল এলাকারই একটি পুকুর। যেটা সম্পূর্ণ ভাবে অবৈধ। সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা দেখেই মাটি কাটার সঙ্গে যিনি যুক্ত তিনি যুক্তিসঙ্গত কোন উত্তরই দিতে পারেন নি। শুধু তিনি দাবি করেন তার মাটি কাটার অনুমতি নেয়া আছে। কিন্তু কিভাবে এত সাহস পাচ্ছে মাটি মাফিয়ারা। পেছনে কাদের হাত থাকছে। এই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন? এদিকে সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে জানতে পারার পরেই ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে মাটি কাটা এবং পুকুর ভরাট। যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশকে জানিয়েছে ভূমি সংস্কার দপ্তর। যদি হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় এই প্রথম নয়। এর আগে শ্মশানের জমির মাটি কেটে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল। যা নিয়ে আন্দোলনে নেমে ছিলেন স্থানীয়রা।এবার এই ভাবে মাটি কাটা এবং ভরাটের অভিযোগ।মাটি কাটার সঙ্গে যুক্ত চঞ্চল রক্ষিত বলেন, মাটি কাটার অনুমতি নেয়া আছে। ৫ ফিট অনুমতি আছে। যদি ভরাটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে কোন সদুত্তর দেননি। সম্পূর্ণ বিষয় এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ভিক্টর সাহা জানান, অনুমতি থাকলেও দুই ফিটের অনুমতি থাকবে। আর পুকুর ভরাট তো সম্পূর্ণ অবৈধ। ইতিমধ্যেই আমি সেখানে লোক পাঠিয়েছি তদন্ত করার জন্য। নিয়ম অনুযায়ী কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ছাত্রকে বাগে আনতে বেগ পেতে হয় পরিবারকে,শেষে বাঁধা পড়ল শিকলে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৪ জুন ঃ টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরতেই তুমুল চিৎকার। গোটা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। ক্লাস টেনের ওই ছাত্রকে বাগে আনতে গিয়ে রীতিমতো বেগ পেতে হয় বাড়ির লোকজনকে। শেষে বাঁধা পড়ল শিকলে। পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ ভূতে ধরেছে তাঁদের ছেলেকে। খবর গেল ওঝার কাছে। ওঝার থেকে আনা হল জল পড়া, দেওয়া হল মাদুলি। কিন্তু, অবস্থার পরিবর্তন কোথায়। শেষে এলেন ডাক্তার। কিন্তু, শিকল বাঁধার খবর চাউর হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ছুটে আসে বিজ্ঞান মঞ্চের লোকজনও। এল পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনা চুঁচুড়ার কেওটার হেমন্ত বসু কলোনীতে। কিশোরের বাবা কার্তিক মালাকার জানান, ‘‘প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল সেদিন। পড়ে বাড়িতে ফিরে চেঁচামেচি শুরু করে। আমরা তাঁকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলাম না। হাত পা চালাতে থাকে। তখনই আমরা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা সিদ্ধান্ত নিই। অনেকে বলতে থাকে ভূতে ধরেছে। ওঝা ডাকার কথাও বলে। আমরা পূর্ব বর্ধমানের বড়শূলে ওঝার বাড়িও যাই। জল পড়া ও মাদুলি করা হয়। যদিও তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। তারপরই ডাক্তার দেখাই।

সবুজ বাজির কারখানা রাজ্যে

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ রাজ্য সরকার সবুজ বাজির ক্লাস্টার তৈরির জন্য এখনও পর্যন্ত ৪০ একর জমি চিহ্নিত করেছে। সাতটি জেলায় চিহ্নিত এই জমির মধ্যে দক্ষিন চব্বিশ পরগনায় সবচেয়ে বেশি ১৬ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই সব জমিতে বাজি প্রস্তুতকারী ইউনিটের পাশাপাশি বিক্রয় ইউনিট তৈরির পরিকল্পনাও করা হয়েছে। অন্যদিকে কোন ব্যবসায়ী সবুজ বাজির জন্য জমি কিনে কারখানা তৈরি করতে চান তবে সরকারের তরফে তাকে তিন কিস্তিতে প্রকল্পের মোট খরচের ৯০ শতাংশ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের বড় সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৪ জুনঃ কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের বড় সাফল্য। ডিআরআই এর কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে। ১২ তারিখ রাতে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে সোনা রপ্তানি হয়ে ইসলামপুরে ঢুকেছে। সেই সোনাগুলো এক ব্যক্তি বাসে করে নিয়ে যাবে তমলুকে। সেই সূত্রে শিলিগুড়ি DRI এর একটি টিম ইসলামপুরে যায়। সেখানে চলতি বাস থামিয়ে এক ব্যক্তিকে তল্লাশি চালানো হয়। তার কোমরে একটি স্পেশাল পকেট বেল্টের মধ্যে পাওয়া যায় তিনটি গোল্ডের বার। যার ওজন তিন কেজি ৬৬০ গ্রাম। প্রত্যেকটা শোনার উপর বিদেশী মোহরের চিহ্ন রয়েছে। তার কাছে কোন বৈধ কাগজপত্র না থাকায়। ঘটনাস্থলেই সুরজ শিবাজী পাওযার (১৯) মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা গ্রেফতার করা হয়। এরপর সেই ব্যক্তিকে নিযে.আসা হয.শিলিগুড়ি DRI অফিসে। ১৩ তারিখ জিজ্ঞাসাবাদ করে ডিআরআই টিম জানতে পারেন ভিম সুভাষ বিভুতি (৪৩) সোনা গুলো দিযেছে। যার বাড়ি রামকৃষ্ণ পল্লী ইসলামপুর বাসিন্দা। সেদিন কেন্দ্র বাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে অভিযান চালানো হয.ইসলামপুরের ভিম সুভাষ বিভুতি বাড়ি এবং দোকানে। এরপর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হলে উদ্ধার হয. ৯৩২ গ্রামের ৮ পিস সোনার বিস্কিট এবং ৫৬৯ গ্রাম কাটপিস মেটাল। ৩৪ লক্ষ ৬৬ ৩০০ টাকা পাওযা যায। সবমিলিযে.প্রথম জনের কাছ থেকে শোনা উদ্ধার ওজন ৩কিলো ৬৬০ গ্রাম এবং দ্বিতীয.জনের কাছ থেকে উদ্ধারা হয় ৯৩২ গ্রাম বাড়িতে। এবং দোকানে ৫৬৯ গ্রাম সোনা উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য তিন কোটি ৭১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৬৯ টাকা। ৩৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩০০ টাকা নগদ অর্থ পাওয়া গেছে। পাচারকারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ হয়ে ইসলামপুর এবং সেখান থেকে তমলুক।

বাজে ব্যাবহার বিডিওর, অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিলেন মহিলারা

জলপাইগুড়ি, ১৪ জুনঃ বিডিও অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। তাঁদের অভিযোগ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার ভোটের ফল বেরোবার পর থেকে তাঁদের সাথে অভব্য আচরন করে যাচ্ছে। এবার ভোটে কিছু মহিলা বিজেপি জেতায় নাচানাচি করেছে। সেই খবর পেয়ে বিডিও নাকি ওই মহিলাদের তুই তোকারি করে কথা বলছেন। বাজে আচরণ করছেন। পাশাপাশি তাঁদের বিল পাশ করে দিচ্ছেন না। ইত্যাদি নানাবিধ অভিযোগ তুলে শুক্রবার বিকেলে জলপাইগুড়ি বিডিও অফিসের প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দিলেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের ১৪ টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘের মহিলাদের একাংশ। আর এর জেরে অফিস গেটে আটকে গেলেন খোদ জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। গেটের বাইরে গাড়ি আটকে দেন মহিলারা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। পরে মহিলাদের অফিসে ডেকে নিয়ে আলোচনা করেন বিডিও।

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। [illegible]

[illegible]

ই-অকশন ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে [illegible]

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: হাওড়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড ("IIFL") সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **18-06-2024 তারিখে দুপুর 3টে থেকে বিকাল 5টার মধ্যে ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://egold.auctiontiger.net**-এ অনলাইনে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের কোনোরকম পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রেই প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণে এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পন্ন না হয়, তাহলে আইআইএফএল একই নিয়ম ও শর্তে নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে উপস্থিত নিলাম কেন্দ্রে যে কোনও পরবর্তী তারিখে উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলামের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। যে ব্যালেন্স আইটেমগুলি অবশিষ্ট ছিল সেগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে উপস্থিত সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তালুকগুলিতে বিশদ বিবরণ প্রদর্শন করার পরে পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

শাখার নাম: হুগলি-আরামবাগ। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL16222072, GL18102597, GL18345686, GL20433637, GL20685901, GL20701176, GL20757455, GL20771619, GL20809175, GL20820527, GL20894667, GL20897368, GL20904347, GL21806515, GL21814952, GL22897805, GL23289464, GL23368736, GL25611609, GL25626686, GL25636716, GL25652179, GL26192072, GL26194899, GL26242892, GL26262929, GL26280553, GL26326583, GL26326917, GL26374123, GL26376273, GL26376494, GL26378240, GL26390290, GL26390688, GL26390729, GL26391046, GL26408713, GL26416475, GL26427804, GL26428796, GL26432197, GL26433469, GL26444072, GL26448069, GL26451586, GL26453576, GL26453771, GL26455001, GL26456007, GL26484692, GL26488638, GL26493731, GL26494389, GL26494832, GL26506118, GL26507408, GL26508612, GL26508706, GL26517287, GL26523100, GL26537512, GL26543227, GL26553153, GL26572033, GL26575806, GL26581380, GL26586982, GL26592059, GL26602165, GL26604118, GL26605658, GL26607061, GL26609527, GL26628585, GL26630804, GL26638194, GL26639467, GL26640192, GL26662991, GL26679519, GL26691956, GL26693500, GL26706914, GL26708253, GL26718469, GL26719591, GL26720548, GL26722489, GL26733769, GL26734019, GL26734466, GL26736302, GL27636812, GL27638397, GL27894336, GL28003028, GL28348386, GL28354758, GL28443546, GL28651072, GL28697935, GL28723870, GL28735872, GL29690153, GL29763760, GL29789823, GL29968613, GL29983192, GL30030706, GL30054299, GL30357479, GL30454036, GL30518514, GL30521733, GL30555427, GL30615796, GL30620979, GL30635856, GL30659090, GL30745688, GL31258363, GL31761206, GL32106404, GL32709882, GL32791775, GL33253847, GL33584170.

শাখার নাম: হুগলি-বৈদ্যবাটি জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20804742, GL20814972, GL22012238, GL22760776, GL23246519, GL23375681, GL23996123, GL25685826, GL25707237, GL26051404, GL26163052, GL26172832, GL26314193, GL26335320, GL26445784, GL26455578, GL26521344, GL26529077, GL26529163, GL26530422, GL26543680, GL26545216, GL26617598, GL26645347, GL26665957, GL26675053, GL26690823, GL26708633, GL27802423, GL28539759, GL28581677, GL28824599, GL28986052, GL29001854, GL29156054, GL29175887, GL29260734, GL29277632, GL29494501, GL29499741, GL29507298, GL29523181, GL29754893, GL29771621, GL29990537, GL29996823, GL30007720, GL30007985, GL30220244, GL30246340, GL30310491, GL30320488, GL30434745, GL30466955, GL30526165, GL30542970, GL30606538, GL30611440, GL30628375, GL30649282, GL31819053.

শাখার নাম: হুগলি-ব্যান্ডেল স্ট্রিট রোড। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20912770, GL22696956, GL23070983, GL23903660, GL24075976, GL24835115, GL25337363, GL25355564, GL25399264, GL25408601, GL25791461, GL25812923, GL25826302, GL25849947, GL26355930, GL26363400, GL26368628, GL26382648, GL26392037, GL26392166, GL26414207, GL26421054, GL26436707, GL26454860, GL26566636, GL26574422, GL26717922, GL26718364, GL26718929, GL26724526, GL26730974, GL26733503, GL26733647, GL26736527, GL27347842, GL27767080, GL27772373, GL28187532, GL28400724, GL28621405, GL28640281, GL28653045, GL28667083, GL28802397, GL28815624, GL28864600, GL28864643, GL28883029, GL29108634, GL29127923, GL29408754, GL29425171, GL29529986, GL29546508, GL29653281, GL29661455, GL29951764, GL29959634, GL30325279, GL30358197, GL30459789, GL30525477, GL30542642, GL30550627, GL30669453, GL30685264, GL31409497, GL32128189, GL32137044, GL32560068, GL33080938, GL33081233.

শাখার নাম: হুগলি-চন্দন নগর। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20735288, GL20751817, GL20785128, GL20805245, GL20926736, GL21280793, GL22513310, GL22740462, GL22896815, GL23160068, GL23248618, GL24044334, GL24159770, GL24160227, GL24336857, GL24638619, GL24706550, GL24706567, GL25043551, GL25062138, GL25175706, GL25317861, GL25401246, GL25403477, GL25403618, GL25415519, GL25419810, GL25421395, GL25507700, GL25563779, GL25563836, GL25569556, GL25766097, GL25800105, GL25834589, GL25860388, GL25957395, GL25957973, GL26058236, GL26058344, GL26059553, GL26201374, GL26201422, GL26205752, GL26404414, GL26405531, GL26419696, GL26419940, GL26427517, GL26429343, GL26429661, GL26440790, GL26450881, GL26451469, GL26452287, GL26456501, GL26484570, GL26488306, GL26506080, GL26517205, GL26519201, GL26521150, GL26522998, GL26525895, GL26538778, GL26541910, GL26542806, GL26543204, GL26544736, GL26560086, GL26573600, GL26577863, GL26588146, GL26604040, GL26605435, GL26616126, GL26640159, GL26722440, GL26734437, GL26784777, GL26830598, GL26835103, GL27031095, GL27046731, GL27103861, GL27110489, GL27169548, GL27169552, GL27257771, GL27271174, GL27271247, GL27274996, GL27499349, GL27499418, GL27499594, GL27591131, GL27591288, GL27694591, GL27695882, GL27739456, GL27781165, GL27791419, GL27793545, GL27801045, GL27922550, GL27944268, GL27944336, GL27944473, GL27947994, GL28014271, GL28074038, GL28074075, GL28280836, GL28282851, GL28282912, GL28291505, GL28291540, GL28291882, GL28390877, GL28392864, GL28423785, GL28426054, GL28534295, GL28556412, GL28651387, GL28656732, GL28669984, GL28682969, GL28823959, GL28843391, GL28945974, GL29033769, GL29033929, GL29516989, GL29981861, GL30390959, GL30391271, GL30442208, GL30470707, GL30666574, GL30685219, GL30735557, GL30754793, GL30761743, GL30870814, GL32491874, GL32707232, GL33763508.

শাখার নাম: হুগলি-চুঁচুড়া জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20737271, GL20745649, GL20848451, GL20853698, GL20981855, GL21295359, GL22245846, GL22561867, GL22629792, GL22685807, GL22753461, GL22804864, GL25714111, GL25740567, GL25955453, GL26126787, GL26409591, GL26416895, GL26428615, GL26437213, GL26438358, GL26449885, GL26451973, GL26454523, GL26496161, GL26504687, GL26513456, GL26539355, GL26575617, GL26575655, GL26583559, GL26597280, GL26607810, GL26619497, GL26641760, GL26664013, GL26664549, GL26670115, GL26674308, GL26674516, GL26676657, GL26700592, GL26705152, GL26714936, GL26718114, GL26718407, GL26723183, GL26727314, GL26731838, GL26732698, GL26733441, GL26733526, GL26734585, GL27539536, GL27707835, GL27714317, GL27814544, GL27828239, GL27836468, GL27854045, GL27862510, GL27871432, GL27880527, GL27899530, GL27905160, GL27923434, GL27927257, GL27929539, GL28001444, GL28014009, GL28297328, GL28375368, GL28438696, GL28454738, GL28591200, GL28612189, GL28619868, GL28686200, GL28750897, GL28751438, GL28755743, GL28825894, GL28837984, GL28840979, GL28855734, GL28891572, GL28898147, GL28945192, GL29205861, GL29467995, GL29763634, GL30805942, GL32428278, GL32492726, GL32766880, GL33008387, GL33670611.

শাখার নাম: হুগলি-ডানকুনি জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20020001, GL20758877, GL20914128, GL21937748, GL22808230, GL23456119, GL24149079, GL24156860, GL24694568, GL24846863, GL25145783, GL25159704, GL25690687, GL25708236, GL25947418, GL25972526, GL26287809, GL26306220, GL26404214, GL26406071, GL26420866, GL26421825, GL26424673, GL26432408, GL26450324, GL26453575, GL26586035, GL26609093, GL26655278, GL26658958, GL26668029, GL26677531, GL26679593, GL26680458, GL26694624, GL26707157, GL26713653, GL26732226, GL27283573, GL27301135, GL27677296, GL27799925, GL27873765, GL28288816, GL28396277, GL28698410, GL28785965, GL28807853, GL28860199, GL28890129, GL29083839, GL29098559, GL29976975, GL29984043, GL30516359, GL30518263, GL30521577, GL30521643, GL30750174, GL30767426, GL30770660, GL30771723, GL30771986, GL32601530, GL33177927, GL33481619, GL33683953.

শাখার নাম: হুগলি-জে কে স্ট্রিট উত্তরপাড়া। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22198121, GL23027645, GL23334989, GL23859209, GL23996227, GL25320245, GL25332716, GL25614752, GL25627312, GL26055336, GL26070416, GL26434777, GL26456396, GL26592631, GL26611289, GL26623172, GL26632713, GL26643030, GL26644484, GL26667835, GL26678027, GL26691739, GL26708026, GL26717838, GL26735306, GL26831429, GL26844120, GL27861555, GL27922195, GL28006732, GL28140738, GL28392319, GL28607755, GL28661492, GL29143626, GL29183457, GL29196006, GL29201098, GL29669699, GL29670056, GL30653600, GL30678068, GL32417591.

শাখার নাম: হুগলি-কোননগর। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20712586, GL20712609, GL20759691, GL20916176, GL20994920, GL21011119, GL22179520, GL22268350, GL22482385, GL23039358, GL23515670, GL23603022, GL23641640, GL23934470, GL24537842, GL25019106, GL25033136, GL25088796, GL25089774, GL25267223, GL25448488, GL25644677, GL26015147, GL26373796, GL26392445, GL26396858, GL26397133, GL26397422, GL26417531, GL26420527, GL26421776, GL26437942, GL26527919, GL26539593, GL26577800, GL26590123, GL26591120, GL26591856, GL26610150, GL26610609, GL26610670, GL26611287, GL26620207, GL26624693, GL26633412, GL26642115, GL26645423, GL26645944, GL26694371, GL26699085, GL26707113, GL26707440, GL26716248, GL26717188, GL26735169, GL26736829, GL26948582, GL27354138, GL27398537, GL27398949, GL27399507, GL27406454, GL27424707, GL27428656, GL27443238, GL27497018, GL27527514, GL27722374, GL27780507, GL27820908, GL27903960, GL27935580, GL27983777, GL27991917, GL28143923, GL28155367, GL28167577, GL28236378, GL28246474, GL28260898, GL28294237, GL28449476, GL28593702, GL28716684, GL28744290, GL28753311, GL28796269, GL28816886, GL28830623, GL28941445, GL28966781, GL28976195, GL29999395, GL30008002, GL30176820, GL30177198, GL30177511, GL30178406, GL30286314, GL30312757, GL30320441, GL30390380, GL30477726, GL30518820, GL30534856, GL30578282, GL30617969, GL30699355, GL30702844, GL30719973, GL30731864, GL30739445, GL30769836, GL30771593, GL31233582, GL31973778, GL31976781, GL32306689, GL32462318, GL32810980, GL32904161.

শাখার নাম: হুগলি-রিষড়া জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20735062, GL20893664, GL20897872, GL22411163, GL22849720, GL26074931, GL26078065, GL26435160, GL26456592, GL26577246, GL26580479, GL26593398, GL26606609, GL26610591, GL26610720, GL26689524, GL26707778, GL26720275, GL26729237, GL26733927, GL26735588, GL27176310, GL27286725, GL27567080, GL27881580, GL27904175, GL28318334, GL28324792, GL28603274, GL28678887, GL28733875, GL28807593, GL28818751, GL29162283, GL29415790, GL29729750, GL29764839, GL29771583, GL29790994, GL29972640, GL30296527, GL30321416, GL30408805, GL30422357, GL30490389, GL30512798, GL30753183, GL30761897, GL31808501, GL32235627, GL32273464, GL32835248, GL33060883, GL33918403.

শাখার নাম: হুগলি-সিঙ্গুর নতুন বাজার জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20916396, GL21884105, GL21896034, GL24887420, GL24896724, GL25594501, GL25598794, GL25801711, GL26004598, GL26080496, GL26113561, GL26448325, GL26449906, GL26483967, GL26511961, GL26665737, GL26679027, GL26696867, GL26708419, GL26880721, GL26892273, GL26906451, GL26915178, GL27074358, GL27502732, GL27522817, GL27603170, GL27844946, GL27845124, GL27870164, GL27876037, GL27893290, GL27955962, GL28473394, GL28498111, GL28498475, GL28609523, GL28692833, GL28708692, GL28799655, GL28806909, GL28819821, GL28946440, GL28953395, GL29815456, GL30038372, GL30053177, GL30082435, GL30350765, GL30351972, GL30360533, GL30492831, GL30512582, GL30755283, GL30761925.

শাখার নাম: হুগলি-তারকেশ্বর জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20705748, GL20715287, GL20721032, GL20725721, GL20744508, GL20849213, GL24050832, GL25254388, GL25255879, GL25444727, GL25790146, GL25843129, GL25859273, GL26056888, GL26057144, GL26154457, GL26171713, GL26384274, GL26392560, GL26553887, GL26568299, GL26575114, GL26575242, GL26576910, GL26590388, GL26610151, GL26611480, GL26622098, GL26645658, GL26653212, GL26678390, GL27947435, GL27948317, GL28411139, GL28629149, GL28638230, GL28679787, GL28695444, GL28774501, GL28777786, GL29377047, GL29435026, GL29448964, GL30606959, GL30628487, GL32531587.

শাখার নাম: পাণ্ডুয়া-জিএল। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20857716, GL20895261, GL20928947, GL21891002, GL22545856, GL23159646, GL23719702, GL23829214, GL25702553, GL25713979, GL25728476, GL25740516, GL25749344, GL25773714, GL25888574, GL25893658, GL25903425, GL25905250, GL25907921, GL25909015, GL25934772, GL25944162, GL26180107, GL26181363, GL26197761, GL26198375, GL26265145, GL26270026, GL26277867, GL26278883, GL26345597, GL26444857, GL26452474, GL26494775, GL26510431, GL26523953, GL26544434, GL26566571, GL26574426, GL26575684, GL26575700, GL26585142, GL26591675, GL26598006, GL26600040, GL26605438, GL26609672, GL26609927, GL26610931, GL26624110, GL26644623, GL26653747, GL26667374, GL26671209, GL26673207, GL26678313, GL26678425, GL26715097, GL26734786, GL26767855, GL26798784, GL26941770, GL27166804, GL27167127, GL27465879, GL27482304, GL28603901, GL28618555, GL28651366, GL28652879, GL28661516, GL28681184, GL29392695, GL29938246, GL29959517, GL30097415, GL30098808, GL30112148, GL30328578, GL30458850, GL30490616, GL30517929, GL30521563, GL30554804, GL30560859, GL30664021, GL31807211, GL32447395, GL32508175, GL32602857, GL32675479, GL32806946, GL32821365, GL33110698.

শাখার নাম: শ্রীরামপুর-হুগলি শেওড়াফুলি নবগ্রাম। গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL20911482, GL22030161, GL23211181, GL24424471, GL24440969, GL25325070, GL25378777, GL25588008, GL25837985, GL26034480, GL26369456, GL26377662, GL26379677, GL26385019, GL26391764, GL26392104, GL26392157, GL26392514, GL26408843, GL26416578, GL26448906, GL26456053, GL26491018, GL26491252, GL26507909, GL26510118, GL26553254, GL26566371, GL26572091, GL26575037, GL26576757, GL26578714, GL26584402, GL26597062, GL26604844, GL26610205, GL26611292, GL26612153, GL26683817, GL26691556, GL26696010, GL26703341, GL26703907, GL26708408, GL26960401, GL27062797, GL27158542, GL27235853, GL27279171, GL27311272, GL27399252, GL27454936, GL27631174, GL27764250, GL27792230, GL27803016, GL27947958, GL27961639, GL27975005, GL28031524, GL28040656, GL28048960, GL28054460, GL28093140, GL28116790, GL28158697, GL28162381, GL28178895, GL28197147, GL28212491, GL28267840, GL28446211, GL28460327, GL28477456, GL28510473, GL28523153, GL28536861, GL28549414, GL28557142, GL28558111, GL28589887, GL28615708, GL28635229, GL28638204, GL28667694, GL28686530, GL28687611, GL28808859, GL28856066, GL28860225, GL28877322, GL28899922, GL28919934, GL29023950, GL29385184, GL29885291, GL29902903, GL29993553, GL30008289, GL30032275, GL30054807, GL30126244, GL30138054, GL30271912, GL30275668, GL30363969, GL30378496, GL30468887, GL30471562, GL30489753, GL30512663, GL30559370, GL30703766, GL30746114, GL30761490, GL32607379, GL32651478, GL32694730, GL32731958, GL32815555, GL32881687, GL33445948.

ই-অকশন ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: হুগলি

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

বিশ্বকাপে নতুন রেকর্ড ইংল্যান্ডের

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ বিশ্বকাপে প্রথম জয় পেল ইংল্যান্ড। ওমানকে মাত্র ৪৭ রানে অল আউট করে মাত্র ১৯ বল খেলে জয় তুলে নিয়েছে তারা। বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্বকাপের 'বি' গ্রুপের ম্যাচে ১০১ বল হাতে রেখে ওমানের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটের বড় জয় পেল ইংল্যান্ড। আর এই জয়ে বিশ্বকাপে তারা সবচেয়ে বেশি বল হাতে রেখে ম্যাচ জয়ের নতুন রেকর্ড গড়লো। এর আগে ২০১৪ সালের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ৯০ বল হাতে রেখে জয় পেয়েছিল শ্রীলঙ্কা। সেই আসরে নেদারল্যান্ডসের দেওয়া ৪০ রান তাড়া করতে নেমে মাত্র ৫ ওভারে জয় পেয়েছিল তারা। এদিকে চলতি বিশ্বকাপের ওমানের দেওয়া ৪৮ রান তুলে নিতে মাত্র ৩.১ ওভার খেলেছে ইংল্যান্ড।

বরুশিয়াকে বিদায় জানালেন টেরজিক

লন্ডন, ১৪ জুন ঃ ডর্টমুন্ডকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে উঠানো কোচ এডিন টেরজিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল বরুশিয়া। প্রায় এক দশক আগে থেকে বরুশিয়ার সঙ্গে আছেন টেরজিক। ক্লাবের সিনিয়র কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ২০২৫ সাল পর্যন্ত টেরিজিকের সঙ্গে চুক্তি ছিল। ৪১বছর বয়সী এই কোচ বলেছেন, 'ওয়েম্বলির ম্যাচ শেষে ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে আমি একটা মিটিং ডেকেছিলাম। প্রায় এক দশক ধরে আমি এই ক্লাবের হয়ে কাজ করছি। আমার এখন মনে হয়েছে, ক্লাবের টাচলাইনে একজন নতুন মানুষ দরকার।' টেরজিকের বিদায়ের ঘোষণা করে ফেসবুকে একটি ভিডিও শেয়ার করেছে বরুশিয়া। সেই ভিডিওতে অশ্রুসজল দেখা গেছে জার্মান কোচের। টেরজিকের অধীনে ২০২২-২৩ মরসুমে গোল ব্যবধানে লিগ শিরোপা হারায় বরুশিয়া। লেভারকুসেনের লিগ জেতার এ মরসুমে পাঁচে থেকে মরশুম শেষ করেছে তারা। আর তাতেই সুযোগ মিলছে আগামী মরসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলার।

নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে সুপার এইটের দিকে বাংলাদেশ

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ ১৬০ রানটা খারাপ নয়। তবে মিডল ওভারে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হলেও নিয়েছিল নেদারল্যান্ডস। তবে ১৫তম ওভারের পর থেকে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেয় রিশাদ হোসেন ও মুস্তাফিজুর রহমান। এই দুজনের অসাধারণ বোলিংয়ে জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার সেন্ট ভিনসেন্টে নেদারল্যান্ডসকে ২৫ রানে হারাল বাংলাদেশ। ১৬০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ রান করেছে ডাচরা। এই জয়ে সুপার এইটে যাওয়ার পথে এগিয়ে রইল টাইগাররা। শেষ ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে জিততে পারলেই সেরা আটে জায়গা করে নেবে নাজমুল হোসেন শান্তর দল।

সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিকে বিরাট প্রত্যাবর্তন হবে কোহলির, আশাবাদী সুনীল গাভাস্কার

১৪ জুন ঃ আইপিএলে ৭৪১ রান। কিন্তু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত দুঅঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি বিরাট কোহলি। তিনটি ম্যাচেই ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। কোহলি রান না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন তাঁর ভক্তরা। সুনীল গাভাসকরের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটার কোহলির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এবার ভারতের তারকা ব্যাটারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার অলরাউন্ডার শিবম দুবে। সেই তিনি প্রেস কনফারেন্সে বলেন, আমি কোহলি সম্পর্কে বলার কে? তিনটি ম্যাচে রান পায়নি ঠিকই, পরবর্তী তিনটি ম্যাচে সেঞ্চুরির হ্যাটট্রিক করবে কোহলি। কোহলি কীরকম খেলেন, তাঁর খেলার ধরনধারণ সবটাই জানা টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের। দুবে বলেছেন, আমরা সবাই কোহলির খেলার ধরন জানি। ও কী করতে পারে, সেটাও আমাদের জানা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে কোহলির রান যথাক্রমে ১,৪ এবং ০। বিরাটের খারাপ সময়ে

সানি ব্যাট ধরেছেন কোহলির হয়ে। গাভাসকরকে বলতে শোনা গিয়েছে, বিরাট জানে ওর দায়িত্ব। আমরা এই মুহূর্তে টুর্নামেন্টের প্রাথমিক পর্বেই রয়েছি। এখনও সুপার এইট আছে, সেমিফাইনাল আছে। আশা রাখি ভারত ফাইনালেও পৌঁছবে। দরকার এখন ধৈর্য্য। নিজের উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। আমার মনে হয় বিরাটের নিজের উপরে আত্মবিশ্বাস রয়েছে। ভারত একপ্রকার পৌঁছেই গিয়েছে সুপার এইটে। টিম ইন্ডিয়ার ভালো ফলাফলের জন্য কোহলিকে দ্রুত ফর্মে ফিরতে হবে। তাঁর সতীর্থরা কিন্তু মনে করছেন দ্রুতই রানে ফিরবেন কোহলি। বিরাটের ব্যাটের দিকে তাকিয়ে সবাই। চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কোহলি ওর দায়িত্ব জানে। পাহাড়প্রমাণ রান করে ভারতকে অতীতে বহুবার জিতিয়েছেন কোহলি। বিশ্বকাপের তিনটি ম্যাচে রান না পাওয়ায় গেল গেল রব তোলার কিছু হয়নি। সানি আরও জানান, তিনটি ইনিংসে ব্যর্থ হওয়া মানে খারাপ খেলছে তা নয়। গাভাসকর বলেন, তিনটি ম্যাচে কম রান করেছে মানে এই নয় যে খারাপ খেলছে বিরাট কোহলি। কখনও ভালো ডেলিভারিতে আউট হয়ে যাচ্ছে। অন্য সময় হলে বল ওয়াইড হতো অথবা স্লিপের উপর দিয়ে বাউন্ডারি হয়ে যেত।

ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামছে জার্মানি

১৪ জুন ঃ স্বমহিমায় ফিরছে ইউরোপ সেরার লড়াই। বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলের সবচেয়ে জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট ইউরো কাপ। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে ইউরো কাপ ২০২৪। অতএব বঙ্গ ফুটবলপ্রেমীদের রাত জাগার পালা শুরু। ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে নামছে জার্মানি। সামনে প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড। সাম্প্রতিক সময়ে বড় টুর্নামেন্টে সাফল্য পায়নি ২০১৪-র বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এবার কি দেশের সমর্থকদের সামনে স্বপ্নপূরণ হবে? একনজরে রইল জার্মানির শক্তি-দুর্বলতা। বয়স মাত্র ৩৬। কিন্তু ইতিমধ্যেই লাইপজিগ, বায়ার্ন মিউনিখের মতো বড় ক্লাবে কোচিং করিয়েছেন। ২০২২-র বিশ্বকাপে হান্সি ফ্লিকের ব্যর্থতার পর দায়িত্বে আসেন তিনি। দুই অভিজ্ঞ যোদ্ধা ইকাই গুন্দোগান আর টোনি ক্রুজের দিকে তাকিয়ে সমর্থকরা। অবসর ভেঙ্গে ক্রুজ ফিরে আসার পর নতুন ছন্দে ডানা মেলেছে জার্মানি। তার সঙ্গে রয়েছে জামাল মুসিয়ালা আর ফ্লোরিয়ান উইৎজ। ২১ বছর বয়সি মুসিয়ালা এর মধ্যেই ইউরোপের তারকা হয়ে উঠেছেন। বায়ার লেভারকুসেনের এবার বুন্দেশলিগা জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন উইৎজ।গোল পোস্টের তলায় এখনও বিশ্বস্ত হাত ম্যানুয়েল নয়্যার। যার জন্য রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকতে হয় টের স্টেগানকেও। আক্রমণভাগে 'বুড়ো ঘোড়া' থমাস মুলার যে কোনও সময়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারেন। ছন্দে আছেন কাই হাভার্ৎজ, নিকলাস ফুলক্রুগারা। ডাগ আউটে নাগেলসমানের ক্ষুরধার মস্তিষ্ক পরিচালনা করবে গোটা জার্মান দলকে। বল দখল রাখতে পছন্দ করে তাঁর দল। প্রয়োজন বুঝে একাধিক ফর্মেশনে চলে যেতে পারেন। অনেকেই তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতের ক্লপের ছায়া দেখছেন। দুর্বলতা- সাম্প্রতিক অতীত একেবারেই জার্মানির হয়ে কথা বলছে না। বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়। গত ইউরোয় শেষ ষোলোর গণ্ডির টপকাতে পারেনি। জার্মানির সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স খুব একটা ভালো নয়। হেরেছে অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, তুরস্কের মতো দলের কাছে। তবে সর্বশেষ দুই ম্যাচে নেদারল্যান্ডস আর ফ্রান্সকে হারিয়ে দিচ্ছে ঘুরে দাঁড়ানোর আভাস। জার্মানিকে সম্প্রতি সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে 'নম্বর নাইনের' অভাব। বহুদিন ধরেই বিশ্বমানের স্ট্রাইকার নেই তাদের দলে। কাই হাভার্ৎজের দিকে নজর থাকবে ফুটবল ভক্তদের। ফলস নাইন হিসেবেও খেলানো হতে পারে তাঁকে। অভিজ্ঞতার অভাব আছে লেফট ব্যাকে। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার কারা হবেন সেটাও চর্চায় থাকবে। বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে নাগেল সমানের অভিজ্ঞতার অভাব একটা চিন্তার বিষয় হতে পারে।

পাখির চোখ শেষ অলিম্পিক, উইম্বলডনে দেখা যাবে না নাদালকে

১৪ জুন ঃ শেষ বারের মতো অলিম্পিকে খেলবেন রাফায়েল নাদাল, সেই কারণেই উইম্বলডনে নামতে পারবেন না তিনি। ২২ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী রাফায়েল নাদাল নিজেই জানিয়েছেন একথা। নাদাল ও আলকারাজ প্যারিস অলিম্পিকে একসঙ্গে ডাবলস খেলবেন। স্পেনের অধিনায়ক ডেভিড ফেরার সিঙ্গলস খেলবেন। নাদাল বলেন, প্যারিস অলিম্পিকই আমার শেষ অলিম্পিক। তিনি আরও বলেন, কোর্টের চরিত্র আমি বদলাতে চাই না। প্যারিস অলিম্পিক পর্যন্ত ক্লে কোর্টে খেলে যেতে চাই। সেই কারণেই এবারের উইম্বলডনে নামতে পারব না। এর জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। এবারের ফরাসি ওপেন থেকে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নেন নাদাল। স্প্যানিশ কিংবদন্তির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় জল্পনা।

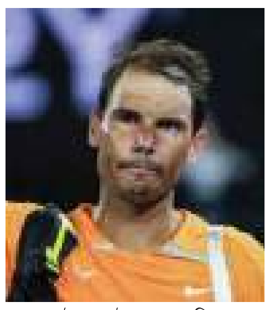

তিনি কি শেষবারের মতো ফরাসি ওপেন খেলে ফেললেন? নাদাল অবশ্য সেই প্রশ্নের উত্তর দেননি। ক্লে কোর্টের রাজা নাদাল। তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারে মাত্র দুবার উইম্বলডন জেতেন তিনি। ক্লে কোর্টেই তিনি দাপট দেখান। ২০২২ সালে শেষবার উইম্বলডনে খেলেছিলেন তিনি। নিক কিরগিওসের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের আগে পেটের পেশির চোটের কারণে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন নাদাল। আসন্ন প্যারিস অলিম্পিককেই যে তিনি পাখির চোখ করছেন, তা জানিয়েছিলেন নাদাল নিজেই।

টি২০ বিশ্বকাপে সুপার এইটে আফগানিস্তান, ওমানকে গুঁড়িয়ে লড়াইয়ে ফিরল ইংল্যান্ডও

১৪ জুন ঃ প্রশ্ন উঠছে টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে কি আদৌ পৌঁছতে পারবে ইংল্যান্ড? কিন্তু শুক্রবার ওমানকে দুরমুশ করে ফের সুপার এইটের লড়াইয়ে ফিরে এল ইংল্যান্ড। অন্যদিকে, পাপুয়া নিউ গিনিকে হারিয়ে সুপার এইটে কার্যত নিশ্চিত হয়ে গেল আফগানিস্তান। ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড গ্রুপ 'বি'তে আছে। ২ ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়েছে চতুর্থ স্থানে। এমতাবস্থায় দুই ম্যাচে পাঁচ পয়েন্ট পেলেও সুপার এইটে যাওয়া নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল ইংল্যান্ডের। তবে শুক্রবার ওমানকে দুরমুশ করে ফের লড়াইয়ে ফিরে এলেন জস বাটলাররা। প্রথমে বল করতে নেমে ওমানকে মাত্র ৪৭ রানে অলআউট করে দেয় ইংল্যান্ডে। মাত্র ১১ রানে বিপক্ষের চারটি উইকেট তুলে নেন আদিল রশিদ। রান তাড়া করতে নেমে ওমানের বোলিং নিয়ে ছেলেখেলা করে ইংল্যান্ডের বাজবল। মাত্র ৩.১ ওভারে ৫০ রান তুলে ফেলে ইংল্যান্ড, দুই উইকেট খুইয়ে। মাত্র ৮ বলে ২৪ রান হাঁকান অধিনায়ক বাটলার। ৩ বলে ১২ রান করেন ফিল সল্টও। দাপুটে জয় পেয়ে রান রেট অনেকটাই বেড়ে গেল ইংল্যান্ডের। ফলে সুপার এইটের পথেও খানিকটা এগিয়ে গেল তারা। অন্যদিকে, পাপুয়া নিউ গিনিকে হারিয়ে সুপার এইটে খেলা নিশ্চিত করে ফেলল আফগানিস্তান। টসে জিতে বোলিং নেন অধিনায়ক রশিদ খান। ৯৫ রানে পাপুয়া নিউ গিনি অলআউট হয়ে যাওয়ার পরে আফগানিস্তানের জেতা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ছিল। ১৫.১ ওভারে ১০১ রান তোলে আফগান বাহিনী। ৪৯ রান করে অপরাজিত থাকেন গুলবদিন নাইব। গ্রুপ সির শীর্ষে থেকে সুপার এইটে যাওয়া কার্যত নিশ্চিত তাদের।

দেশের প্রাক্তনরাও বেজায় চটেছেন বাবর আজমের উপরে

১৪ জুন ঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সময়টা ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তান টিমের। কানাডাকে হারালেও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কা একশো শতাংশ। দেশে বাবর আজমদের উপরে ক্ষুব্ধ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। সম্প্রচারকারী চ্যানেলে ওয়াসিম আক্রমের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররও বাবর আজমদের একহাত নিয়েছেন। দলের ভিতরে অন্তর্ঘাত রয়েছে এমন বিস্ফোরক অভিযোগও করেছেন আক্রম। পাকিস্তানের আরেক প্রাক্তন আহমেদ শেহজাদ আরও সুর চড়িয়েছেন বাবর আজমের বিরুদ্ধে। শেহজাদ বলেছেন, আমার যা পরিসংখ্যান তা দিয়ে আমি তোমার থেকে ভালো খেলতে পারতাম। তোমার স্ট্যাট দেখছি আমার থেকেও খারাপ। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে

তিনটি ম্যাচে বাবর আজমের রান ৯০। স্ট্রাইক রেট খুবই কম পাক অধিনায়কের। শেজহাদ বলছেন, তুমি বিশ্বকাপের পাওয়ারপ্লেতে ২০৫ বল খেলেছ। কিন্তু তুমি একটা ছক্কাও মারতে পারোনি। আমার নিজের পরিসংখ্যানের আরও উন্নতি করার দরকার ছিল। কিন্তু তোমার পরিসংখ্যান আরও খারাপ। ২০৫ বল অবশ্য নেহাতই কথার কথা। তবে বাবর আজম যে শ্লথ গতিতে ব্যাটিং করছেন, সেই দিকেই ইঙ্গিত করছেন অনেকে। বাবরকে আরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন শেহজাদ। তিনি বলেছেন, ঘরোয়া পরিকাঠামো তুমি ধ্বংস করেছো। ঘরোয়া ক্রিকেটে যারা ভালো খেলছে, তাদের পরিবর্তে তুমি তোমার বন্ধুদের দলে নিয়েছো।

সেরা স্ট্রাইকার ইস্টবেঙ্গলেই

১৪ জুন ঃ সব প্রতীক্ষার অবসান। ইস্টবেঙ্গলেই এলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। গ্রিক স্ট্রাইকার ২ বছরর জন্য চুক্তি করেছেন লেসলি ক্লডিয়াস সরণির ক্লাবের সঙ্গে। গত আইএসএলের সর্বাধিক গোলদাতা দিমিত্রি। কেরালা ব্লাস্টার্সের জার্সিতে খেলেছিলেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। ১৭টি ম্যাচ থেকে ১৩ টি গোল করেছিলেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত তাঁর দলের নতুন স্ট্রাইকার প্রসঙ্গে বলেছেন, দিমিত্রি ভারতীয় পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। ওর অন্তর্ভুক্তি আমাদের দলের শক্তি বাড়াবে। আমাদের সঙ্গে দিমিত্রি কথাবার্তা হয়। ওর কাছে একাধিক ক্লাবের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু শেষমেশ আমাদের প্রজেক্ট শুনে ও ইস্টবেঙ্গলে সই করে। গ্রিক স্ট্রাইকার নিজেও লাল হলুদ জার্সি পরে নামার অপেক্ষায়। তিনি বলেছেন, এশিয়ায় ইস্টবেঙ্গলের ফ্যান বেস অন্যতম সেরা। বিশাল সংখ্যক ভক্ত অনুরাগীদের সামনে খেলতে আমি একপ্রকার মুখিয়ে রয়েছি। আমি নিজের সেরাটা দেব। ইস্টবেঙ্গল যাতে আরও সাফল্য পায়, সেই চেষ্টাই আমি করব। ভক্ত অনুরাগীদের খুশি করব বলেই আশা রাখি। মোহনবাগানে রয়েছেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। তাঁকে সমর্থকরা আদর করে দিমি বলে ডাকেন। ইস্টবেঙ্গলেও আসতে চলেছেন আরেক দিমি। ডার্বি দেখবে দুই দিমির লড়াই। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দিমিত্রি দিয়ামান্তাকস গ্রিসের সিনিয়র দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০১২ সালে উয়েফা ইউরোপিয়ান অনূর্ধ্ব ১৯ চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপ হয়। সেই দলের সদস্য ছিলেন দিমিত্রি।

কলকাতা ফুটবল লিগের দামামা বাজলো

১৪ জুন ঃ যতই জুন জুলাই জুড়ে ফুটবলপাগল বাঙালিদের চোখ কোপা আমেরিকা ও ইউরো কাপে থাকুক না কেন, শহরের তিন প্রধানও কিন্তু এই সময়ে কলকাতা ময়দান দাপাবে। বেজে গেল কলকাতা ফুটবল লিগের দামামা। সিএফএল শুরু হচ্ছে ২৫ জুন থেকে। ক্লাব প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে লটারির মাধ্যমে হয়ে গেল লিগের গ্রুপ বিন্যাস। এবার একই গ্রুপে রয়েছে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান। যার মানে গ্রুপ লিগেই হচ্ছে 'বড় ম্যাচ'! অন্য গ্রুপে রয়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এবার মোট ২৬ দলের লিগ দেখা যাবে। প্রতিটি গ্রুপে রাখা হয়েছে ১৩টি করে দল। ২৫ জুন উদ্বোধনী ম্যাচে মহমেডান খেলবে উয়াড়ির বিরুদ্ধে।

নাসাউ স্টেডিয়াম ভেঙে করা হবে পার্ক

নিউইয়র্ক, ১৪ জুন ঃ নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম। যেখানে খেলা হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো। বলা যেতে পারে এই স্টেডিয়াম হয়েছিল বিশ্বকাপের ম্যাচ হওয়ার জন্য। আর বিশ্বের প্রথম

'মডিউলার' ক্রিকেট স্টেডিয়াম বলা হয় এই স্টেডিয়ামকেই। স্টিল ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি এই স্টেডিয়াম। চাইলেই স্থানান্তর করা যাবে এই স্টেডিয়াম। যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপ আয়োজনের কর্মযজ্ঞের একটা বিস্ময়কর নিদর্শন নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়াম। শুধুমাত্র বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য এই স্টেডিয়াম নির্মাণ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। এই মাঠে গ্রুপ পর্বের প্রথম দিকের কিছু ম্যাচ হয়েছিল। এবার আর এই স্টেডিয়ামে কোন ম্যাচ হচ্ছে না। এবার সব ম্যাচ চলে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজে। তাই আর থাকছে না এই স্টেডিয়ামও। নিউইয়র্কের ইস্ট মিডো অঞ্চলে আইজেনহাওয়ার পার্কের একটা অংশে গড়ে তোলা হয়েছিল নাসাউ কাউন্টি স্টেডিয়াম। ৩৪ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার এই স্টেডিয়ামের স্থাপনার সংযুক্তি খুলে ও বুলডোজারের মাধ্যমে ভেঙে ফেলে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। এই স্টেডিয়াম ভাঙার কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষায়। স্টেডিয়ামটি ভেঙে সরিয়ে ফেলতে প্রায় ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে।

শুক্রবার জার্মানি-স্কটল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ইউরো

কলকাতা, ১৪ জুন ঃ শুক্রবার ১৭তম ইউরোপের ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের আসর ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে জার্মানি ও স্কটল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে। ১০টি ভেন্যুতে খেলা হবে। খেলবে ২৪টি দেশ। দুই জার্মানি এক হওয়ার পর এই প্রথমবার ইউরোর একক আয়োজক হচ্ছে জার্মানি। উদ্বোধনী ম্যাচ রাত ১টায় শুরু হবে। এর আগে জার্মানিতে ইউরো হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। তার পরের বছরই বার্লিন ওয়াল ভেঙ্গে একক দেশ হয় জার্মানি। সব প্রস্তুতি শেষ। ২৬শে জুন পর্যন্ত গ্রুপ পর্বে দুই থেকে চারটি ম্যাচ হবে। শীর্ষ ষোলোর ম্যাচগুলো জন্য লড়াই শুরু হবে ২৯শে জুন থেকে। ফাইনাল হবে ১৪ জুন বার্লিনে। ইউরোর ম্যাচগুলো হবে যথাক্রমে অলিম্পিয়া স্টেডিয়াম, কোহলাইন স্টেডিয়াম, ডর্টমুন্ড, ডুসেলডর্ফ অ্যারেনা, ফ্র্যাঙ্কফুর্ট অ্যারেনা, গেলজেনকির্চেন অ্যারেনা, ভক্সপার্কস্টেডিয়ম হামবুর্গ, লাইপজিগ স্টেডিয়াম, মিউনিখ ও স্টুটগার্টে।

হার্দিককে বিশ্বস্ত থাকার পাঠ শেখাতে চাইছেন নাতাশা

১৪ জুন ঃ বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মধ্যেই এবার আলোচনায় নাতাশা স্ট্যানকোভিচের সোশ্যাল পোস্ট। তাহলে কি হার্দিককে সম্পর্কে বিশ্বস্ত থাকার পাঠ পড়াতে চাইছেন নাতাশা! তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্ট অন্তত সেইদিকেই ইঙ্গিতবহ। হলিউড অভিনেতা ড্যানজেল ওয়াশিংটনের কোট শেয়ার করে নাতাশা লেখেন, 'নৈতিকতা, সম্মান এবং বুদ্ধিমত্তা আবার ট্রেন্ডে ফিরুক। বাকি সমস্ত কিছুর সঙ্গে এটারও অপেক্ষা করছি।' নাতাসা বুধবার তার অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ছেলে অগস্ত্য পান্ডিয়ার সঙ্গে কিছু আনন্দের মুহূর্ত ভাগ করেছেন। অভিনেত্রী তার ছেলের সঙ্গে তার খোলামেলা মুহূর্তের ছবি এবং ভিডিয়ো সিরিজ শেয়ার করেছেন। প্রথম ছবিতে, অগস্ত্যকে তার মাকে কাছে ধরে থাকতে দেখা যায় তারা একসঙ্গে ঘুমাচ্ছে। আরেকটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে নাতাসা লিফটের আয়নায় সেলফি তুলছেন। তিনি তার ছেলের পুশআপ করার একটি ভিডিয়োও পোস্ট করেছেন। অন্য একটি ভিডিয়োতে দেখানো হয়েছে যে তিনি জিমে নাচের ওয়ার্কআউট করছেন। কয়েকদিন ধরে হার্দিক পান্ডিয়া ও নাতাশা স্ট্যানকোভিচের বিচ্ছেদের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। যদিও হার্দিক বা নাতাশার কেউই আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের বিচ্ছেদের গুঞ্জনে শিলমোহর দেননি।

ইউরো জয়ে কোন টিম চ্যাম্পিন হবে,উঠছে প্রশ্ন

১৪ জুন ঃ রাত পোহালেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ইউরো। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা কোন টিমকে চ্যাম্পিয়নের দাবিদার হিসাবে দেখছেন? নীচে তুলে দেওয়া হল। আসন্ন ইউরো জয়ের ব্যাপারে বিশ্বফুটবলের বরেণ্য কোচ জোস মোরিনহো পর্তুগালকেই ফেভারিট ধরছেন। তাঁর আরও মনে হচ্ছে, ইউরোতে প্রবল ভুগবে ইতালি। যারা কি না গত ইউরোয় চ্যাম্পিয়ন। এক সাক্ষাৎকারে মোরিনহো বলে দিয়েছেন, ''আমার মতে, পর্তুগাল ইউরো জয়ের ক্ষেত্রে এক নম্বর ফেভারিট। দু'নম্বরে ইংল্যান্ড। তৃতীয় ফেভারিট ফ্রান্স। তার পর যথাক্রমে জার্মানি আর স্পেন। ইতালি পারবে না ট্রফি ধরে রাখতে। ওদের টিমে তেমন প্রতিভা নেই।'' প্রাক্তন ইতালি ফুটবলার মনে করেন, তাঁর দেশের ইউরো জয়ের এবার তেমন সম্ভাবনা নেই। টোনি বলেছেন, ''ইউরো জয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে ফ্রান্স। তার পর যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও জার্মানি থাকবে ইতালির সম্ভাবনা তেমন দেখছি না।'' মোরিনহোর সঙ্গে সহমত ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার ওয়েন রুনিও। যিনি বর্তমানে কোচিং করেন। রুনির মতে, ইউরো জয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে

বড় দাবিদার ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগাল। ''পর্তুগালের টিমটা খুব ভালো। টুর্নামেন্ট জয়ের ক্ষেত্রে ওরা ভালো রকম ফেভারিট।'' আসন্ন ইউরোয় প্রাক্তন ইংল্যান্ড ডিফেন্ডার রিও ফার্দিনান্দের বাজি তাঁর নিজের দেশ। তিনি বলেছেন, ''আমার মতে, ইউরো জয়ের সেরা দাবিদার দু'টো দেশ। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স। জার্মানিও লম্বা যাবে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ ওদের দেশেই এবার টুর্নামেন্ট।'' অতীতের বিখ্যাত ইংল্যান্ড প্লেয়ারের মতে, এবারের ইউরো ইংল্যান্ডের। তিনি বলেছেন, ''এবারই ইংল্যান্ডের ইউরো জেতার সেরা সুযোগ। ইংল্যান্ড যদি কোনও ভাবে না পারে, তা হলে আমি বলব ইউরো জিতবে ফ্রান্স। ওদের টিমে যা প্রতিভা আর অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাতে ওদের হারানো খুবই কঠিন হবে।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com